শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

যাজী-সূক্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

মানবজীবন ঈশ্বরলাভের জন্য। ঈশ্বরলাভ মানে, ধারণ-পালন-সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমগণই অমনতর ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত প্রতীক। তাই যুগে-যুগে তাঁরাই ঈশ্বর-বিগ্রহ ব'লে পূজিত হ'য়ে থাকেন। জীবন-সম্বেগ, যোগাবেগ বা সত্তার সমগ্র অনুরাগ যুগ-পুরুষোত্তমে নিবদ্ধ ক'রে, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তদ্ভাবভাবিত হ'য়ে, তাঁর ইচ্ছানুপূরণে জীবনকে পরিচালিত করাই মানবের পরমপুরুষার্থ। এই-ই সাধ্য, এই-ই সাধন। এর একটা বিধিবদ্ধ প্রণালী ও পরিক্রমা আছে। তা' হ'লো আমাদের অবিন্যস্ত ভাবা, বলা, করাকে অর্থাৎ জীবনজড়িত বিক্ষিপ্ত সব শক্তিকে জীবনের ঐ কেন্দ্রপুরুষে সুসংন্যস্ত, কেন্দ্রীভূত, একায়িত ও সার্থক ক'রে তোলা। তাকেই অন্য কথায় বলে—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এই ত্রয়ীর নিষ্ঠানন্দিত অনুপালন ও অনুশীলনে মানব অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, স্বীয় ভাগবত-স্বরূপের উপলব্ধিতে ধন্য হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, পরিবেশের সঙ্গে সে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই ব্যক্তির আত্মোন্নতি সম্যক স্থিতি ও গতিলাভ করে না যদি কিনা পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব, মায় মানব-পরিবারের ভবিষ্য বংশধরগণের মধ্যে পর্য্যন্ত ঐ উন্নতির ধারা সঞ্চারিত, সংক্রামিত ও সম্প্রসারিত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা না হয়। এই ব্যাপক পুণ্য-প্রয়াসের নামই যাজন-চর্য্যা। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রোক্ত যাজন-সম্পর্কিত বাণীগুলি নিয়েই 'যাজী-সূক্ত' প্রকাশিত হ'লো। 'যাজী-সূক্ত' মানে যাজনকারীর অনুসরণীয় নীতিসূত্র বা সঙ্কেত-বাক্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই পুস্তকের অগণিত বাণীর ভিতর-দিয়ে দেখিয়েছেন, কেমন ক'রে ইষ্টে অচ্যুত নিষ্ঠা ও আনতি নিয়ে প্রবৃত্তি-প্রহত, পথভ্রষ্ট, দিশেহারা মানুষকে প্রাণকাড়া স্নেহ, প্রীতি, দরদ, সেবা, সাহচর্য্য, সাহায্য, বাক্য-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে ঐ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী জীয়ন্ত কেন্দ্র-কীলকের দিকে আকৃষ্ট ক'রে কল্যাণতপা ক'রে তুলতে হয়। এই সম্পর্কে নানা দিক্ থেকে অনেক কথাই বলেছেন। যাজন ক'রতে গেলে চাই—বিহিত যজন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইষ্টানুগ

আচরণ ও চলন যা' ব্যক্তিত্বে একটা চৌম্বক প্রভাব সৃষ্টি ক'রে স্বতঃই মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে আকর্ষণ করে।

যাজনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠার নাম-গন্ধ থাকলেও সে-যাজন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। যাজনের অপর নাম ধর্ম্মদান। কারণ, মানুষের ধৃতিবেদী হ'লেন ইষ্ট বা যুগ-পুরুষোত্তম। যাজন ও দীক্ষার মাধ্যমে তাঁরই সঙ্গে মানুষের অস্খলিত অনুরাগের যোগসূত্র রচনা ক'রে দেওয়া হয়। ইষ্টকেন্দ্রিক সক্রিয় নিষ্ঠাপ্রতুল অনুরাগ মানুষের দোষ-দুর্ব্বলতার নিরসন ক'রে তাকে সর্ব্বতোভাবে দক্ষ, যোগ্য ও অপরাজেয় ক'রে তোলে জীবনে। যাজন করতে গিয়ে বিশেষ ক'রে দেখতে হবে—যাতে মানুষকে প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ক'রে তোলা না হয়। বরং আত্মনিয়ন্ত্রণী সাধনা, ইষ্টসেবা ও পরিবেশের ইষ্টানুগ পরিচর্য্যায় আত্মোৎসর্গের জন্য তার মনকে উদগ্র ও ব্যাকুল ক'রে তুলতে হবে। তাই ব'লে কা'রও ভাবে ব্যাঘাত ক'রলে চ'লবে না। কা'রও অহং, মর্ম্মগত আকাঙ্ক্ষা ও জন্মগত বিশ্বাস বা সংস্কারে আঘাত না দিয়ে তাকে উদ্গতির দিকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী বাক্-পরিচালনা ক'রতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষই বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও অনন্য। তাই, আদর্শ মনোবৈজ্ঞানিকের মত মানুষটিকে অনুধাবন ক'রে যেখানে, যখন, যা'র সঙ্গে যেমন, যতটুকু সমীচীন, সেখানে তখন, তার সঙ্গে তেমন, ততটুকু ব'লতে ও আচরণ ক'রতে হবে—প্রীতি-প্রসন্ন, মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার অনুবেদনা নিয়ে। যাজনের প্রধান জিনিস হ'লো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা। তাই তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদের অবতারণা না করাই ভাল। তবে মানুষের বোধের উন্মেষের ব্যাপারে প্রত্যয় ও প্রেরণাসন্দীপী অকাট্য যুক্তি-যোজনা এবং তথ্য, ঘটনা ও দৃষ্টান্তের সমাবেশ কিন্তু প্রায়শঃই সুফলপ্রসূ হয়। যাজকের প্রাণস্পর্শী সংস্পর্শে মানুষ যেন লহমায় বুঝে নিতে পারে যে, সে তার পরম হিতকামী বান্ধব এবং সে এমন একটা কিছু পেয়েছে, যা' পেয়ে সে কৃতকৃতার্থ, পরিতৃপ্ত, তন্ময়, ভরপুর, পূর্ণকাম। মুহূর্ত্তেই সে যেন একটা স্বর্গের স্বাদ অনুভব করে তার সান্নিধ্যে। সে যে-ধনে ধনী, সেই ধন লাভ ক'রবার জন্য তার সত্তা যেন চকিতেই আগ্রহ-বিধুর হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি সুসংহত, ইষ্টমাতাল, উদ্দীপনী পরিমণ্ডলের সৃষ্টি যদি হয়, তখন তা'র যাজন নিজের ও অপরের কাছে পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে, যাজক ও যাজিত যুগপৎ ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে কৃতিবিশাল রসোল্লাসে মেতে ওঠে। পরম-

পুরুষের আবির্ভাব হয় ইষ্টযাজনার সেই অমৃততীর্থে। মানুষ ত্রাণ পায়, প্রাণ পায় সেই যাজনে। শুধু ব্যক্তিগত যাজন নয়, গুচ্ছগত যাজনও আছে। বক্তৃতাকে বলা যায় গণ-যাজন। এর প্রত্যেকটিরই বিশেষ-বিশেষ রীতিপদ্ধতি আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সমন্বিত বাণীগুলিতে সব-কিছু প্রাঞ্জলভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

আমরা তৎপ্রদত্ত এইসব অমৃত-সঙ্কেতের অনুসরণে যেন মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সাত্বত সম্বেগকে দাউদহনী ক'রে তুলতে পারি, আর এর ভিতর দিয়েই যেন মর্ত্ত্যের বুকে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি, মৃত্যুকে অমৃতে পর্য্যবসিত ক'রতে পারি এবং যাবতীয় ব্যর্থতাকে সার্থকতায় সমাসীন ক'রে প্রিয়পরমের প্রেমমুখে আনন্দমধুর হাসির লহর জাগিয়ে রাখতে পারি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৭০

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার কথা
বিহিতভাবে যা' অবগত হ'য়েছ,
বোধে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে যা',—
তাই-ই অন্যকে ব'লো,
যা' বোঝনি—
বলার লালসা থেকে তা' বলতে গিয়ে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলো' না,
নিজেও হ'য়ো না।

যাজন

তীব্র তালে ধর গান
নেচে উঠুক সবার প্রাণ । ১ ।

সশ্রদ্ধ কৃতিমুখর উর্জ্জী যাজন
মানুষকে
সবল ও কৃতী ক'রে তোলে । ২ ।

তোমার বলাগুলি
ততই জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হওয়া
যেমনতর বাস্তব চরিত্র নিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে । ৩ ।

ইষ্টার্থপোষণী যজনানুগ যাজন
মানুষকে ঈশ্বরের দিকেই নিয়ে যায় । ৪ ।

যজনহারা যাজন
আর দুধ-ছাড়া মাখন—
একই রকম প্রায় । ৫ ।

যে-যাজন কর্ম্মে অভিব্যক্ত হ'য়ে
প্রগতি-প্রেরণায় বাস্তব হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনী উদ্দীপনা নিয়ে,—
তা' যোগ্যতারই উদ্দীপক,
তাই, তা' মঙ্গল-মূর্ত্ত যাজন । ৬ ।

নিজে কোন পূরয়মাণ সৎ আদর্শ দ্বারা
সংস্কৃত বা শাসিত না হ'য়ে
অন্যকে সেই তাঁর দ্বারা
সংস্কার বা শাসন ক'রবার
সুবিধাকে গ্রহণ ক'রতে যাওয়া—
বিড়ম্বনাকে আমন্ত্রণ করা,
কারণ, স্বীয় চরিত্রই তা'র
প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। ৭।

আদর্শপরায়ণ হও,
শুভ-কর্ম্মপরায়ণ হও,
আর, প্রত্যেককে তা'ই ক'রে তোল—
পারস্পরিক অনুচর্য্যতা নিয়ে,—
স্বর্গ সুষমাধারায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক—
জীবনীয় ক'রে,
আয়ুষ্মান্ ক'রে সবাইকে। ৮।

সৎ যা'-কিছু
শুভ যা'-কিছু,
তা'কে যদি চারিয়েই দিতে চাও,—
তবে নিজে আচরণ কর,
আর, এই আচরণের মাধ্যমে
সেগুলি পরিবেশে চারিয়ে দিতে থাক,
আর, পরিবেশকেও
ঐ চলনে চরিত্রবান্ ক'রে তোল—
যা'-কিছু সবের
সার্থক সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি-শালিন্যে,
এই-ই জেনো প্রচারের প্রাণ,
এতেই প্রচার প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠবে। ৯।

প্রবুদ্ধ হও,
বিষয়ের প্রতিটি ব্যাপারে
সুযুক্ত সন্নিবেশ নিয়ে
অকাট্যভাবে
অচ্ছেদ্য তৎপরতায়
সঙ্কল্পকে কৃতী ক'রে তোল,
প্রতিটি হৃদ্য ভাবভঙ্গী, চালচলনের
সমবায়ী অন্বিত অর্থনায়
তোমার প্রভাবও সিদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ প্রভাব
সবাইকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক—
দৃঢ়, কৃতী সঙ্কল্পে ;
এমনি ক'রেই
ঐ প্রবোধনা
সবাইকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক । ১০ ।

তোমার জীবনের সার্থক সন্দীপনা
কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল ক'রে তোল—
আপ্যায়নী তৎপরতায়
প্রীতিমুখর উর্জ্জনা নিয়ে,
সার্থকতা কৃতার্থ হ'য়ে
তোমাকে
বিভব-বিভূতির তৃপ্তি-সন্দীপনায়
আলিঙ্গন ক'রবে ;
নিজে সুখী হও,
অন্যকেও সুখী কর । ১১ ।

তোমার
যা'র প্রতি যেমনতর
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা—

সমীচীন ও সৎসন্দীপী,
সেখানে তেমনি ক'রো,
অবজ্ঞা ক'রো না,
এমনি ব্যাপৃতির ভিতর-দিয়ে
তুমি সবার অন্তরে পরিব্যাপ্ত হও,
বিভূতি
বিভব-সন্দীপনায়
উত্তাল হ'য়ে উঠুক । ১২ ।

তোমার ভাববৃত্তির দ্যোতনকৃতিকে
এমনতরভাবে বিনায়িত ক'রে রেখ—
যা'তে তা'
ইষ্টার্থ-তাৎপর্য্যে
তোমার সত্তাকে
সুষ্ঠু সৌষ্ঠবে বিনায়িত ক'রে
শিষ্টাচারকে অপ্রাতিহত ক'রে
চালনা করেই,
চালচলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা
যা'ই বল না কেন,—
সবার কাছে যেন সেগুলি
সৎসম্বন্ধান্বিত হ'য়ে পড়ে—
পরিচর্য্যার কৃতি-সন্দীপনায়,
বোধব্যবহার-তাৎপর্য্যে,
মনন ও মান-এ অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রে । ১৩ ।

যদি সশ্রদ্ধ নিয়মানুবর্ত্তী, সচ্চরিত্র
সুব্যবহারসম্পন্ন, কৃতনিশ্চয়ী সক্রিয় ক'রে
কাউকে তুলতে চাও—
তবে কৃতনিশ্চয়ী সক্রিয়তায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত

ব্যক্তদ্যুতি নিয়ে
সশ্রদ্ধ, সচ্চরিত্র,
বিনয়ী সুব্যবহারসম্পন্ন ক'রে
আগে নিজেকে তৈরী কর—
যা'তে অভ্রান্তভাবে প্রতিপদক্ষেপে
স্ফুরিত হ'তে থাকে তা'—
দেখবে,
সশ্রদ্ধ হ'য়ে তোমার সংস্পর্শে'
যা'রাই আসবে তা'দেরও
প্রতিটি চলন অমনতর হ'য়ে উঠবে,
তাই, যেমনটি চাও—তেমনটি হও,
পাবেও তেমনি । ১৪ ।

আসল কথাই হ'চ্ছে—
তোমাকে নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
তোমার নিজে
শ্রেয় হ'য়ে উঠতে পারা চাই
সব দিক্-দিয়ে;
কোন ব্যাঘাত যেন
তোমাকে আঘাত দিয়ে
নষ্ট ক'রে তুলতে না পারে,
তাতে তোমার জীবনদ্যুতি
চিরদিনই খরস্রোতা হ'য়ে চ'লবে,
এই তো অমৃত-সন্দীপনা ;
বাঁচতে হ'লে
বাড়তে হ'লে
না-বাঁচা, না-বাড়াকে অতিক্রম ক'রে
তা'কে নিরোধ বা অবরোধ ক'রে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত হ'তে হবে ;
সাধনা মানেই তা'ই—

সেধে-সেধে
ক'রে-ক'রে
এমনতরভাবে
সেগুলিতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
যা'তে তা'
তোমার বাঁচাবাড়ার
কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
এতে তুমি—
স্বতঃ-স্বাধীন হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
স্বতঃদীপ্ত হ'য়ে চ'লবে—
স্বতঃ-চলনে,
আর, আনন্দ তো সেখানেই—
যা'তে তোমার জীবননন্দনা
অপ্রতিহত হ'য়ে চলে ;
স্ফূর্ত্তি মানেই—
স্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠা,
গজিয়ে ওঠা,—
সাত্বত সম্বৃদ্ধির পরিস্ফোটনায় ;
সবাই তো তা' চায়-ই,
করার পথে চ'লে
কৃতিমুখর তৎপরতায়
আয়ত্ত ক'রে তুলতে হবে তা' ;
ঐ আয়ত্তির উদ্দীপনা
যতই বেড়ে উঠবে—
জীবনস্রোতা হ'য়ে,
ততই তুমি
তোমার পরিবেশকেও
তেমনতরভাবে
উদ্দীপনা জুগিয়ে চ'লবে—
কৃতি-অভ্যাসে

অভিদীপ্ত ক'রে নিজেকে,
না ক'রে কিন্তু
কোন হওয়াই হবে না,
হওয়ার উজ্জয়িনী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
করা,
কর,
হও ;
তাই বলি—
করণকে বাদ দিয়ে
হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
যদি তুমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাক,
তুমি একটা আহাম্মক ছাড়া
আর কী বল তো ?
তাই বলি—
বরেণ্য যাঁরা
তাঁদের কাছে
অমৃতের সংবাদ নাও,
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যকে আহরণ কর,
আর, তেমনি সন্তর্পণে
সেগুলিকে কাজে ফলিয়ে তোল,
ফলিয়ে তুলে'—
যিনি বরেণ্য
তাঁ' হ'তে আশীর্ব্বাদ পাও,
তাঁকে
তোমার পরিবেশের ভিতর
বপন ক'রে তোল,
ঐ বপন ক'রে
অর্থাৎ বুনে-বুনে দেখ—
কোথায় কতখানি তা' গজাচ্ছে,
যেমনতর যে গজাচ্ছে
তা'কে তেমনতর সাহায্য কর ;

এমনি ক'রেই
তুমি বিপুল হ'য়ে ওঠ—
ঐশ্বর্য্যে
বিভবে
সম্পদের পটভূমিকায় ;
নিজে ধন্য হও,
অন্যকেও সার্থক ক'রে তোল,
ধন্য ক'রে তোল,
ঐ কৃতিচর্য্যাই
ধাতার ধন্যবাদ এনে
তোমাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলবে । ১৫ ।

তোমার-চরিত্র, চলন ও ব্যবহার
বাক্-অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের উপস্থাপয়িতা
যেমনতর হ'য়ে উঠবে
সক্রিয় সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তিতে—
তোমার প্রিয়পরম-সহ তুমিও
তেমনিভাবে আদৃত হ'য়ে উঠবে
লোকের কাছে,
তোমার এই যাজী-চরিত্রই
যজন-উদ্বোধনায়
মানুষকে প্রিয়পরমে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে—
তোমার প্রকৃতির অভিনন্দনায়
তেমনতর ;
তা' যেমনতর মেকদারের,
তোমার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গত হ'য়ে উঠবে
তেমনতর মানুষই তাঁ'তে—
বৈশিষ্ট্যবিধৃত সাম্য-সহচর্য্যায়

সুকেন্দ্রিক একাগ্র হ'য়ে
প্রত্যেকে পারস্পরিক অনুকম্পী সক্রিয়তায়। ১৬।

তোমার অন্তঃস্থ ভাবকে
এমনতরভাবে বিনায়িত কর—
কৃতিদীপনী শৌর্য্য-বিনায়নে,
তোমার অনুচলন
এমনতরই হ'য়ে উঠুক—
যা'তে তা'
সচ্ছল-সুন্দরে
শুভ-সৌন্দর্য্যে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই পরিদীপনা
প্রত্যেক অন্তরে
এমন দ্যোতনা সৃষ্টি করুক—
যে দ্যুতিবিভব
কৃতিসুন্দর তৎপরতায়
পরাক্রমী উর্জ্জনা নিয়ে
তা'দিগকে
সুস্থ, স্বস্থ, সবল,
দরদী প্রীতিবন্ধনযুক্ত ক'রে তোলে,
এই মৈত্রীই হোক—
তোমার জীবনের অভিযান। ১৭।

তোমার অনুচলন,
বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী ও কৃতিচর্য্যা
এমনতর হয় যেন—
যা'তে তোমার পরিস্থিতিতে
যা'রাই থাক্ না কেন,
তা'রাই
শুভ-সন্দীপনী যোগাবেগ-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,

উদ্যমী সতর্কতার সহিত
তৃপ্তিপ্রসূ অনুকম্পনা ও অনুচর্য্যা নিয়ে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে চলে,
আর, তা'দের প্রতিটি পদক্ষেপ
শুভ-সঞ্চারী হ'য়ে ওঠে ;
বেশ ক'রে হিসাব-নিকাশ ক'রে
যুগিয়ে-যুগিয়ে
বিন্যাস-তৎপরতায়
এমনতর চলন ও চর্য্যাকে
আয়ত্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
তোমার ব্যক্তিত্বকে
শুভ-সন্দীপনী উপচয়ী অনুবেদনায়
উদযুক্ত কৃতিমুখর ক'রে,
যা'তে তোমার সান্নিধ্যে
তোমার পরিবেশ
অন্তরে-বাহিরে ব্যতিক্রমরিক্ত হ'য়ে
সতর্ক-সমীক্ষু
শুভ উদ্দীপনা নিয়ে
আকস্মিক বহু বিপর্য্যয়
ও অশুভ বিক্ষেপ হ'তে
রেহাই পেতে পারে ;—
এমনি ক'রেই তুমি
প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে ওঠ,
তোমার স্মৃতিই যেন মানুষকে
সহজ-সন্তৃপ্ত ক'রে তোলে—
স্বভাবকে সুসংহত ক'রে । ১৮ ।

তোমার সুকেন্দ্রিক আচার-ব্যবহার,
বাক্য, চালচলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষকে উদ্বোধনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
যেমনতর কর্ম্মে নিয়োজিত হ'তে হবে

তদানুপাতিক ক'রে,
তোমার সহানুধ্যায়ীদের সহিত
পারস্পরিক অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
বোধবেদনী ঐকতানিক অনুনয়নে ;
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও ভঙ্গী,
এমনতর হৃদ্য ক'রে তোল,
যা' প্রতিপ্রত্যেকের স্নায়ুতন্ত্রীকে
আলোড়িত ক'রে
উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
সকলকেই সুষ্ঠু সম্বেগে
উদ্দাম অভিদীপনী ক'রে তোলে ;
আর, এই উদ্বোধনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে'
তা'কে কর্ম্ম-সম্পাদনায়
নাছোড়বান্দা ক'রে তোল—
নিজেও সক্রিয় নাছোড়বান্দা হ'য়ে ;
আর, এই নাছোড়বান্দা ক'রতে
যতখানি প্রেরণা দরকার,—
তা' দিতে
এতটুকুও অলস হ'য়ো না,
এই অলসতা কিন্তু
মানুষের অন্তর-উদ্দীপনাকেও
মন্থর ক'রে তোলে,
আর, এই মন্থরতাই বিলম্বের কারণ
বা নিষ্পন্নতার অন্তরায় ;
ঐ উদ্বোধনী উদ্দীপনায়
তা'দিগকে যদি
ক্রিয়ানিরত প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে চ'লতে থাক—
নিরবচ্ছিন্নভাবে—
যতক্ষণ না তা' সম্পূর্ণভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারছ—

এমনতরভাবে,
যা'তে তোমার ও তা'দের কা'রও ভিতর
অবসাদ না আসতে পারে,—
তাহ'লে দেখবে—
যা'রা তোমাতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা নিষ্পাদনের শুভ-নিয়োজনে
নিজেদের নিরত রেখে
যোগ্যতায় আরূঢ় হ'য়ে চ'লছে ;
অমনতর বাক্য, ব্যবহার
ও অবিরাম সুকেন্দ্রিক অনুচলনে
নিজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্যকেও ওঠাও—
ত্বরিত আপূরণী তৎপরতায় ;
দেখো—
তোমার ঐ শুভ-প্রেরণাযুক্ত সংহতি
মন্ত্রপূত হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় উদ্‌যাপিত হ'য়ে উঠবে—
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
যোগ্যতার শুভ-সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত ক'রে ;
আর, এমনি ক'রেই
ধারণ-পালনী সম্বেগ
নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,—
ঐশী-আশিস্‌
জেগে উঠবে তোমাতে ও তোমার পরিবেশে—
সংহতির সাবুদ চলন নিয়ে । ১৯ ।

তুমি বোঝও খুব,
বলও বেশ,
তোমার কথাবার্ত্তায়
মানুষে কিন্তু বাহবা দেয় কম নয়,

জ্ঞান-ভক্তি-শ্রদ্ধা,
তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা
সবই বেশ ক'রতে পার,—
তা'তে মানুষ খুশী হয়, তারিফ করে,
কিন্তু তুমি যদি নিজে
তা'র অনুশীলন না কর,
হাতে-কলমে করায়
সেগুলিকে প্রতিফলিত ক'রে না তোল,
তোমার অনুভূতি বা উপলব্ধি হবে না ;
করা মানেই হ'চ্ছে—
হৃদ্য আচার-ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী চলনে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
ব্যাপার ও বিষয়ের
বাস্তব সুষ্ঠু-উপচয়ী নিষ্পাদন ;
দায়িত্বশীল সুকেন্দ্রিক সার্থক অনুচর্য্যায়
স্ফীত সশ্রদ্ধ অনুচলনে চ'লে
ঐ হাতে-কলমে যেমন ক'রতে পারবে—
নিষ্পন্নতার অভিযান নিয়ে,—
তোমার বোধিব্যক্তিত্বও
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে তেমনতরই
সুসঙ্গত উপলব্ধি ও যোগ্যতার
ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
ফলে, তুমি মানুষকেও
বিহিতভাবে পরিচালিত ক'রতে পারবে,
বাক্য ও ব্যবহারের
বিবেক-সম্বৃদ্ধ বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
যা'র যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই অনুপ্রেরিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনার পথে
পরিচালিত ক'রতে পারবে,

মানুষের জীবন্ত ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে তুমি ;
তোমার সাহচর্য্য মানুষকে
স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলবে,
অসৎ-নিরোধী ক'রে তুলবে,
পরাক্রম-প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
নিষ্পন্নতায় আগ্রহোদ্দীপ্ত ক'রে
জীয়ন্ত ক্রিয়মাণ ক'রে তুলবে,
তুমিও প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তা'দের পরম বান্ধব হ'য়ে উঠবে,
তা'রাও তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে ;
নয়তো, ঐ বাচক বুদ্ধি
উপলব্ধিহীন বাচাল আসনেই অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে
ধিক্কার দিয়েই চ'লবে ;
তাই বলি—
তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌কে
সজাগ ক'রে রাখ—
সন্ধিৎসু অনুচর্য্যার আবেগ নিয়ে,
তৎসঞ্জাত বোধিপ্রসাদ
সত্তানুপোষণী অনুচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত কর,
সশ্রদ্ধ বিনয়ী বাক্‌-ব্যবহার ও চলন নিয়ে
বিহিতভাবে যা' করণীয়
তা' বল ও কর,
ক'রে কৃতিত্ব লাভ কর,
আর, সেই উপলব্ধি
তোমাকে বাস্তব মন্ত্রদ্রষ্টার আসনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলবে । ২০ ।

তোমার আচার-ব্যবহারে
বা কথাবার্ত্তায়
কা'র অন্তরে কেমনতর

অনুক্রিয়তার সৃষ্টি ক'রবে
কেমনতর সন্দীপনায়—
যদি পার—
ভেবে-বুঝে দেখে
তেমন ক'রে ক'রো
বা তেমনি ব'লো—
যা'তে সে
উৎসাহ-উদ্দীপী হ'য়ে
কৃতিমুখর তৎপরতায়
সৎ ও শুভের তপশ্চরণে
নিজেকে
শিষ্ট বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে—
কৃতিযোগতৎপর হ'য়ে,
আলস্য, অবহেলা
বা মানসিক অবসন্নতা
তা'র কাছে স্থান না পায় :
তোমার ব্যক্তিত্বের বিভা,
কথাবার্ত্তা, চালচলন,
আচার-আচরণ ইত্যাদি
মানুষকে যত শীঘ্র—
যদি এক লহমায়
অমনতর ক'রে তুলতে পারে
শুভ উদ্বোধনায়,
কথা ও কৃতির শুভ সঙ্গতি রেখে,—
মানুষের
পরম উপকারী বান্ধব হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, তোমার লোকতপা পরিচর্য্যাও
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অন্তর-উৎসারিত
উদ্দীপনী

আন্তরিক হোম-আহূতি
আশিস্-অনুধায়নায়
সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে । ২১ ।

আচার-ব্যবহার, অনুশীলন
ও তা'র তাৎপর্য্যে
নিজেকে
বিনায়িত করার ভিতর-দিয়েই আসে
প্রাপ্তি,
আর, ঐগুলির গোড়াই হ'চ্ছে—
অস্খলিত শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ,
যা' শ্রমপ্রিয়তায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পাদন-তাৎপর্য্যে ;
ঐ-ই হ'চ্ছে তোমার
ভজনদীপ্ত জ্ঞানপ্রতিভা,
যা' প্রতিপ্রত্যেকের ক্রমের ভিতর-দিয়ে
ভজনদীপ্ত অনুরাগে
বিকশিত হ'য়ে ওঠে তোমার সত্তায়—
বাস্তব সন্দর্শনায় ;
আর, তা' যদি না হয়,
ফাঁকা আওয়াজ যতই কর না—
তোমার কিন্তু হবে না কিছুই,
আর, পরিবেশকেও
তুমি বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—
ঐ ফাঁকিবাজির ঘূর্ণিপাকের ভিতর
তা'দিগকে ফেলে—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে ;
নিষ্ঠা-অনুরাগ,
আনুগত্য,
ও শ্রমপ্রিয় কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
হাতে-কলমে যা' আয়ত্ত ক'রবে

সেগুলি তোমার ভিতর হ'য়ে উঠবে,
আবার, তোমার মনগড়া বুদ্ধির তক্‌মায়
যা'-কিছু ক'রবে—
তা' তোমার সম্পদ্‌ হবে না,
তুমি হবে ব্যর্থকাম,
যদি চাও তো বুঝে-সুঝে চল । ২২ ।

তোমার ব্যক্তিত্ব
সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থী কৃতিচলনে
সাধু নিষ্পাদনায়
উচ্ছল চলনে চ'লতে থাকুক,
আর, ঐ উচ্ছলতা
সম্বেগসিদ্ধ প্রভাব বিস্তার ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বে
চৌম্বকত্বের আবির্ভাব ক'রে তুলুক,
তোমার প্রতিটি অনুচলন
সবার অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে তুলুক,
সেই আকর্ষণ প্রত্যেকের
উপযুক্ত কৃতী বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
ঐ তা'দের ব্যক্তিত্বকেও
ঐ অমনতর চৌম্বক প্রভাবে
প্রভাবান্বিত ক'রে তুলুক ;
তুমি চৌম্বক-প্রবুদ্ধ কৃতি-আপ্যায়নায়
তোমার সত্তাকে
ঐ অমনতরই সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
ব্যাপন-প্রভাব বিস্তার ক'রে,
অন্বিত সঙ্গতিশীল
গুণ ও কৃতি-অর্থনায় ;
তোমার ব্যক্তিত্বের ব্যক্তপ্রভা হ'য়ে উঠুক
প্রীতি-উচ্ছল চৌম্বকের কৃতি-নিক্বণ । ২৩ ।

দেশ, কাল ও পাত্রের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অনুনয়নে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনতরভাবে
কথায় ও কাজে
তোমাদের সবারই যদি এক সুর না বাজে,
সেই তালের তালিমী চলন নিয়ে যদি না চল,
তাহ'লে যে-প্রেরণায়
মানুষকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে যাচ্ছ—
যে-অভিযান নিয়ে,
তা'র অনুরণন ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
তা'রা বিচ্ছিন্নতায়
বেতালিম হ'য়ে চ'লবে,
ফলে, সক্রিয় সংহতি সৃষ্টি হ'তে
অনেকখানি ব্যতিক্রম এসে দাঁড়াবে,
অভিযান সময়মাফিক
সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না তোমাদের,
অনুচর্য্যাবিহীন শ্রম
চকিত ব্যতিক্রমে
বিপর্য্যয়েরই উপঢৌকন লাভ ক'রে
নিষ্পন্নতার প্রসাদ হ'তে
তোমাদিগকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে,
তাই, যেন মনে থাকে সেই বেদগাথা—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো
হবিষা জুহোমি ।।" ২৪ ।

তুমি ইষ্টভৃতি-পরিচর্য্যাই কর না,
ক'রলেও তাতে

শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুচর্য্যা নাই,
ইষ্টার্ঘ্য-অন্বিত নও তুমি নিজেই,
অথচ যজন-দীপ্ত,
ঠিক বুঝো—
সে-যজন ইষ্টে বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
তাই, ও-যজনও
ইষ্টার্থবাহী হ'তে পারে না,
তা' না হ'লে
ইষ্টীপূত দ্যুতির আবির্ভাব
তোমার চরিত্রে
কি ক'রে ঘটতে পারে ?
তাই, তোমার যাজনও
জীবনহারাই হ'য়ে ওঠে,
কা'রও হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে
সুক্রিয় উদ্দীপনায়
অনুপ্রাণিত ক'রতে পারে না ;
বুঝে নাও, খাঁকতি কোথায়,
দেখে তা'র অপসারণ কর,
ইষ্টীতপা হ'য়ে চল—
যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে,
তোমার যাজনও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে । ২৫ ।

সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
তোমার সমস্ত কর্ম্মই
শ্রেয়তপা হ'য়ে উঠুক,
অনুশীলনী শীলচলনে চ'লে
লোকপালী যোগ্যতায় সুযোগ্য হ'য়ে ওঠ,
অযোগ্যদিগকে যোগ্য ক'রে তোল,
যোগ্যতর যা'রা
তা'দিগকে যোগ্যতম ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে
যোগ্যতার সুপ্রতিষ্ঠ ঋত্বিক্ হ'য়ে ওঠ ;
নিজে হও,
নিজের পরিবারকে ক'রে তোল,
পরিবেশকেও ঐ তালে তালিম ক'রে তোল,
এমনি ক'রে অপটুত্ব,
অযোগ্যতা,
দরিদ্রতা, ইত্যাদি সব যা'-কিছুকে
একদম বিদায় দিতে থাক,
লোকপোষণ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ঐ দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রে তোল সবাইকে,
ঐ করার ভিতর-দিয়ে হ'য়ে ওঠ তুমি,
সবাইকে তেমনতর হইয়ে তোল ;
হওয়া যেখানে স্বতঃসিদ্ধ
পাওয়াও সেখানে স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
মনে রেখো—
ঐ চলনই তোমাকে
যোগ্যতায় প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে—
মানুষের অন্তরকে অর্জ্জন ক'রে,
মানুষই তোমার পরম ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে,—
ধারণ-পালনী দেদীপ্যমান ক'রে তোমাকে ;
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
তিনি ধারণ-পালনের পরম উৎস । ২৬ ।

তুমি সাত্বত-ধর্ম্মী হও,
সাত্বত ধৃতি
তোমার উপাসনার বস্তু হ'য়ে উঠুক ;
ঐ ধৃতির উপায়,
নীতি, চলন-বলনগুলি
নিত্যকর্ম্ম হ'য়ে উঠুক তোমার—
শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুনয়নে ;

প্রতিটি পরিবেশের
জীবন ও আয়ুর আয়ুধই হ'য়ে উঠুক
তোমার যাজন-প্রদীপ,
কথায়, আচারে-ব্যবহারে
শ্রদ্ধা-উৎসারিত অনুনয়নী উৎসারণাই
হ'য়ে উঠুক তোমার যাজন-জীবন ;
কৃতিমুখর তর্পণায়
প্রত্যেককে ক্রিয়া-তৎপর
তর্পিত ক'রে তোল ;
সত্তা-সম্বন্ধীয় যা'-কিছু
তা'ই কিন্তু সাত্বত,
সত্তার অন্তর-পুরুষই হ'চ্ছেন
জীবন-পুরুষ,
আর, তাঁ'র ভর্গ-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
চেতনা, শক্তি, জীবন-চলনা,
তিনি স্বীয় আধিপত্য-বলে
প্রত্যেক জীবনকে
ধারণ-পালনায়
পরিচালিত ও পরিপোষিত করেন ব'লে
সবাই তাঁ'কে ঈশ্বর ব'লে থাকে ;
তাই, সার্থক সুসঙ্গত
সুবিনায়িত সম্যক্ সাত্বত চলনই হ'চ্ছে—
জীবন-চর্য্যার চরণ-পূজা
অর্থাৎ চলন-পূজা ;
আর, পূজা মানেই হ'চ্ছে
সুক্রিয় আয়োজনে
সম্বর্দ্ধনাকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলা ;
তাই, ধৃতির উপাসনা কর,
অজচ্ছল আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সার্থকতায়
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল—

সুনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, সক্রিয়
প্রীতি-পরিস্রবা শুভ পরিবেষণে ;
তোমাদের জীবন জয়যুক্ত হো'ক
অসৎকে সুবিনায়িত অনুশাসনে নিরোধ ক'রে
ও তা'র উপযুক্ত ব্যবহারে । ২৭ ।

প্রাণন-তাৎপর্য্য যদি না থাকে—
অস্তিত্বের স্বস্তি-তাৎপর্য্য
তখন নির্ব্বাণমুখী হ'য়ে চলে,
অঢেল শিষ্ট প্রাণন-স্রোত
স্পন্দন-স্ফীতি-তাৎপর্য্যে
তোমাকে
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
শক্তিশালী ক'রে তুলুক,
বিভূতি-বিভবে
তুমি শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে পড়,—
যে শ্রী
তোমার ব্যক্তিত্বের শ্রী,
যে শ্রী
তোমার পরিবার-পরিবেশের প্রত্যেকের শ্রী ;
দেরী ক'রো না,
থেমে থেকো না,
ওঠ,
দাঁড়াও,
এখনই ধর,
এখনই কর,
করণীয় যা'-কিছু আছে—
তা'কে মজুত ক'রে রেখো না,
বিহিত ত্বরিত্যে সেগুলি নিষ্পাদন কর—
সন্ধিক্ষু দক্ষতায়

দীক্ষাপ্রভাবকে বাড়িয়ে তুলে',
অন্তরে বুঝতে পারবে—
লক্ষ্মী ধানদূর্ব্বা নিয়ে
তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে
ঐ অদূরেই অপেক্ষা ক'রছেন—
নারায়ণী সম্বর্দ্ধনাকে
শঙ্খ-নিনাদে
তুরীয় তৎপরতায় উদ্দীপ্ত ক'রে । ২৮ ।

তোমার অন্তঃস্থ
আগ্রহ-ঊর্জ্জনা বা পরাক্রম—
যা'ই কিছু হো'ক না—
তা' যেন অভিব্যক্ত হয়
শিষ্ট সুষ্ঠু
প্রীতি-উৎসারণী উদ্দীপনা নিয়ে,—
পরিচর্য্যার বিভব-বিভূতিকে
সুষ্ঠু তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে ;
এমনতর হ'য়ে ওঠ—
যেন প্রতিটি আলাপ
প্রতিটি ব্যবহার
প্রতিটি চালচলন
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
মধু প্রক্ষিপ্ত ক'রে
অমর স্বাদু ক'রে তোলে,
আর, তাই-ই তোমাকে
শুদ্ধ বৈধী আচারশীল ক'রে তুলবে—
আচরণের বিমল দ্যোতনায় ;
জীবনীয় কুলাচারের হোমবহ্নি
তোমার ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক চালচলনে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলুক,
আর, তা' সবাকে

উচ্ছল ক'রে তুলুক,
সচ্ছল ক'রে তুলুক,
স্বাদু ক'রে তুলুক ;
আমি যেখানেই
ঊর্জ্জনা বা পরাক্রমের কথা ব'লেছি—
বীর্য্যের কথা ব'লেছি—
ঐ তাৎপর্য্য নিয়েই ব'লেছি ;
তাই, ঐ তাৎপর্য্যকে বিদায় দিয়ে
তোমার পরাক্রমকে
পরামৃষ্ট ক'রে তুলো না,
ঊর্জ্জনাকে
অপবিদ্ধ ক'রে তুলো না,
বিহিত সন্ধিৎসার সহিত
সেগুলিকে লক্ষ্য রেখো,
একটা অঙ্গুলি-হেলনও যেন
মানুষকে
উদ্দীপিত ছাড়া
ব্যথিত ক'রে না তোলে । ২৯ ।

জীবন চায় জীবিত থাকতে
প্রদীপ্ত উচ্ছলতা নিয়ে,
বৈধী বিবেচনায়
সে যা'তে সতেজ-সুন্দর থাকে
স্বস্থ শরীর ও মনঃসঙ্গতির
সম্বেদনী উৎকর্ষ নিয়ে,
যা'তে তোমার অধিষ্ঠিতি
সুষ্ঠু-শুভ হ'য়ে ওঠে ;
তোমার পরিচর্য্যা,
আচার-ব্যবহার, চালচলন,
কথাবার্ত্তা,
নিরলস কৃতিসন্দীপনা

সকলকে যেন
মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে তোলে,
আর, তা'রই সঞ্চারণায়
সবাই যেন
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
নিষ্পাদনী অনুদীপনায়
সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
নিখুঁতভাবে ক'রে চল,
ব্যাহতিকে প্রশ্রয় দিও না,
তুমি তোমাকে দেখেই
অবাক্ হ'য়ে যাবে । ৩০ ।

প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী অশিষ্ট যা'রা
তা'দের অন্তর-উৎসারণাই হ'চ্ছে—
স্বার্থলোভ,
ঐ স্বার্থলোভ-সন্দীপনা দিয়ে তা'রা
দুনিয়াকে শোষণ ক'রতে চায়—
নানারকম কায়দাকরণের ভিতর-দিয়ে,
ধৃতি-উৎসারণা হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে
অতি মন্থর,
সত্তা, বিধি, ইষ্টার্থ বা মঙ্গলের
অধিষ্ঠাতা যিনি,—
তা'র তোয়াক্কা তা'রা কমই রাখে,
নিজেকে নিষ্ঠানিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে না ব'লেই
ব্যাহতি ও ব্যাঘাত
অনেক রকমই তা'দের সহ্য ক'রতে হয়,—
যদিও তা'তে তা'দের
বেশী উৎকণ্ঠা থাকে না ;
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লেই
ঐ স্বার্থসম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
তা'দের সঙ্গতি বের ক'রে

তা'রই শুভ সঞ্চারণায়
ক্রম-তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
আপ্রাণ অনুবেদনী তৎপরতায়,
যা'তে তা'দের চাহিদাই হ'য়ে ওঠে—
বিধি
বা সাত্বত সন্দীপনার সুচারু পরিচর্য্যা ;
সমীচীন তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে সংহত ক'রে
যেখানে যেমন বিহিত
তেমনিভাবে বিনিয়োগ ক'রে
যাঁতে তা'দের মঙ্গল সঞ্চারিত হ'য়ে ওঠে,
তোমার রকম-সকমের ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই যা'তে তা'রা
ইষ্টার্থে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তা'ই ক'রতে হয়—
ব্যতিক্রমে না যেয়ে ;
এমনি ক'রেই
রকম বুঝে
তা'দিগকে শিষ্ট ক'রে তোল,
তোমার কৃতি-সম্বেদনা
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে
অমনি ক'রেই তা'দের
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলুক—
যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি ক'রেই :
যদি জন্মগত ব্যতিক্রম না থাকে—
হয়তো তুমি সার্থক হ'য়ে উঠতে পার,
তা'র ব্যক্তিত্বও
শুভসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
চল,
ক'রে দেখ । ৩১ ।

দরদী অনুকম্পা,
আপ্যায়নী বোধিদীপ্ত ব্যবহার,
কৃতিদীপ্ত বোধাবিনায়নী পরিচর্য্যা,
শিষ্ট-সুন্দর ঊর্জ্জী বোধ-সঞ্চারণা,
হ্লাদসুন্দর বান্ধবতা,—
এই পাঁচটাই হ'চ্ছে—
চলার পথের প্রথম ও প্রধান
সুন্দর অধ্যাস । ৩২ ।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি রেখে
সমীচীন চলনে চল,
ভ্রান্তি তোমাকে জব্দ ক'রবে কমই । ৩৩ ।

তুমি লাখ উপদেশ দাও—
কমই কা'রো কিছু হবে তা'তে,
কিন্তু তোমার চলা, বলা ও করার
সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যা' ক'রবে,—
তা' অমনতর উপদেশের চাইতে
অনেক বেশী । ৩৪ ।

মানুষকে এমন ক'রে ফুলিয়ে তুলো না—
যা'তে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার্হ না হ'য়ে
তোমার আদর্শ নিয়ে তুমি
চাপা বা ঢাকা প'ড়ে
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠো,
এতে অকল্যাণ তোমারও এবং তা'রও । ৩৫ ।

মানুষকে লাখ উপদেশ দাও—
তা'তে তা'দের কিছুই হবে না,—

যদি তোমার ব্যক্তিত্বে
ঐ কর্ম্মানুচলন না থাকে,
আবার, যা'রা তোমার
অনুচলন-তৎপর উপদেশ শুনে
খুশী হ'য়ে চ'লে যায়,
করে না,
তা'দের বড়-জোর একটা ধারণা
সৃষ্টি হ'য়ে থাকতে পারে,
কিন্তু তা'দের ব্যক্তিত্ব
কর্ম্মোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে
অতি নগণ্যভাবেই,—
যদি তা'দের কর্ম্মে নিয়োজিত না কর ;
আবার, তুমি অগ্রণী হ'য়ে
যদি তা'দের কর্ম্মে নিয়োজিত কর,—
ও কাজের সাথে-সাথে
বিহিত উপদেশে পরিচালিত কর,—
তা'তেও তা'রা অনেকখানি
লাভবান্ হ'তে পারে,
কিন্তু তোমার উপদেশ শুনে
যা'রা কর্ম্মানুশীলনী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
নিজেরাই কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে
নিজেদের বোধিবীক্ষণী অনুচলনকে
সক্রিয় ক'রে,
তোমার উপদেশে তা'দের
অনেক উন্নতিই আশা ক'রতে পার,
কারণ, তা'রা বোধি-বিনায়িত হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিজেরাই কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠেছে,
আর, এই ওঠার আগ্রহের ভিতর-দিয়েই
তোমার উপদেশগুলিকেও
জীবনে মূর্ত্ত করার প্রেরণা

সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা ক'রবে ;
করার ভিতর ভুলভ্রান্তি,
চলন-চাতুর্য্যের খাঁকতি যতই থাক্—
বোধদীপ্ত অনুশীলনাই
তা'দের ভুলভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'দিগকে সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়
আগ্রহদীপ্ত ক'রে তুলবে ;
তা'দের উন্নতির আশা
খুবই বেশী । ৩৬ ।

কথায় বলে—
উপদেশের চাইতে উদাহরণই ভাল,
তুমি আগে
স্বস্তির উদাহরণ হ'য়ে ওঠ—
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যে
হাতে-কলমে ক'রে
দেখে-শুনে-বুঝে
বিভব-বিভবান্বিত হ'য়ে ;
তোমার বিভব-বিভূতি—
আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা
ছড়িয়ে পড়ুক—
তোমার প্রত্যেকটি পরিবেশের ভিতর,
এই ছড়ানো—
তোমার তাপস-অনুক্রিয়া—
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক
মানুষ হ'তে ;
তোমার উপদেশ
উদাহরণকে পরিচর্য্যা ক'রে

সবাইকে
ঊর্দ্ধ্বসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক—
ভক্তিতে, জ্ঞানে,
বাস্তব দর্শনের
সম্বর্দ্ধিত শুভ-দীপনায় ;
আর, উপদেশগুলি হ'য়ে উঠুক—
উদ্দাম উদ্দীপনার
জ্যোতিষ্মতী
প্রীতিমধুর ধাক্কা,
যে ধাক্কার ভিতর-দিয়ে
মানুষ উঠতে পারে—
নামাকে বন্ধ ক'রে দিয়ে—
অর্থাৎ অজ্ঞতার উদ্দীপনাকে
বন্ধ ক'রে দিয়ে,
আর, তা'ইতো আমাদের জীবনীয়,
তা'ইতো ঐতিহ্যের বরাভয়,
তা'ইতো প্রথার পূজনীয় পরিস্রব,
আর, তা'ইতো বিধির বিহিত ধৃতিরাগ । ৩৭ ।

নিষ্ঠানন্দিত ইষ্ট-আদেশে
যা'রা নিজেকে
নিয়ন্ত্রণ-তৎপর ক'রে তোলেনি—
বাস্তব অনুভূতি নিয়ে—
তা'রা যে-কোন উপদেশই দিক না কেন,
তা' একটা ব্যর্থতার বিড়ম্বনা ছাড়া
আর কী হ'তে পারে ?
আত্মনিয়ন্ত্রণী বুদ্ধি—
অনিয়ন্ত্রিত যে—
তা'র সঞ্চারণায় কি সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠে থাকে ?
আগে উদাহরণ হও,
আর, যেমনতর ক'রে

যতখানি হ'য়ে উঠতে পার,
উপদেশের ক্রমও
তেমনতরই বাড়িয়ে তুলো । ৩৮ ।

যা'দের অস্খলিত নিষ্ঠা নাই,
আনুগত্য নাই,
কৃতিসম্বেগ যা'দের সঙ্গতিশীল নয়,
এক-কথায়—
চলন-চরিত্র যা'দের
অন্তরের সাক্ষী দেয় না,
তা'দের উপদেশ
ভ্রান্তিই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়ই,
কিন্তু যা'দের স্বভাব-চরিত্র,
ব্যক্তিত্বের চালচলন
সার্থক সঙ্গতিশীল
সার্থক নিষ্ঠানন্দিত,
তা'রাই হ'য়ে থাকে উদাহরণ ;
মানুষের উন্নতির যা'-কিছু,
সম্বৃদ্ধির যা'-কিছু—
যা'দের ব্যক্তিত্বের উদাহরণ,
তা'দের কাছে ওসব
সহজ-সন্দীপনা নিয়েই থাকে,
আর, পায়ও মানুষ তা'ই,
আর, অনুগত হ'য়ে ওঠে তা'দের প্রতি
ঐ সার্থকতায় । ৩৯ ।

উপদেষ্টার আসন নিয়ে
কাউকে কোন কথা ব'লতে যেয়ো না,
বরং সৎ-আলাপী হও,
সৎ-সন্দীপী হও,—
বাস্তব যুক্তিবাদের ভূমিকায় নেমে,

সুবিবেচনায়,
যা'র সাথে আলাপ ক'রছ—
সে যেন
তোমার চালচলন, কথাবার্ত্তায়,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সৎ-সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
দেখবে—
ওর ভিতর-দিয়ে
অনেকের
কত বিষয়ে অধিকৃতি হ'য়ে উঠেছে । ৪০ ।

কেউ যদি তোমার কাছে—
তা'র নিজের সম্বন্ধেই হো'ক
বা অন্যের সম্বন্ধেই হো'ক
কোন-কিছু জিজ্ঞাসা করে
বা উপদেশ চায়,
তা'র নিজের আচার
পরিবেশের প্রতি কি-রকম,
ও পরিবেশের আচার-ব্যবহার
তা'র প্রতি কেমনতর,
তা'র এবং পারিবেশিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে
সমীচীন ব'লে যা' বোধ হয়
তা'কে তা'ই ব'লো ;
নজর রেখো—
তা' যেন কা'রো ক্ষতির কারণ না হয়,
অর্থাৎ, তোমার উপদেশ বা যুক্তি
যেন কা'রো অশুভ না আনে—
যদি সে
তোমার উপদেশ বা যুক্তি অনুসরণ করে ;
মনে রেখো—

অন্যের মঙ্গলের উপর
অনেকেরই মঙ্গল নির্ভর করে। ৪১।

যা'রা ধর্ম্মকথা কয়,
করে না,—
তা'রা ধর্ম্মকথক,
আর, যা'রা ধর্ম্মকথা কয়
ও আচরণ করে—
তা'রাই ধার্ম্মিক,
তা'রাই বাস্তব যাজক,
কারণ, তা'দের কথন ও চলন
দুই-ই যাজন করে ;
শুধু উপদেশ দেওয়ার চাইতে
আচরণ করা আরো ভাল,
কিন্তু ক'রে-ক'রে উদাহরণ হওয়া
ঢের ভাল। ৪২।

তোমার অন্তর্নিহিত
উদ্দেশ্য ও আদর্শের
আর, প্রকাশ্য বলা-করার মধ্যে
যতখানি বিভেদ,—
তোমার পরিবেশ ও তোমার ভিতরে
বিশৃঙ্খলাও তদানুপাতিক ! ৪৩।

যা'রা নষ্টের পথে চ'লেছে—
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে ফেলেছে,
যে-কোন উপায়েই হো'ক—
যে বা যা'রা তা'দিগকে
শ্রেয়ানুবর্ত্তী, শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তুলতে পারে—
অচ্যুত শ্রদ্ধাভিষিক্ত সম্বেগী ক'রে,—
তা'রাই ধন্য ;

ঈশ্বরের প্রসাদ তা'দের মস্তকে
স্বতঃই বর্ষিত হ'য়ে থাকে । ৪৪ ।

যখন যে-প্রবৃত্তি যা'র নিয়ামক—
সে সেই দৃষ্টিতেই
দুনিয়াকে দেখে থাকে,
আর, তা'র প্রয়োজনেই
ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে চলে,
ঐ নিয়ামক প্রবৃত্তিকে
ভেদ যদি ক'রতে পার—
তবেই তা'র সত্তাকে স্পর্শ করা সম্ভব হবে,
নয়তো, অসম গোলগর্ত্তে
বিষম চৌকোণ কীলক গাড়ার
অবস্থাই হ'য়ে উঠবে ;
শ্রদ্ধান্বিত যা'রা
তা'রাই বুঝ ও বোধকে গ্রহণ ক'রতে পারে । ৪৫ ।

মানুষকে নৈষ্কর্ম্ম্য-প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ক'রে
ধর্ম্মার্থ পরিবেষণ ক'রতে যেও না,
বরং সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপর
কর্ম্মপ্রবুদ্ধ
বিনায়নী সঙ্গতিশীল নিষ্পাদন-পরিক্রমায়
অর্থান্বিত ক'রে
যোগ্যতার অভিসারে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোল—
যে অনুশীলনী-অনুচর্য্যায়
শ্রদ্ধোষিত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
ঈশিত্বে অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
আধিপত্য আহরণ ক'রে
বর্দ্ধনী অনুক্রমণায়
সুসংহিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে

সে আরোর পথে চ'লতে পারে—
সন্ধিৎসাপূর্ণ প্রস্তুতিপ্রবণ সন্দীপনায়
অধিষ্ঠিত থেকে,
পারিবেশিক সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
এই শ্রেয়-সন্দীপনা সবাইকে
শ্রেয়ের অধিকারী ক'রে তুলবে,
অনুরাগ-সন্দীপ্ত অচ্যুত সুকেন্দ্রিকতাই
ঈশী-অভিসারের
প্রীতি-সম্বুদ্ধ সলীল চলন,
ভক্ত হৃদয়ের
সুসঙ্গত বোধায়নী কোমল সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত তিনি । ৪৬ ।

মানুষ যখন
যে-কোন ব্যাপার, বিষয় বা বাক্যের
যে-কোন দিকে
যেমনতর ভাব বা ভঙ্গী নিয়ে
সংহত আলোকপাতে
তা'কে উচ্ছল ক'রে তুলতে যায়
সমাধানী ছন্দে—
তা'র আগ্রহ সেই দিকেই—
প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির উত্তেজনী আকুঞ্চন
অন্তরের অন্তরীক্ষে থেকে
প্রগল্‌ভ ক'রে তোলে তা'কে
আক্ষেপ-উদ্দীপনায়
তদানুপাতিকই,
এদের যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়—
বুঝে, তেমনতর ক'রেই পরিচালিত ক'রো
সাবধানী পদবিক্ষেপে—
প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে,
—কৃতকার্য্য হবে প্রায়শঃই । ৪৭ ।

মোটামুটিভাবে লোককে বুঝতে হ'লেই—
নিরপেক্ষভাবে তা'র চালচলন,
আচার-ব্যবহার,
কোথায় কেমনভাবে কী ক'রছে,—
সেগুলি বুঝে নাও,
তা'র ভিতর-দিয়ে
তা'র উদ্দেশ্যকেও
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে অনুধাবন ক'রে চল,
তারপরে
তুমি নিজে কথাবার্ত্তা কও তা'র সাথে,
আচার-ব্যবহার কর ;
কোন বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ না ক'রে
তা'কে যেমন পাও,
তেমন মিলিয়ে নিও—
কথায়-কাজে
বাস্তবতায়
ঐ নিরপেক্ষভাবে ;
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
স্বভাব বা প্রকৃতিকে বুঝে নাও ;
যদি দেখ সৎ-প্রধান,
তা'কে ভাল ব'লেই ধ'রো কিন্তু,
আর, অসৎপ্রধান দেখলে
তা'কে অসৎ ব'লেই ধ'রে নিও—
নিজেকে প্রস্তুতিপূর্ণ সাবধান রেখে,
তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে ;
হয়তো, এ ক'রতে গিয়ে
অনেকবার ঠ'কবে—
হিসাবের গোলমালে,
ঠকায় ঘাবড়ে যেও না,
আরো কর, আরো কর,
এমনি ক'রে বুঝে নাও,—

কোন্ স্বভাবে কেমন মনোবৃত্তি দাঁড়ায়
সেটা তলিয়ে বোঝ,
আর, ঐ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখ—
মিলই বা কোথায়,
অমিলই বা কোথায় ;
এই মিল-অমিল-আনুপাতিক
তা'র ব্যক্তি-চরিত্রও বুঝে নিও ;
অন্ততঃ এতটুকু চেষ্টার 'পরে থাক,
কিছুদিন পরে দেখবে—
স্বভাবপঠন-সন্দীপ্তি
তোমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । ৪৮ ।

শ্রেয়ার্থ-স্বার্থী
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত প্রীতি নিয়ে
সন্ধিৎসার সহিত
ধী-চক্ষুকে বিস্ফারিত ক'রে
যখন কেউ
অন্তরাসী অনুবেদনায়
শ্রেয়চর্য্যা-নিরত হ'য়ে
অনুকূল অভিনিবেশে
নীতিচলন-বিদীপ্ততায় চলে—
সুযুক্ত অন্বয়ী অনুবেদনার সহিত,—
ঐ শ্রেয়-বিষয়ক যে-কোন ব্যাপারে
হৃদ্য শুভ-সন্দীপী কৈফিয়ত
তা'র হস্তামলকবৎ হ'য়েই থাকে ;
যে-কোন অবস্থায় তা'র কাছে
যে-কোন বার্ত্তার অবতারণা হো'ক্ না কেন,—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
নিরোধ বা নিরাকরণ ক'রে,
সমীচীন তৎপরতায়

সমস্ত সমস্যার সুসমাধানে
বোধনার সহিত
হৃদ্য পরিবেষণে
সে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে দিতে পারে ;
আর, এর অভাব যেখানে যতখানি—
তা'র অন্তশ্চক্ষু, বোধ, বিবেচনা ও পরিবেষণে
খাঁকতি তেমনতর,
কারণ, ব্যক্তি, বিষয়, ব্যাপার ও অবস্থার সম্বন্ধে
তা'র সুসমঞ্জস অবহিতি ও ধারণার
অভাব ঘ'টে থাকে,
সে যা' ব'লে থাকে—
তা' স্ব-কল্পিত ধারণার অনুমিতি ছাড়া
কিছুই নয়কো । ৪৯ ।

মানুষ সাধারণতঃ পাশবদ্ধ,
তাই, সে যা' করে
তা'ছাড়া কিছু ক'রবার আছে—
তা' ভেবে নিয়ে,
বোধিসঙ্গত বিবেচনায়
ব্যবস্থিতির সহিত
কার্য্যতঃ করাই তা'র পক্ষে দুরূহ হ'য়ে ওঠে ;
তা'র ফলেই, ঐ অনুপ্রেরণা নেই ব'লে
তা'র যোগ্যতাও
জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না ;
তুমি যদি তা'কে
সুকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণা-সম্বদ্ধ ক'রে
বোধিদীপনাকে উস্‌কে দিয়ে
সুব্যবস্থ কর্ম্মানুচর্য্যার নিয়োজনে
নিষ্পন্নতার প্রসাদভোজী ক'রে তুলতে পার—
দেখবে, সে ক্রমশঃই
ঐ সমস্ত পাশ-বিমুক্ত হ'য়ে উঠছে,

যোগ্যতার বিভা
অনুপ্রাণন-আবেগে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে'
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলছে তা'কে ;
যতই তুমি তা'দিগকে
ঐ আবেগ-উদ্বোধনায়
অনুপ্রেরণায় উত্তেজিত ক'রে
তদনুগ কর্ম্মানুচর্য্যায়
সক্রিয় ক'রে তুলতে পারবে,—
তোমার সেই দান
তা'র পক্ষে ততখানি জীবনীয় হ'য়ে উঠবে,
সে
আত্মপ্রসাদ কী তা' উপভোগ ক'রে
ভরসার আলিঙ্গনে
উদ্গতির পথে উপচয় সংগ্রহ ক'রে
স্বর্গস্পর্শে স্বস্তিবান্ হ'য়ে উঠবে,
ধন্য হবে তুমি,
ধন্য হবে সে ;
মানুষের অন্তরের অন্তরীক্ষে
ঐ পাশবন্ধ সম্বেগহারা দৈন্যই
তা'র উচ্ছল উপভোগের অন্তরায় । ৫০ ।

যা'র আভ্যন্তরীণ সংগঠন যেমনতর,
যা'র বৃত্তি বিনায়িত যেমন,—
বোধ-সংস্থানও তা'র তেমনি,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর,
সে সেই স্তরেরই মানুষ বা জীব,
আবার, তদনুশ্রয়ী
আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাও
বোধ ক'রতে পারে সে তেমনতর ;
তাই, যে যেমনতর—
তদনুগ অনুকম্পী বিনায়নে

হৃদ্য উদ্দীপনা নিয়ে
তা'র সঙ্গে
তেমনতর বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'কে উন্নতি-সম্বেগী ক'রে তুলতে হয়,
শ্রেয়নিষ্ঠ শ্রেয়তপা ক'রে তুলতে হয় ;
যা'র বৃত্তি-সংগঠিত বোধ-সংস্থান
যেমনতর সাড়াপ্রবণ,—
সেই সাড়াকে লক্ষ্য ক'রে
যদি না চ'লতে পার,
তোমার অনুপ্রেরণা তা'র ভিতর
উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রতে পারবে না—
তা' তুমি
যত উচ্চ প্রজ্ঞা নিয়েই থাক না কেন,
তোমার বাক্-ব্যঞ্জনা,
আচার-ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-অনুদীপ্ত সম্বেগের সহিত
যে যেমন—
তদানুপাতিক পরিবেষণ যেমন ক'রতে পারবে,—
উন্নতি-অনুশ্রয়ী শ্রেয়তপাও ক'রে তুলতে পারবে
তা'কে তুমি তেমনি ;
তাই, সব লোক সবারই
সুবোধ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে—
তা'র কোন মানে নেইকো,
কিন্তু ঈশ্বর সবারই জীবন-সম্বেগ—
সব অসমেরই সঙ্গমস্থল । ৫১ ।

বুঝে-সুঝে
দেখে-শুনে
বাস্তব তৎপরতায় দাঁড়িয়ে
ভাল-মন্দকে বিচার ক'রতে হয়,
তা' না ক'রে

এলোমেলোভাবে
যা' তা' সংগ্রহ ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত করা মানেই হ'চ্ছে—
নিজের ভ্রান্তিকে
কায়েম তো করা হয়ই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও
ভ্রমসংকুল ক'রে তোলা হয়,
যা'র ফলে, প্রতিক্রিয়ায়
নিজেরই ক্ষতি হয় ;
তাই সাবধান !
বাস্তব তৎপরতায়
চৌকস সঙ্গতি নিয়ে
যা' জীবনীয়
শুভ-সন্দীপী
তা'কেই পরিবেষণ কর,—
যা'তে তোমার জানা
অন্যকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
জীবনীয় শুভ-সৌন্দর্য্যের
অধিকারী ক'রে তোলে ;
অন্যায় যা'
তা'
অপদস্থতাকেই ডেকে আনে,
তাই, তা' পাপের । ৫২ ।

কা'রো আন্তরিক,
শারীরিক, ও সাংসারিক
ক্লিষ্ট অব্যবস্থ অবস্থা দেখে—
কী ক'রলে তা'
সমীচীন সুধীভাবে
বিন্যাস ক'রতে পারা যায়—
চৌকস বিবেচনায় তা' নির্ণয় ক'রে

নিরাকরণ ক'রতে চেষ্টা কর—
তা' কথায়, পরিচর্য্যায়,
পরিমার্জ্জনী তাৎপর্য্যে ;
আর, যা'তে সে আশান্বিত হ'য়ে ওঠে—
হৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—
নিষ্ঠানিপুণ ধীদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে
সতর্কতায়
নিজেকে ও অন্যকে বিনায়িত ক'রতে পারে—
সেই রকমেই তা'কে বিনায়িত ক'রো ;
তোমার এই পরিচর্য্যা
তা'কেও যেন
সার্থক ও সুষ্ঠু ক'রে তোলে,
আর, দক্ষ হ'য়ে ওঠ তা'তে । ৫৩ ।

অন্যের দিব্য উৎসরণকে
যদি পরিপুষ্ট না কর,
পোষণ-পরিচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে না তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
চলন-চর্য্যায়,
অচ্ছেদ্য ইষ্টানুসরণে,
সঙ্গতিশীল অর্থনার সংস্থিতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যকে সমীচীন শাসনে
সুসংস্থ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে,—
ঠিক জেনো—
তোমার ভাগ্যদেবতাকে
এক-কথায়, অদৃষ্টকে
এক বিরাট্ ব্যত্যয়ী রাহাজানির নিষ্ঠুর আঘাতে
থেঁতলে দিয়ে
তোমার সম্বর্দ্ধনাকে
একটা বিকৃত-সংঘাতে
ব্যাহত ক'রেই চ'লতে থাকবে,

তোমার উন্নতির দ্বার
ঐ সংঘাতে
অর্গলবন্ধ ক'রে দেবে,
তোমার তিমির
আরো অন্ধতর তিমিরের ঘনচ্ছায়ায়
মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর ব্যভিচারে
নিমজ্জিত হ'য়ে রইবে,
তুমি বিদ্রূপের পাত্র হ'য়ে উঠবে সবার কাছে ;
তাই বলি—
নিজে উৎকর্ষপন্থী হও,
আর, অন্যকে উৎকর্ষপন্থী মর্য্যাদায় উদ্ভাসিত ক'রে
সবার ব্যক্তিত্বে ছড়িয়ে পড়,
তোমার উৎকর্ষকে অনিবার্য্য ক'রে
অন্যের উন্নতিকেও
অবাধ ক'রে তোল,
লাভ তা'তে তোমারও, অন্যেরও । ৫৪ ।

জীবনীয় ব্যাপারে যা' কল্যাণপ্রসূ,
তা' যতই কঠিন হো'ক না কেন,—
তা' নিষ্পাদন কর,
আয়ত্ত কর,
উপভোগ কর,
অন্যকেও করাও—
অন্যেও যা'তে উপভোগ ক'রতে পারে ঐ আনন্দকে
অমনি ক'রে,
পারস্পরিক বীথি-বেলায়িত
উজ্জয়িনী সন্দীপনা নিয়ে । ৫৫ ।

ধর্ম্মকেই হো'ক বা কোন সত্যকেই হো'ক—
কোন আজগুবি রূপ দিয়ে
আঁকতে যেও না,

সম্ভাব্যতার সহজ কৈফিয়ত যেন থাকে
তা'র প্রত্যেকটি পদক্ষেপে,
তা' না হ'লে লোক-অন্তর
তা'কে অনুসরণ ক'রে
সার্থক হ'তে পারবে না,
আর, দর্শনও অন্ধ হ'য়ে
কিম্ভূত-কিমাকার ধাঁধা নিয়ে
হাতড়ানিকে অবলম্বন ক'রে
ব্যতিক্রমের পথেই চ'লতে থাকবে,—
ফলে, বিবর্ত্তনের সম্ভাব্যতাও
দিশেহারা, উল্টো, বিক্ষিপ্ত পন্থাকেই
অনুসরণ ক'রবে ;
যা'তে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়
তা'কে জঞ্জালাকীর্ণ ক'রো না । ৫৬ ।

সৎ বা শ্রেয়ের প্রতি
যদি কা'রও বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি থাকে
এবং তোমার কথাবার্ত্তা,
আচার, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
যদি তা'র অন্তরে
ঐ সৎ বা শ্রেয়ের প্রতি
উৎকণ্ঠ-আকুল তৃষ্ণা
ও সুনিষ্ঠ কৃতি-উন্মাদনা
অর্থাৎ, সক্রিয় অনুচর্য্যী আবেগের
সৃষ্টি ক'রতে পারে—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,—
তা'ই কিন্তু তোমার ও তা'র
উন্নতির
সৎ-আশীর্ব্বাদের
পরম অনুশাসন । ৫৭ ।

সশ্রদ্ধ যে,
কথাও ফোটে তা'র কাছে,
সেই কথাই আনে বুঝ,
আর, সে-বুঝ চিত্তস্পর্শী হ'লেই
মানুষকে তদানুপাতিক চলন্ত ক'রে তোলে :
তাই, তোমার চলনাকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর—
যা'তে তোমার সংস্পর্শে
মানুষ
স্বতঃই তোমার প্রতি শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সেই অবস্থায় তোমার কথা
তা'র প্রাণকে স্পর্শ ক'রে
বুঝকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, অমনতর বুঝই
তা'র চলন-ভঙ্গিমার
নিয়ামক হ'য়ে উঠবে । ৫৮ ।

যা'র সহজ-শ্রদ্ধা
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যে-সৎ বা শ্রেয়ে সন্নিবদ্ধ—
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তে তোমার শ্রদ্ধা
যদি প্রতিফলিত না হয়,—
পরন্তু তা'র ঐ শ্রদ্ধা আহত হয়,—
তা'হলে তুমি তা'র হৃদয়কে
স্পর্শ ক'রতে পারবে কিন্তু কমই,
বরং দ্রোহেরই সৃষ্টি হবে ;
আবার, মানুষের শ্রদ্ধাপাত্রের প্রতি
ঐ অমনতর শ্রদ্ধা
তা'কে

তোমাতেও শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলবে তেমনতরই,
নয়তো, ব্যবহার পেতে পার,
হৃদয়ের সাড়া পাওয়া কঠিন কিন্তু । ৫৯ ।

মানুষকে
যত পার
জীবনীয় সন্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো'—
তা' নিজের বেলায় যেমন
অন্যের বেলায় তেমনি,
এমনতর উদ্দীপনী অনুচর্য্যা
কৃতিমুখর তৎপরতা
জ্ঞানবিভবকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,—
যা' থেকে
আরো হ'তে আরোতরে
আরোতর পরিক্রমায়
মানুষ সম্বর্দ্ধিত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
আর, সে-সম্বর্দ্ধনা
তোমার পক্ষেই লাভ,—
যে-লাভ
তোমার ভবিষ্য জীবনকেও
সব দিক্ নিয়ে
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে । ৬০

মানুষকে জীবনে জীয়ন্ত ক'রে তুলে'
আদর্শে সুনিষ্ঠ ক'রে
ইষ্টানুগ পথে
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী যোগ্যতায়
যোগ্য ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান,
সাহসে, বীর্য্যে, শ্রমে, প্রত্যয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনে

অভ্যুদয়ী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান,
তাই, ধর্ম্মদানের বাড়া পুণ্য নাইকো ;
তোমার লোকসেবা
মানুষকে
আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে
অভ্যুদয়েই যদি উন্নত ক'রে
না তুলতে পারলো—
স্বাবলম্বী ক'রে
সহযোগী ক'রে,
তা' যে ব্যর্থ কোলাহল মাত্র
তা'তে কি আর সন্দেহ আছে ? ৬১ ।

জরুরী অবস্থায়,
আপদ্-বিপদ্ সঙ্কট-সঞ্চারণায়
কখন কা'কে কী ক'রে সাহায্য ক'রতে হয়—
ক'রে-ক'রে সেগুলিকে—
আয়ত্ত ক'রে তোল,
রোগ-শোক, ঝগড়া-ঝাঁটিতে,
চলায়, বলায়, সংঘর্ষণে,
এক-কথায়, যখনই যে কেউ
অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ুক না কেন,
তা'কে তুমি এমনতর সাহায্য কর
যা'তে সে উদ্ধার পায়,
নিষ্কৃতি পায়—
তোমার উপস্থিতবুদ্ধির শুভ-সঞ্চালনায় ;
এটিও লোকচর্য্যা বা লোকসেবার
অপরিহার্য্য অঙ্গ,
আর, এই উপস্থিতবুদ্ধি
সংস্কারের সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
বোধবিবেচনা ও কর্ম্মতৎপরতায়
তোমার কৃষ্টিতে সঞ্চিত হ'য়ে

তোমাকে যেন উচ্ছল ক'রে রাখে,
যা'তে ঐ শঙ্কা তোমার সম্মুখে এলেই
তুমি তা'র নিরাকরণ ক'রতে পার ;
আর, এর ভিতর-দিয়ে
পরমপুরুষের ধৃতিসম্বেগকে জাগ্রত রেখে
কৃতিতৎপরতায়
তা'কে বাস্তব বোধে সুবিন্যস্ত ক'রে
নিজের ঐ সাহায্য-ভাণ্ডারকে সজাগ রাখ,
এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বিভূ-বিভূতির শুভ আলিঙ্গনে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোল ;
ভুলো না কিন্তু
শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে চ'লতে। ৬২।

মানুষকে ভালবাস,
তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচর্য্যায়
সাত্বত বিভায়
অঢেল হ'য়ে ওঠার প্রলোভন
তোমাকে পেয়ে বসুক,
তাই ব'লে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অনুশীলন-ব্যাপারে
কা'রও তাচ্ছিল্যকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তোমার প্রীতি তা'দের উদ্দীপ্ত করুক
উদাত্ত উদ্যমে—
অবশ ক'রে না তুলে'। ৬৩।

আগ্রহ-উৎসাহের সহিত
মানুষকে সহ্য কর,
ধৈর্য্য নিয়ে
অর্থাৎ ধী-সহকারে
বিবেচনা কর তা'কে,

অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
অর্থাৎ ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
নিরন্তরভাবে
তা'র সত্তাপোষণী হৃদ্য হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে ;
প্রীতি বা অপ্রীতিপ্রদ
তা'র ভিতরে যা'ই থাকুক না কেন,
সেগুলির শুভ-নিয়ন্ত্রণে
স্বস্থ ক'রে তোল তা'কে—
প্রতিক্রিয়-সংঘাত-সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে,
এক-কথায়, তা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠ এমনভাবে
যা'তে সে নিজেই বুঝতে পারে—
তুমি তা'র পরম আত্মীয় ;
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যানুগ অনুনয়ন-তৎপরতায়
তা'দের বিশেষত্বের
বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে
নিজেকে সুনিষ্ঠ ইষ্টানুগ
অনুগতিশীল ক'রে তোল—
মুখ্য ক'রে তাঁ'কে জীবনে ;
এই চলনে চ'লতে থাক,
দেখবে—
তোমার আপনার জন
তোমার বাগানের ফুল-ফলের মতন ফুটেছে,
ফলবান্ হ'য়ে
পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে চ'লেছে । ৬৪ ।

তুমি মানুষের সত্তানুগ প্রবৃত্তিকে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সন্দীপী
সত্তাপোষণী অনুপ্রেরণায়
উচ্ছল উদ্যমী ক'রে তোল—
সক্রিয় অনুশীলনী আবেগকে উদ্দাম ক'রে,

প্রীতিকুশল দক্ষ হৃদয়গ্রাহী পরিভৃতির পরিষেচনায়
এমন তরতরে ক'রে
যা'তে তদনুগ অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সে যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত না হ'য়েই
থাকতে পারে না,
আর, বোধকুশল অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজের পারগতার প্রত্যয়ে
নিঃসন্দেহ হ'য়ে ওঠে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার সার্থক-শালিন্যে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'কে
পারগ ক'রে তোলার পরিচর্য্যায়
পরিবেশের যা'কে-যা'কে সম্ভব
তা'র অনুচর্য্যী ক'রে তুলো ;
এই সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
স্মিত-গৌরবে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
ঐ যোগ্যতার কৃতী-কৃতার্থ আত্মপ্রসাদে ;
এমনি ক'রেই সবাই
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক—
যোগ্যতার অনুশীলনী সন্দীপনায়
সন্তৃপ্ত হ'য়ে,
নিজের কাছে নিজে বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠুক,
দুঃখ-দারিদ্র্যের দুর্ম্মদ দলনকে
অবদলিত ক'রে
মানুষ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে উপভোগ করুক,
ধর্ম্ম ধৃতিবিভোর হ'য়ে
আশিস্-অঞ্জলিতে
শান্তিজলে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক তোমাদিগকে,
ঈশ্বরের অনুশাসন পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে
তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হো'ক,
ধৃতি-বিনায়িত যোগ্যতা

তোমাদিগকে
সচ্ছলতায় উচ্ছল ক'রে তুলুক,
ঈশ্বর তোমাদের যাজন
সার্থক ক'রে তুলুন । ৬৫ ।

তোমার কথা যা'র কাছে
যে-মর্ম্মার্থ উদ্দীপিত করে,
তা'ই হ'চ্ছে তোমার কথার ধারণা
তা'র কা'ছে ;
ধারণা-অভিভূতি যা'র যেমন,—
বুঝও তা'র তেমনি । ৬৬ ।

বস্তুগত বিন্যাস,
সঙ্গতিশীল যুক্তি
ও তদনুগ উপমা—
এই তিনের অন্বিত-সমর্থনার
সুবিনায়িত আখ্যানের ভিতর-দিয়ে
যা' ব্যাখ্যাত হয়—
তাই-ই মানুষের
হৃদ্য ও বোধগম্য হ'য়ে ওঠে । ৬৭ ।

বুঝ ও বোধকে
বাক্ ও ব্যবহারে অভিব্যক্তি দিয়ে
সংবোধনায়
মানুষকে তদনুরূপ প্রয়াসশীল
ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
যাজন-তাৎপর্য্য—
তা' ভালতেও হ'তে পারে
মন্দতেও হ'তে পারে । ৬৮ ।

সতর্ক সন্ধিৎসাপূর্ণ সাবধান হও,
তাই ব'লে, শঙ্কিত হ'য়ো না,
ভীরু হ'য়ো না,
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতিহারা গোঁয়ারে গোঁও
কিন্তু দুর্ব্বল বোধিরই লক্ষণ,
মস্তিষ্ক, হৃদয়, স্নায়ু
ও মাংসপেশীর অন্বিত চলনও
সেখানে দুর্ব্বল ও সঙ্গতিহারা। ৬৯।

সার্থক বোধসঙ্গতি নিয়ে কথা ব'লো,
চ'লতেও চেষ্টা ক'রো তেমনি—
সাত্বত উপচয়ী তাৎপর্য্যে;
বাক্ বোধেরই শব্দায়িত রূপ,
বোধকে বিবেচনা ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যদি কথা না বল,
কথার সমীচীন ব্যবহার না কর,—
তোমার কথাগুলি অর্থহীন
ব্যত্যয়ী-আচারদুষ্ট হ'য়েই থাকবে,
আর, তোমার কাছেও তা'
অর্থহীন থেকে যাবে
পশুর শব্দের মত। ৭০।

তোমার ভাববোধনবৃত্তির
দ্যোতন-অনুরণন
সার্থক শব্দ সংগ্রহ ক'রে চলুক,—
যা'র আবৃত্তিতে
ঐ অনুরণনার সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই শব্দই
তোমার ভাববোধনার অভিব্যক্তি বা বিকাশ
সৃষ্টি করুক। ৭১।

তোমার বোধিবীক্ষণায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
যদি কোনপ্রকার গণহিতী
বা হিতপ্রবণ প্রবোধনাও থাকে,
যা' সত্তাপোষণী,
এক-কথায়, সত্য যা',—
তা' যখন পরিবেষণ ক'রবে,
তা' লোকের হজমদার ক'রে
পরিবেষণ ক'রো ;
যত ভাল জিনিষই হো'ক না কেন
তা'কে যেমন তুমি হজম ক'রতে না পারলে
তোমার সত্তা পরিপোষিত হয় না,
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই ;
মানুষের অহং বা গর্ব্বেপ্সাকে আঘাত ক'রে
কোন শুভ-সন্দীপনী
ব্যাপার, বিষয় বা বাদকে
তা'র গ্রহণীয় ক'রে তোলা যায় না,
সে বরং তা'কে অগ্রাহ্যই ক'রে থাকে,
বিরক্তই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, কোন শুভ পরিবেষণে
কা'রও বিরক্তিভাজন
হ'য়ে উঠতে না হয় কোনরকমে
সেই পন্থাই অবলম্বন ক'রে চ'লো,
তোমার কথাবার্ত্তা বা আচার-ব্যবহারের
সৌজন্যপূর্ণ অভিব্যক্তিতে
লোভনীয় ক'রে তুলো' তা' তা'দের কাছে,
বহুস্থলেই সার্থকতা লাভ ক'রবে । ৭২ ।

যে-ব্যাপার বা বিষয়েই হো'ক না কেন,—
ত্বারিত্যের সহিত
বিশেষ বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে

যা' ব'লবার, ক'রবার তোমার থাকে,
সমীচীন শুভপ্রসূ নিয়মনায়
তা'ই ক'রো,
তোমার করা
কাউকে যেন ব্যাহত না করে,
বরং শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আশান্বিত উৎসাহী ক'রে তোলে,
তোমার বাক্ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব
যেন এমনতরই হয় ;
আর, তা'ই তো ভাল । ৭৩ ।

বাক্‌পটুতার চালবাজি নিয়ে
আত্ম-উপভোগ ক'রতে যেও না,
যেখানে যেটুকু প্রয়োজন—
ঠিক-ঠিক মতন
আপ্যায়নার সহিত তাই কর ;
নিরর্থক বাক্যবিকার
মানুষকে খর্ব্বই ক'রে তোলে,
আর, তা'
কষ্টেরই ইন্ধন হ'য়ে থাকে । ৭৪ ।

মানুষের কথায় চাপ, চোট বা ধাক্কা
যেখানে বিরক্তি-উৎপাদনী ভঙ্গীতে
বসবাস করে—
তা'দের ভাল কথাও
মানুষের অন্তঃকরণে
বেদনা ও বিরক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে ;
আর, যে-কথায় যত
প্রসাদ-উদ্দীপী প্রেরণা থাকে,
প্রবুদ্ধি-উৎচেতী, সত্তা-পরিপোষণী
যতই হয় তা',—

মানুষকে তেমনতরই
প্রসন্নও ক'রে তোলে সে-বাক্‌—
নন্দনারই আনন্দোৎসবে । ৭৫ ।

ঘোঁট বা জটলাই কর—
আর, আলাপ-আলোচনাই কর—
তা' যেন আদর্শপ্রতিষ্ঠ হয়,
সংহতি-নিয়ামক হয়,
মানুষকে আশায়-ভরসায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
বোধিপ্রাণতার সহিত,
কুশল-কৌশলী যোগ্য ক'রে তোলে
সক্রিয় সহযোগী-সন্দীপনায়,—
তবে তো তা' সার্থক !
তা'তে তোমারও কল্যাণ,
আর, পরিবেশেরও কল্যাণ,
আর, এর উল্টো হ'লে
ভেস্তে গেলে তুমিও,
ভেস্তে দিলে তোমার পরিবেশকেও । ৭৬ ।

মানুষের ভাল যা'
যত পার ঢাক-বাজিয়ে বল সবারই কাছে,
কিন্তু কুৎসিত যা'
তা' তা'রই কাছে ব'লো
গোপনে—এমনতরভাবে—
তোমার বলা যেন তা'কে প্রলুব্ধ ক'রে তোলে—
ভাল হ'তে—ভাল ক'রতে
—ভাল চ'লতে,
আর, এটা ততক্ষণ
যতক্ষণ না সে সংক্রামক হ'য়ে ওঠে ;

তা'তে তোমার প্রসাদ-প্রেরণা
প্রসন্নতার পথেই এগিয়ে দেবে তা'কে—
অন্তরকে শ্রদ্ধাবনত ক'রে,
নয়তো, সেও ব্যর্থ হবে,
তুমিও ব্যর্থ হবে। ৭৭।

কোন কথা কি শব্দ
ও তা'র ঝঙ্কার ও অনুরণনী প্রতিফলন
আলোচনা কিংবা বক্তৃতায়—
কেমন ক'রে
কী-বোধানুভাবিতার উদ্বোধনায়
মানুষের অন্তরে কী উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,
তা' বুঝে,
বাক্ ও তৎ-সমন্বয়ে সংগ্রথিত বাক্যকে
তেমনি ক'রে সঞ্চালন ক'রতে চেষ্টা কর—
উদ্দেশ্যানুগ নিয়মনায়,
প্রত্যেকটি শব্দ ও তদনুগ অর্থের মরকোচকে
অনুভব ক'রে,
বিনায়িত ক'রে—
তেমনতর অভিব্যক্তিতে ;
এমনি ক'রে নিয়ত অনুধ্যায়িতা-সহ
শব্দের চিন্তা, অর্থ-ভাবনা এবং নিয়মন
ও যোজনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সুসংহত, সুকেন্দ্রিক,
ভাব-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'তে দক্ষ হ'য়ে উঠতে যতই পারবে,—
তোমার বাক্ও সার্থক-সন্দীপনায়
তেমনতরই সক্রিয় দ্যোতির্ভ হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই বাক্,
তিনিই শব্দ-সম্বেগ। ৭৮।

কোন বিষয়কে
দেখে, শুনে, বুঝে,
বাস্তবভাবে বিন্যাস ক'রে,
তা'র যা'-কিছু অপব্যাখ্যাগুলিকে
সব দিক্-দিয়ে
ব্যাখ্যাত বিশ্লেষণে
বাস্তবতার মূর্ত্তিতে
বাক্-এ প্রতিফলন ক'রে,
তা'র বিহিত ও বিশেষ ক্রমগুলিকে
সংহত ক'রে তুলে'
যদি ধী-বিনায়িত ক'রতে পার,—
তা' কিন্তু ততই
ঐ বাস্তবে
বাক্‌বিশদ মূর্ত্তিতে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবে ;
আর, চিন্তাশীলতাকে ধীইয়ে
ঐগুলিকে বিন্যাস ক'রে
তা'র ভাববিভূতি-সম্বেদনা
ঐ বাস্তব যা' তা'কে
উচ্ছল আতিশয্যে
যদি সুসঙ্গত ক'রে তোলে,—
তবে তা'র প্রাজ্ঞপরিবেষণও
সেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠে । ৭৯ ।

যে যা'ই বলুক না,
তা' যে-ভাবভঙ্গিকে অবলম্বন ক'রে
বলুক না কেন,—
তুমি যখন তা'কে
সহজ, সুযুক্তিপূর্ণ, হৃদ্য আলোচনা
ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে,
সৌম্য, সৌজন্যপূর্ণ ভাবভঙ্গী

ও অনুচর্য্যী আচার-ব্যবহারে
তা'র হৃদয়কে অনুকম্পী ক'রে
তোমার সমাধানী যা'
তা'তে উপনীত ক'রে তুলতে পারবে,
তখন বোঝা যাবে—
তোমার দর্শন, বুঝ, প্রত্যয়ীভূত ধারণা
এমনতর সুসঙ্গতিতে সংহিত হ'য়ে উঠেছে,
যা'র ফলে তুমি
যে-কেউ যা'ই বলুক না কেন,
বা যা'ই হোক না কেন,
তা'র স্বতঃস্বেচ্ছ উদগ্র আগ্রহকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তা'কে অন্ততঃ তোমার সমাধানে
আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারছ ;
সুকেন্দ্রিকতায় সুনিয়ন্ত্রিত হও,
সুসঙ্গত তালিমে তদনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
নিজের অভ্যাসে ঐ নিয়মনকে
বাস্তবভাবে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
তা'তে তুমি যেমন সার্থক হবে,
অপরেও তোমাতে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি—
তোমার সমাধানী আদর্শে
স্বতঃ-অনুবদ্ধ আগ্রহ নিয়ে । ৮০ ।

মানুষের কথাবার্ত্তার যে-রূপ
তা' কিন্তু অন্তর্নিহিত চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে
ভাষায়, ব্যবহারে
পরিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রসঙ্গের ভাব ও ভাষার
ব্যঞ্জনার ভিতর-দিয়ে
কিংবা পরিস্থিতির

সঙ্গতি-অনুক্রমণার ভিতর-দিয়ে
বক্তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে
সুনিবেশী বিবেচনায়
সঙ্গতি-সহ
বোধিচক্ষুতে অবলোকন ক'রে
যেখানে যেমন ব'লতে হয়,
যেখানে যেমন ক'রতে হয়,—
তাই ক'রো ;
আর, বোধিচক্ষুকে এমনতরই জাগ্রত রেখো—
যা'তে তুমি তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য
বা অর্থকে
সুনিবিষ্ট বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
সহজেই এঁচে নিতে পার,
এবং তদানুপাতিক
তোমার প্রস্তুতি ও পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো ;
ঠ'কবে কম,
আপসোস তোমাকে
পরিশোষিত ক'রতে পারবেও কম ;
তুমি যতখানি সুকেন্দ্রিক-তৎপরতা নিয়ে
এমনতর বোধিচক্ষু ও সুবিবেচনা-সহ
ভাষা, ভাব ও চিত্তের অবস্থাকে
উপলব্ধি ক'রতে পারবে—
যেমনতর নিখুঁতভাবে,—
কৃতকার্য্য হবার সুবিধাও
তোমার তেমনিই ঘটবে ;
চিত্তের আন্দোলন হ'তেই আসে ভাব,
ঐ ভাবই ভাষায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' কর্ম্মেও ব্যাপৃত হ'য়ে চলে তেমনি ;
উপযুক্ত সমীক্ষায়
বৈধী বিনায়নায়
ঐ ভাব, ভাষা ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি

যতই তোমার অধিগত হ'য়ে উঠবে,
তুমিও নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পারবে ততই ;
তাই, সব বিষয়ে ধীইয়ে চল,
এই ধীইয়ে চলা যেন
বাস্তবতাকে অবজ্ঞা না করে । ৮১ ।

মানুষ কখন কোন্ কথায়
কী বাঁক নেয়—
কী ব্যাপারে—
তা' উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল—
বিচক্ষণ বোধ নিয়ে
যা'রা তেমন ভঙ্গীতে বাক্য প্রয়োগ করে
আদর্শানুগ উদ্দেশ্যের আনুকূল্যে—
বাক্-বিচক্ষণ হয় তা'রা ;
মূঢ় প্রবৃত্তি-প্রেরণাই
যা'দের বাক্য-তরঙ্গে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়,
নিয়ন্ত্রণ-বোধহীন অশাসিত বাক্য
দুর্ভোগেরই স্রষ্টা হয় তা'দের কাছে ;
তাই, আদর্শপ্রাণ উদ্দেশ্যে
কেন্দ্রায়িত অন্তরাস নিয়ে
সুষ্ঠু যুক্তি-নিবন্ধে
বাক্য-বিন্যাস ও প্রয়োগ ক'রো
সার্থকবাচী হ'য়ে । ৮২ ।

শুধুমাত্র যথার্থ কথাই
মানুষের অন্তরে বোধদীপনার সৃষ্টি করে—
তা' কিন্তু নয়কো,
তোমার কথা সত্য হওয়া চাই—
অর্থাৎ সুযুক্ত
সাত্ত্বিক ভাব-সন্দীপী হওয়া চাই ;
আর, তোমার বাক্-বিনায়না

যুক্তি-নির্ঝরে
বোধদীপনী অনুক্রমায়
মানুষের অন্তরকে যদি
বোধপ্রদীপ্ত ক'রে না তোলে—
সঙ্গতিশালিন্যে,
শুধু বিচ্ছিন্ন যথার্থবাদ
অনেক সময় প্রমাদেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তাই, বোধ ও বাক্যের
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
বিষয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রো—
যা'তে সবাই সম্যক-বিনায়নে
তোমার কথিত বিষয়
সর্ব্বতঃ সঙ্গতি নিয়ে
উপলব্ধি ক'রতে পারে
অস্তিত্বের সুযুক্ত সঙ্গতি-বিনায়নায় । ৮৩ ।

যা'রা অন্যের অভিমতকে
বিষয় ও ব্যাপার-অনুযায়ী ক'রে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনায়
ব্যাখ্যা ক'রতে পারে না—
বিহিত সার্থকতায়,
বিষয়ের যা'-কিছুকে
সর্ব্বতোভাবে সঙ্গতিতে এনে
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
নিঃসন্দেহী অনুকূল সৌষ্ঠবে,—
অথচ খাটো হবার সম্ভাবনায়
ঔদ্ধত্য-উদ্ভূত গোঁ নিয়ে
উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা ক'রেও
নিজের অভিমতকে চাপিয়ে দিতে চায়—
ব্যক্তিত্ব ও জানার দোহাই দিয়ে,
এমনতর অজ্ঞবোধি অভিমতের সাথে

অমনতর অন্যের সংঘাত সুনিশ্চত,
উভয়েই বা উভয়ের কেউ-না-কেউ
অজান জেনো ;
একমত যেখানে হওয়া যাচ্ছে না
সেখানেই এই গলদ প্রায়শঃ,
এদের অভিমত প্রায়ই
বিপাক-আমন্ত্রক হ'য়ে থাকে ;
তাই, সহজ-বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে
বিষয়ের পর্য্যালোচনায়
যথাসম্ভব দূরদৃষ্টিতে দেখে
সহজ বোধে যাই-ই সমীচীন হয়—
যদি টের পাও
তাই-ই ক'রতে চেষ্টা কর,
বরং এতে ঠকবে কম ;
কাউকে যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়
কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—
সেই কর্ম্মের প্রত্যেক ক্রমের
সুষ্ঠুতার দিকে নজর রেখে
উদ্দেশ্য একমত হ'য়ে
বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে তিরোহিত ক'রে
বিহিত সঙ্গতিতে যা'তে তা' নিষ্পন্ন হয়—
তেমনতর ক'রে গেলে দ্বন্দ্ব কম হ'য়ে
শিক্ষায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে বিলম্ব হয় না,
তা' নিজের দিক-দিয়েও যেমন,
অন্যের দিক-দিয়েও তেমন । ৮৪ ।

যেখানে-সেখানে দার্শনিকতার আড়ম্বর
বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজাল বিস্তার ক'রলেই যে
সাধারণ মানুষের তা' বোধগম্য হয়—
তা' কিন্তু নয়কো,
বরং তা'তে

তা'দের বুদ্ধিভেদ জন্মানরই সম্ভাবনা বেশী,
তাই, দর্শন বা বিজ্ঞানের তথ্য যা'
সহজ ভাষায় চুম্বকে
এমনতরভাবে
তা'দের কাছে পরিবেষণ ক'রো,
যা'তে সহজ বুদ্ধির আওতায় এনে
তা'রা নিজেই তা'
স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে ;
এবং ভাবসঞ্চালনী-তাৎপর্য্যে
তা'তে তা'দিগকে এমন উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলো',
যা'র ফলে, ঐ অনুপ্রেরণায়
তা'রা এমনতরই নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
যা' থেকে তা'দের টলানই অসম্ভব ;
আর, সত্তাপোষণী আগ্রহে
সেগুলি গ্রহণ ক'রে
অস্তিত্বের বিপর্য্যয়ী যা',
তা'কে তা'রা যেন
স্বভাবতঃই ত্যাগ ক'রতে পারে
বা এড়িয়ে চ'লতে পারে,
আবার, এই বোধ ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ক্রমশঃ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে'
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তা'রা যা'তে সহজেই স্বাবলম্বী হ'য়ে
অপারগদিগকে
সহজ-অনুবেদনায় সাহায্য ক'রতে পারে,
ধ'রে তুলতে পারে,—
তেমনতর ক'রেই তা'দিগকে প্রদীপ্ত ক'রে রেখো,
তা'দের যা'-কিছু প্রবৃত্তির পরিক্রমা যেন
ঐ পথেই পরিচালিত হয়,
আর, তা' করতে যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
তা'ই ক'রে চ'লবে ;

আর, এ যতখানি সার্থক হ'য়ে উঠবে—
কৃতকার্য্যতাও
সার্থক অভিনন্দনে
তোমাকে গণ-গৌরবী ক'রে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে তেমনি। ৮৫।

তুমি ঠিক জেনো—
উপযুক্ত স্তোতনায়
তোমার আচার্য্য-ব্যক্তিত্বকে
ভাবে, ভাষায়, চারিত্রিক অভিনিবেশে,
দীপী কণ্ঠে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ ক'রে
যতই পরিবেষণ করতে পারবে—
সমীচীন সমাহারী সুযুক্ত
হৃদয়-পরিস্রবা
বিনয়ী, সবিতা-রঞ্জিত
ঊর্জ্জী বিনায়নে
তুলনাদীপ্ত, আপূরণী
শ্রেষ্ঠ-নির্ণয়ী প্রতিষ্ঠায়,—
ততই তুমি
লোক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে পারবে—
ঐ ঊর্জ্জী ভক্তির মদমত্ত
সুযুক্ত সমীচীন রাগ-ঐশ্বর্য্য নিয়ে,
আচরণ ও চারিত্রিক দীপালী সজ্জার
অতিশায়নী অনুবেদনায় ;
আর, এতে তোমার
যতখানি খাঁকতি থাকবে,
তোমার চালচলন ও জীবন-অভিনিবেশও
তেমনতর মন্থর হ'য়ে চ'লবে,
প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যের অনুচর্য্যাও হবে
তেমনতর কিন্তু ;

তাই বলি—দাঁড়াও,
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' ধ্বনি ক'রে,
আর বল—
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ;
এই এমনতরই
উদ্দীপনী অনুরাগ নিয়ে
তুমিও দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
বাঁচ,
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকেই যেন
তোমার জীবনে জীবিত হ'য়ে ওঠে। ৮৬।

কা'রও কাছে কোন কথা ব'লতে গিয়ে
উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে
তদনুগ নিয়মনায়
কথাগুলি সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
এমনতর বিনায়নে ব'লবে,
যা'তে তা'র মস্তিষ্কে
তা' সুসংগ্রথিত হ'য়ে
সংস্থিতি লাভ করে—
বোধ ও ভাবানুকম্পিতাকে ভূমি ক'রে
আগ্রহ-উদ্দীপী সম্বেগে
প্রেরণা-প্রদীপ্তির আবেগ-সহিত,
কোন বিরুদ্ধভাবের
অবতারণা ক'রতে যেও না,
যদি কোথাও ক'রতে হয়—
তা'র ব্যাখ্যা-বিন্যাস এমন ক'রে ক'রো,
যা'তে তা' তোমার উদ্দেশ্যকে
সার্থক ক'রে তোলে—
উচ্ছল সম্বোধি-অনুনয়নে,
কথার প্রতিটি ছন্দে
যে নিবন্ধ থাকে

তোমার হৃদয়-উৎসারণা,
যুক্তি-বিন্যাস,
আবেগময়ী অনুপ্রেরণা,
যা' তোমার হাব-ভাব
রকম-সকমের ভিতর-দিয়ে
কথার সঙ্গে-সঙ্গে
উৎসারিত হ'য়ে চলে—
সমস্ত বিরুদ্ধ ব্যসন-প্রহেলিকাকে
অতিক্রম ক'রে,
গলিয়ে দিয়ে,
কৃতিমুখরতাকে উচ্ছল ক'রে,
তোমার কথা বা আবেগকে
অন্যের ভিতরে
এমনতরভাবেই সার্থক ক'রে তুলো' । ৮৭ ।

প্রিয়র কথা বল—মাঙ্গলিক নন্দনায়,
তেমনটি কর—তেমনটি চল,
আর, পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ কর । ৮৮ ।

প্রিয়পরম যা' অন্ধকারে ব'লেছেন—
তা' সর্ব্বসমক্ষে বল,
তিনি যা' ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'লেছেন—
তা' ঘরের মটকায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা ক'রো ;
ভগবান্ ঈশাও এমনিই ব'লেছেন । ৮৯ ।

আলোচনার সময়
এমন কোন বিষয়ের অবতারণা ক'রতে যেও না—
যা' তোমার শুভ প্রতিপাদ্যকে
অপ্রতিভ ক'রে তোলে । ৯০ ।

আলাপগুলি সব সময়
এমন হওয়া চাই—
যা' কিনা ইষ্টপূরণী উদ্দেশ্যের
পরিশোধক ও পরিপূরক হ'য়ে ওঠে। ৯১।

তোমার কথাবার্ত্তা, আলোচনা,
আচার বা চালচলনের
ধাঁজ, ছাঁচ ও সুসঙ্গত বিন্যাস
ভঙ্গী-তাৎপর্য্য নিয়ে
এমনতরই ক'রে তোল,
যা'তে কেউ আহত তো হবেই না,
বরং উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট হ'য়ে উঠবে
তোমার শ্রেয়ার্থ-পরিবেষণী নীতিতে—
তোমাতে সশ্রদ্ধ হ'য়ে
সত্তাপোষণী অনুশাসনে ;
তাই ব'লে, সৎ ও অসতের ভিতর
আপোষ-রফা ক'রতে যেও না,—
যা'র ফলে, ধারণা
ভ্রান্তিতে অভিভূত হ'য়ে
আচার ও নীতিগত পতনের
সূচনা ক'রতে পারে। ৯২।

মানুষের সাথে আলাপ ক'রতে গেলেই
সাত্বত প্রীতি-ব্যঞ্জনা নিয়ে আলাপ ক'রো,
আর, ঐ আলাপের ভিতর-দিয়েই
তা'দের কাছে বিকশিত ক'রে দিও—
সাত্বত বিকাশ-বর্দ্ধনার
সুসঙ্গত সন্দীপনী অনুচলনই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম,—
যা' আয়ুকে

চেতন চিরায়ুর দিকে নিয়ে যায়—
ক্রম-পদক্ষেপে । ৯৩ ।

উপযুক্ত কম কথায়
সৌষ্ঠব-সৌজন্যের সহিত
ইষ্টায়িত সাত্বত সমীক্ষায়
তোমার অন্তঃস্থ ভাবকে
যা'তে ব্যক্ত ক'রতে পার—
বোধবিপুল উৎসারণা নিয়ে,
যা' সবার অন্তরে
সুবিনায়নে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
তোমার বাক্-নিয়ন্ত্রণও
অমনি ক'রেই যা'তে সিদ্ধিলাভ করে
তা'ই ক'রে চ'লো—
একটা নন্দনার বিকাশ-বিভূতি
বিতরণ ক'রে । ৯৪ ।

লোক-সংগ্রহ কর,
সংহত কর তা'দিগকে,
বিন্যাস ক'রে তোল এমনভাবে—
যা'তে ইষ্টার্থপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে
এমন সংহিত হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে
শক্তি শত-উচ্ছলতায়
যোগ্যতায় দৃঢ়ভাবে স্ফুরিত হ'য়ে চলে,
আর, ঐ যোগ্যতা
যেন এমন বিভার সৃষ্টি করে
যা'তে হীনযোগ্য বা অযোগ্য যা'রা
ঐ আদর্শ-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে

তা'রাও ক্রম-পদক্ষেপে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে চ'লতে থাকে,
আর, সম্পদ্ ও সমৃদ্ধি
উদাত্ত সুরে
শক্তিমান প্রবুদ্ধ তোমাদের
যেন জয় ঘোষণা করে,
ঈশ্বরের সলীল আশীর্ব্বাদে
অভিষিক্ত ক'রে তোলে তোমাদিগকে । ৯৫ ।

আলোচনা ক'রতে গিয়ে
কথা ব'লতে গিয়ে
বা বক্তৃতা ক'রতে গিয়ে
অবান্তর বিষয়ের অবতারণা ক'রতে যেও না,—
যদি অবান্তর বিষয়কে
বা আপাতদৃষ্টিতে যা'কে অবান্তর ব'লে মনে হ'চ্ছে
তা'কে সুসঙ্গত ক'রে
সার্থক অন্বয়ে
প্রতিপাদ্য যা' তা'কে
সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে না পার ;
না পারলে কিন্তু
ঐ অবান্তর অবতারণা
মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে
ব্যতিক্রম-অনুধ্যায়ী ক'রে তুলবে,
তোমার প্রতিপাদ্য আহত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
আর, তোমার ঐ প্রতিপাদ্য যা'
তা'কে লোক-অন্তরে সঞ্চারিত করা
সুকঠিন হ'য়ে উঠবেই,
একটা পণ্ডশ্রম নিয়ে
ভণ্ডুল অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
ঐ সঞ্চলনকেও
ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় খিন্ন ক'রে তুলবে,

ঐ প্রবর্ত্তনা-অনুযায়ী
একানুধ্যায়িতা হ'তে মানুষ বিকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে,
সংহতির অপলাপ ঘটবে,
তোমাতে সশ্রদ্ধ সংহিত হ'য়ে
উঠতে পারবে না কেউ ;
তাই, আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্ত্তায়
বক্তৃতার ভিতর-দিয়ে
বোধিতৎপর সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বিষয় ও ব্যাপারকে
ঐ প্রতিপাদ্যে সুসঙ্গত ক'রে তুলে'
সার্থক বোধি-তাৎপর্য্যে
সমাধানে সুসম্পন্ন
ও সুদীপ্ত ক'রে তুলতে ভুলে যেও না,
একটা আবেগোচ্ছল উদ্দীপনায়
মানুষকে কর্ম্মঠ প্রেরণায়
স্থির সৎ-সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় ক'রে তোল,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে তোমার কৃতিত্ব। ৯৬।

তোমার যা' আছে—
প্রীতি-উদ্দীপী যদি তোমার কাছে
তা'কে মনে কর—
আবেগভরে ব'লতে চাও যদি তা' বল,
কিন্তু দেখো, সে বলা যেন
অন্যকে খাটো না করে,—
বরং তোমার বলার জলুসে
অন্যেও যেন উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে ওঠে,
আগ্রহোদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে
তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে,
আর, ওখানেই হ'চ্ছে তোমার বাক্-কুশলতা,
বাক্-শিল্পী তুমি। ৯৭।

যা' অবৈধ,
যা' হয় না,
কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি নাই যেখানে,
যুক্তি-বহির্ভূত যা',—
তা'তে কাউকে প্রলুব্ধ করা মানেই হ'চ্ছে
তা'র বোধিকে
বিকৃত ধারণায় অভিভূত ক'রে
ভাঁওতায় প্রবঞ্চিত ক'রে তোলা,
ওতে মস্তিষ্কে এমনতর গ্রন্থির সৃষ্টি হয়,—
যে-গ্রন্থির হাত হ'তে
রেহাই পাওয়াই সুদূরপরাহত,
ফলে, অৰ্জ্জনী আবেগই তা'র
বিকৃত ও ব্যর্থগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
জীবন-চলনায়
নিরাশাই উপঢৌকন লাভ করে তা'রা;
তাই, যা' বোঝ না, জান না,—
সঙ্গতি-সার্থক যা' নয়,
সুযুক্তি-সঙ্গত বাস্তব-তথ্যহারা যা',—
এমনতর আজগবী অলৌকিকতায় প্রলুব্ধ ক'রে
কা'রও সর্ব্বনাশ ক'রতে যেও না,
ঠকানো ব্যবসায়ে নিজেও ঠকতে হয়। ৯৮।

তুমি ভাব-বিহ্বলতা নিয়ে
বা উচ্ছল আবেগে
কোন-কিছুর বর্ণনা ক'রতে পার,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
তা' যেন সুসঙ্গত ও সুযুক্তিসম্পন্ন হয়,
ও বাস্তবতাকে অতিক্রম না ক'রে চলে,
আর, ভবিষ্য-চলনের পরিপন্থী না হয়,
বরং তা'কে সুগম ও সলীল ক'রে তোলে। ৯৯।

এমন-কি, বাদ-বিতর্কেও
তোমার পক্ষে সাত্বত কী—
তা' অন্তরে নির্দ্ধারণ ক'রে
খুঁজে-পেতে সুযুক্ত সন্ধানে
তা'র অবতারণা ক'রো,—
যা'তে সবাই নিরাবিলভাবে
মেনে নিয়ে তৃপ্তি পায়—
হৃদ্য সুপরিবেষণে নন্দিত ক'রে ;
তা'তে বাড়বে উপস্থিতবুদ্ধি,
যুক্তি,
বাস্তব-তথ্য-বিনায়ন,
কথার মাত্রাজ্ঞান,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে বাড়বে
হৃদয়-ঢালা আপ্যায়না । ১০০ ।

যা'কে কোনও বিষয় বা ব্যাপারে
উদ্বুদ্ধ ক'রতে চা'চ্ছ বা ক'রছ—
তা'র বিপরীত বা অন্তরায়ী কোনও প্রসঙ্গ
অবতারণা ক'রতে যেও না তখন,—
তাহ'লে তা'র মস্তিষ্কে
ঐ ব্যাপারের ছাপ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
যদি ক'রতে হয়—
যা'তে উদ্বুদ্ধ ক'রছ
তা'র অনুকূলে
নিরাকরণী, উদ্দীপনা-সমন্বিত যুক্তির সহিত
সহজ-বোধ্য ও সহজ-সাধ্য ক'রে
প্রতীয়মান ক'রে
তা'তে তা'কে উদ্যমী ক'রে তোল,
নয়তো, ব্যর্থ হবে তোমার প্রয়াস,
আর, সে যদি তোমার উসকানিতে

কাজেও লাগে—
ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা তা'রও সে-কাজে,
তাই, ব'লতে, ক'রতে
খুব হিসাব ক'রে
সুদীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে
সুবিবেচনার সহিত চ'লো। ১০১।

যুক্তি ক'রতে গিয়ে
তর্কে ফেঁসে যেও না,
বাদানুবাদের সৃষ্টি ক'রতে যেও না ;
যুক্তি মানেই হ'চ্ছে—
সার্থক সুসঙ্গত
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
কর্ম্মঠ বোধিদীপন প্রতিভা নিয়ে
মানুষকে সহযোগী ক'রে তোলা—
নিজের উদ্দেশ্যে
ও কর্ম্ম-অভিদীপনায় ;
অমনতর জায়গায় তর্কের আমদানী হ'লে
মতসঙ্গতি ও কর্ম্মসন্দীপনা তো
কোথায় উড়ে যাবে,
আসবে মতানৈক্য ও বিরুদ্ধ ব্যতিক্রম,
যা'র সাথে যুক্তি ক'রতে যা'চ্ছ
তা'কে তোমাতে সুসঙ্গত ক'রে
তোমার উদ্দেশ্যকে
শক্ত ও সাবুদ ক'রে তুলতে পারবে না,
সে সহযোগীও হ'য়ে উঠবে না তোমার ;
তর্কের অবতারণা হ'লে
বরং সেখানে থেমে যেও—
একটা বান্ধবতাপূর্ণ
বাহ্যিক ও মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে,
আর, নির্ব্বিরোধ বান্ধব-আচরণে

তোমার মতে সুসঙ্গত ক'রে তোল তা'কে,
এতে বরং কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাজা কল্কে
ঢেলে পড়াই সম্ভব কিন্তু। ১০২।

তোমার ভাব সুকেন্দ্রিক রাগরঞ্জনী
বোধি-বিজৃম্ভিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার যুক্তি বাস্তব যোজক হ'য়ে উঠে
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলুক,
তোমার ভাষা হৃদ্য অগ্নিতপা হ'য়ে
মানুষের অন্তরকে
বিনায়নী সন্দীপনায়
সক্রিয় ক'রে তুলুক,
সংস্কারকে সংস্কৃত ক'রে
বোধানুভাবিতাকে সুসঙ্গত নিয়মনে
ভাবাবেগ-শিখী উচ্ছল ক'রে
চিন্ময়ী চেতন-মূর্ত্তিতে
তোমার প্রতিপাদ্যকে মূর্ত্ত ক'রে তুলুক,
এমনি ক'রেই তোমার ভাষণ
সার্থক-সন্দীপনায় মানুষকে
জীবনে যোগ্যতায় উদ্যুক্ত ক'রে তুলুক। ১০৩।

তোমার কথাগুলিকে যদি
সুযুক্ত সঙ্গতিতে গুছিয়ে
পারম্পর্য্যানুক্রম-পরিচর্য্যায়
তোমার উদ্দেশ্যে, আদর্শ বা চাহিদায়
শুভ-সন্দীপী ক'রে
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পার—
আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর
বিনায়িত হৃদ্য পরিবেষণে,—
সেগুলি ব্যর্থ বগ্‌বগানি ছাড়া

কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
কিংবা ধীকে তীক্ষ্ন ক'রে
এগুলির প্রয়োগে
অব্যর্থ হ'য়ে উঠবে না,
অনেকখানি প্রচেষ্টায় হয়তো
ফল মিলবে অল্পই,
তাই, আদর্শ বা ইষ্টানুগ পরিচারণায়
আত্মপ্রচেষ্টায়
বিহিত অনুশীলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
বোধ ও বিবেচনায় বিশেষ লক্ষ্য রেখে,
বিশেষস্থলে বিশেষ প্রযোজনা নিয়ে ;
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে। ১০৪।

ন্যায়, যুক্তিতর্ক—
তা' স্বপক্ষেই হো'ক,
বিপক্ষেই হো'ক
বা নিরপেক্ষই হো'ক—
তা'র বাস্তব ব্যবস্থিত অনুচলন
যদি সত্তাকে সার্থক ক'রে না তোলে,
তা' কি আমাদের জীবনের পক্ষে
অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ?
তা' যখন আমাদের সত্তাকে
বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
তা' কি আমাদের কাছে
অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ?
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার
লোলুপ সিদ্ধান্তের মধ্য-দিয়ে
তা' যখন আমাদের সত্তাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
তা' কি আমাদের কাছে

অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
না, তা' গ্রহণীয় ?
জীবনকে অস্বীকার ক'রে
মরণকে প্রতিষ্ঠা করে যখন
তা' কি অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
না, তা' অনুসরণীয় ?
তাই বলি—
যা' আমাদের যতখানি সত্তাপোষণী,
সাত্বত ব্যবস্থিতির অনুকূল,
তা' আমাদের
গ্রহণীয় ও পালনীয় ততটুকু
বরণীয়ও ততখানি ;
আর, আমাদের বাস্তব বোধ-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থিতি
যখন আমাদের অস্তিত্বকে
প্রতিষ্ঠা করে,
পরিবর্দ্ধিত করে,
জ্ঞান ও জীবন-অনুচর্য্যা যখন
চৌকসভাবে ঐ অস্তিত্বের পালক
ও পরিপোষক হ'য়ে ওঠে,
আয়ু, বল ও বীর্য্যের
অধিকারী ক'রে তোলে—
সত্তা-বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
তা'ই কিন্তু আমাদের পক্ষে
সাত্বত, জীবনীয়,—
ও অনুসরণীয়ও তা'ই ;
যদিও মৃত্যু আমাদের জীবনকে
কঠোরভাবে অনুসরণ ক'রছে,
তা'কে অপসারিত ক'রে
যতখানি চ'লতে পারব,—
কৃতবিদ্যও হব আমরা ততখানি ;
আমরা থাকতে চাই,

মুছে যেতে চাই না,
ধৰ্ম্ম অর্থাৎ
ধারণ-পালন-পোষণী বাস্তব পরিচর্য্যা
তাই নিতান্তই শ্রেয় হ'য়ে র'য়েছে
অস্তিত্বের পথে,
জীবনের পথে,
সম্বর্দ্ধনার পথে। ১০৫।

শ্রেয়ানুধ্যায়ী সৎসন্দীপী মতবাদে
সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও
তোমার বিরুদ্ধ মতবাদে
অসহিষ্ণু হ'তে যেও না,
বরং সহনশীল হও—
অসৎনিরোধী তৎপরতায়,
ঐ মতবাদীর অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,—
যা'তে তোমার বোধপ্রভা
তা'র বোধগুলিকে অন্বিত ক'রে তুলতে পারে,
আরো দেখো—
ঐ মতবাদের ভিতর-দিয়ে
তোমার বাদ-সমর্থক বা বাদ-পোষক
কতখানি কী আহরণ ক'রতে পার—
নিজেও প্রভূত পরিচ্ছন্ন ও পুষ্ট হ'য়ে,
আর, ঐ আহরণ-তাৎপর্য্য যেন
তোমার সৎ-সন্দীপ্ত বাদকে পরিপুষ্ট ক'রে
হৃদ্য নিয়মনে
বিরুদ্ধ যা' তা'কে
অপসারিত ক'রে তুলতে পারে—
সুসঙ্গত ও সত্তাপোষণী অনুরণন-নিক্কণে,
তা'তে তোমারও শ্রেয়ের পথ সুগম হ'য়ে উঠবে,
বিরুদ্ধকেও তোমার সমর্থক ক'রে
শ্রেয়সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে। ১০৬।

তোমার মতবাদ বা নির্দেশে
মানুষকে বাধ্য ক'রতে যেও না,
তোমার আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী ইত্যাদিতে
তা'রা যেন বোধই না ক'রতে পারে যে,
তুমি তা'দিগকে বাধ্য ক'রতে চাচ্ছ,
বরং তোমার বান্ধবতাপূর্ণ ব্যবহার
মানুষকে যেন এমনতর
উচ্ছল ও উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে—
যা'র ফলে,
তোমার সুসঙ্গত নির্দেশগুলিকে
সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে দেখে
অন্তঃকরণের সহিত গ্রহণ ক'রে
তা'রা অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে তা'তে,
আর, সেই অনুপ্রেরণার অপলাপ
তা'দের কাছে যেন কষ্টকর হ'য়ে ওঠে ;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক সঞ্চারণা,—
যে-সঞ্চারণায়
মানুষের আত্মিক শক্তি উচ্ছল হ'য়ে
সচ্ছল চলনে অজচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
তা'দের অন্তঃকরণে যেন
এমনতরই আবেগ সৃষ্টি করে
যে-আবেগ-উন্মাদনা
কোনপ্রকারে ব্যাহত হ'লে
তা'রা নিজে-নিজেই কষ্ট অনুভব করে,
ও ঐ ব্যাহতিকে নিরোধ ক'রতে
স্বতঃ-সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আর, ওখানেই তোমার বান্ধবতা, আন্তরিকতা,
আচার-ব্যবহার, চরিত্র উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কৃতিত্বে মুকুলিত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে সার্থকতা লাভ করে ;
সব ব্যাপারেই হরদম নজর রেখো—

তোমার নিয়ন্ত্রণ যেন অমনতরই
স্বভাব-সঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ,
তোমার দ্বারা
কোনপ্রকারে ব্যাহত না হ'য়ে
বরং তোমাকে বরেণ্য ক'রে নিয়ে
মানুষ যেন তৃপ্তিতে অঢেল হ'য়ে ওঠে,
যদিও কোথাও কোথাও
জবরদস্তি ক'রেও মানুষকে
সৎসন্দীপী মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তোলা ভালই। ১০৭।

সার্থক সঙ্গতিশীল
তুলনামূলক শিষ্ট সমীক্ষায় যা' দেখবে—
তা'কে
তা'র সব দিক্-দিয়ে
দেখে, শুনে, বুঝে,
নিশ্চয় হ'য়ে,
তৎসম্বন্ধে তোমার মতবাদ প্রকাশ ক'রো
এমনভাবে—
যা'তে অন্যকেও
চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার
তৎসম্বন্ধীয় যা'-কিছুকে ;
বিশৃঙ্খল, এলোমেলো
অনর্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার মতবাদ বা মতকে
ব্যক্ত ক'রতে যেও না ;
তোমার সাথে তোমার ঐ মতবাদও
অপদস্থ হ'য়ে উঠবে,
তোমার বিকৃত ধারণাই
সঞ্চারিত হবে
তোমার পরিবেশের ভিতর,
আর, অমনতর ক'রে না বুঝলে

তুমি তা'র কিন্তু
সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা ক'রতে পারবে না—
ক্ষিপ্র-শুভ সমাধান নিয়ে ;
বুঝে চল,
ব্যক্তিত্বকে উন্মাদ-উন্মাদনা ক'রে
মানুষের কাছে
বেকুব প্রতিপন্ন হ'য়ো না,
যা' দেখছ—
তা'র প্রতিটি অংশ-সহ
সার্থক-সৌষ্ঠব সঙ্গতিশীল বোধ নিয়ে
ব'লতে
চ'লতে
কসুর ক'রো না—
অশুভ-নিরাকরণী তাৎপর্য্যে সুঠাম হ'য়ে। ১০৮।

যদি কা'রও কাছে
তোমার প্রিয়পরমের কথাই ব'লতে হয়,
ব'লো—
কিন্তু উচ্ছ্বসিত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
সুযুক্ত সমীচীন আপূরণী অনুবেদনায়,
বাস্তব বিনায়নায়,
সার্থক সঙ্গতির সহিত,
সব যা'-কিছুরই আপূরণী ক'রে,
হৃদ্য উৎসারণায়,
যেন তোমার বলা, ভাব, ভঙ্গী—
যা'দের কাছে ব'লছ—
তা'দের কাছে তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
রমণীয় হ'য়ে ওঠে,
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে
যা'তে তা'রা শ্রদ্ধাবিনায়িত হ'য়ে
তোমার প্রিয়পরমকে

আত্ম-উৎসারণায় আলিঙ্গন ক'রে
নিজেদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারে,—
বিদ্বেষ ও বিসম্বাদের
কোনপ্রকার রং ও রেখাও না থাকে তা'তে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি পদক্ষেপ
তা'দের যা'-কিছু প্রশ্নের
যা'-কিছু ভাবের
যা'-কিছু ভাষার
যা'-কিছু কর্ম্মদীপনার
সার্থক সমাধানে
যেন প্রত্যেকের সব যা'-কিছুকে
আপূরিত ক'রে
একটা উল্লোল প্লাবন সৃষ্টি ক'রে দেয়
তা'দের অন্তরে,
আর, বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর
এমনতর উৎসারণা সৃষ্টি করে,—
যা'তে তা'রা বিভোর হয়ে ওঠে,
আর, ঐ উন্মাদনা-বিভোর
আবেগ-অর্থনায়
তুমি ও তা'রা যুত-অভিদীক্ত হ'য়ে ওঠ,
আবার, তুমি যা' বল—
সেগুলির ভিতর যেন
তোমার চারিত্রিক স্ফুলিঙ্গ
এমনই উচ্ছল চলায় চলে,
যা'র ছটা-সংঘাতে
তা'দের অন্তঃকরণ
উল্লোল-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
এমনি ক'রেই
তাঁকে উপভোগ কর,
আর, অন্যকেও উপভোগ করাও,
ঐ আবেগ, ঐ উদ্বর্ত্তনা

তোমাকেও কৃতি-প্রদীপ্ত ক'রে,
আরোতে বিচ্ছুরিত ক'রে তুলতে থাকবে—
সমাধানের সার্থক হোম-আহুতির
স্বস্তি-স্রাবণে,
তুমি তৃপ্ত থাক,
আর, তৃপ্ত ক'রে তোল সবাইকে,
আর, ঐ তৃপণার অমৃত পরিবেষণে
সবাইকে অমরপন্থী ক'রে তোল,
নইলে আর কী হ'লো। ১০৯।

কা'রও ভাব
অর্থাৎ নিষ্ঠানন্দিত সদ্ভাব
ভাঙ্গা ভাল নয়কো,
বরং তা'কে সাত্ত্বিক সম্বৰ্দ্ধনায়
বিনায়িত করাই শ্রেয়। ১১০।

সব সময় লক্ষ্য রেখে
মানুষের ব্যক্তিগত বা বংশগত
মাঙ্গলিক অভ্যাস, ব্যবহার ও সংস্কার
এমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়—
যা'তে নাকি সে ইষ্টানুপূরণে
সক্রিয়ভাবে আগ্রহ-উদ্দাম হ'য়ে ওঠে,
—ওগুলিকে ভাঙ্গতে নাই,
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়। ১১১।

যাজন কর,
ধৰ্ম্মানুপ্রেরিত সৎকথায়
মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
তোমার আলোচনা, কথাবাৰ্ত্তা
মানুষকে ঈশ্বরেপ্সু ক'রে তুলুক,
তাঁ'তে লুব্ধ ক'রে তুলুক,

তাঁ'র ভিক্ষুক ক'রে তুলুক,
যাচঞাশীল ক'রে তুলুক,
যখন সে চাইবে—
অমনতর আনত হৃদয়ে,
তপঃপথে দীক্ষিত ক'রে তুলো' তা'কে তখনই,
তোমার অহং যেন
তাঁ'তেই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে,
এমন ক'রে কা'রও নিকটে যেও না—
যা'তে তোমার ঐ অবদান
প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারে,
তা'তে ঈশ্বরের কিছু এসে যায় না,
তোমার অন্তরস্থ তৎ-সন্দীপনাই
অবমানিত হ'য়ে ওঠে,
বুঝে চ'লো। ১১২।

তোমার যাজন-প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যা
কৃতি-সঞ্চারণায়
কোথায় কেমন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে,—
তা'র নিরিখ বা নমুনাই হ'চ্ছে
তুমি কা'রও কাছে গেলে
সে কত আগ্রহের সহিত
তোমাকে গ্রহণ করে—
পরিচর্য্যী উদ্দীপনায় উৎফুল্ল হ'য়ে,
তোমাকে সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
সে কতখানি
সৎ-সন্দীপ্ত আপনার লোক ব'লে
উদ্‌গ্রীব উৎফুল্লতায়
শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যা নিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,

আর, ঐ সবগুলি
কেমনতর শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে দাঁড়িয়ে
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়
তা'কে উচ্ছল ক'রে তুলেছে,—
যা'র ফলে, সে নিজে
কি-অন্তরে কি-বাহিরে
কেমনতরভাবে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চ'লেছে,—
অটুট শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
এমনতর দেখে বুঝে নিও—
তা'কে কেমনতর কিভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রলে
আরো সে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে । ১১৩ ।

তোমার অন্তঃস্থিত নিষ্ঠা-উচ্ছল
বিভব-বিভাবনা যদি
স্থাণু-দ্যোতনায়
কম্বু-কম্পনে
ভাব, বোধ ও চাহিদার
দ্যোতন-সঙ্গতিতে ধ্বনন-ঝঙ্কারে
সুযুক্ত সৌম্য-সমীক্ষু প্রস্রবণে
তোমার প্রিয়পরমের
কৃতি-ঐশ্বর্য্যকে
যাজন-প্রতিষ্ঠায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলতে না পারল,—
তবে তোমার হৃদয়-ভাণ্ডার
তখনও প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠেনি,
যুক্তির যোগ-ঐশ্বর্য্যে
তা' বিভাসিত নয়কো,
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির শ্বেতদীপনা
তা'কে আরতি-সন্দীপ্ত ক'রে তোলেনি,

আগ্রহ-আকুল পারগতা
উদ্যম-উদ্যুক্ত হ'য়ে
পরিবেশকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তোলেনি কো,
প্রীতি তখনও
কৃতিমুখর সংকল্প-প্রভাবিত হ'য়ে ওঠেনি,
তুমি তখনও হয়তো
স্বার্থগৌরব-সমীক্ষু । ১১৪ ।

তোমার নৈষ্ঠিক উচ্ছ্বাস
উদ্যম উচ্ছলায়
যদি উচ্ছ্বসিতভাবে
উজ্জী রাগ-দীপনায়
ইষ্টার্থ-নিদেশগুলিকে
বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
রাগ-বেদনায়
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ ক'রতে না পারলো,—
স্ফীত স্ফোটন-তৎপরতায়
তা'র হৃদয়কে
আপ্যায়ন-দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারলো,—
রাগ-বিভূতি-বিভবে
বিভূষিত হ'য়ে
তা'কে উদ্দাম ক'রে তুলতে না পারলো,—
উদ্যমী ওজঃ-সন্দীপনায়
কৃতি-উচ্ছল চরিত্র ও আচরণে
তোমার উদাত্ত সংস্পর্শ
প্রবুদ্ধ পরিবেদনায়
তা'কে যদি উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলতে
না পারলো—
বোধায়নী, প্রীতিরাগরঞ্জনা-অধ্যুষিত

বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে,—
তাহ'লে বুঝে নিও—
তোমার ভাষা-সম্পদ্ যেমনই হো'ক না কেন,
তোমার শ্রদ্ধা বা অনুরাগ
তখনও স্বার্থ-পঙ্কিল হ'য়ে রয়েছে,
তোমার রাগ
ঊর্জী বিভবে
বিভব-অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠেনি তখনও ;
এমনতর বুঝলে
সবখানি হৃদয় নিয়ে
কৃতি-উদ্যমে
উত্থান-অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ,
দাঁড়িয়ে ওঠ,
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
ঊর্জী বোধনা-অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠ—
সপরিবেশ ;
মর্য্যাদার মান-মন্দিরে
ঊর্জী ভজন
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে জ্বলে' উঠুক ;
পরিস্রুত আলোকে
যা'-কিছুকে পরিমাপিত ক'রে
তোমার অন্তঃস্থ সাত্বত সঙ্গীত
সবার সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে
ঐ সুরে তোমার জীবন-পরাক্রমকে
জ্বলন্ত ক'রে তুলুক ;
আর, তোমার প্রতিপদক্ষেপ
ব'লে উঠুক
সেই ভগবানের বাণীকে—
বাণী-বিভুকে—
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" ১১৫।

যাঁকেই যাজন কর না কেন,—
অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে
আচারে, ব্যবহারে,
কথায়, ভাবে-ভঙ্গীতে
সমর্থনে
তাঁর স্বার্থ-সম্পোষক হ'য়ে
একদম তাঁকে যদি
আপনার ক'রে নিতে না পার—
তোমার অন্তর-বাহিরের সঙ্গতিকে
তাঁতে সার্থক ক'রে তুলে'—
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,
ক্ষিপ্রতায়,
উপস্থিত বুদ্ধির অনুপ্রেরণায়,
সুযুক্ত সার্থক ব্যবস্থিতিতে,
তদনুগ আত্ম-বিনায়নে,—
তোমার যাজন
প্রাণবন্তই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
সুযুক্ত হৃদ্য বাস্তবতায়
কা'রও হৃদয় স্পর্শ ক'রবে কমই,
ফলে যুক্ত-বোধিতেও
উপস্থিত হবে কম,
মানুষ পরিচর্য্যা-প্রসন্ন হ'য়ে
তোমাকে আপনার ক'রে নেবে কমই,
তোমার অনুশীলন
ব্যর্থতার দিকেই চ'লবে,
যোগ্যতা
ব্যর্থতায় অনেক নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠবে,
তোমার আচরণ
প্রীতি-উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে না,
তাই, অন্যের প্রীতি-অভিনন্দনা লাভও
তোমার ভাগ্যে ঘ'টে উঠবে কমই ;

তাই, যত শ্রেয়কে
আপনার ক'রে নিতে পারবে—
অন্তর-বাহিরের সঙ্গতি নিয়ে,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও
বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
লোক-প্রসাদ-দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
ঈশ্বর আশিস্-ধারায়
তোমাকে অমিতাভ ক'রে তুলবেন। ১১৬।

যখন যে-দেশেই যাও না কেন—
বা যে-দেশ, সমাজ বা সম্প্রদায়ের
লোকের সহিতই
আলাপ-আলোচনা কর না কেন—
তা'দের
ধর্ম্মনীতি, ধারণা, অনুকূল প্রথা,
ঐতিহ্য, ইতিহাস ও কৃষ্টিতে
সশ্রদ্ধ দাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে
তৎপরিপূরণী প্রগতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমার মতবাদ, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা ক'রো,
ঐ সংস্কৃতির আকর্ষণ-উন্মাদনাই যেন
তোমার মতবাদ, উদ্দেশ্য বা আদর্শেতে
এমনতর আকৃষ্ট ক'রে ফেলে—
যা'তে সবারই অন্তঃস্থল
উদ্দাম উন্মাদনায়
তোমাতে সংহত হ'য়ে ওঠে—
একটা সলীল সুযুক্তিপূর্ণ,
সার্থক প্রেরণাদীপ্ত সঙ্গতি নিয়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে,
তা'তে তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,

তা'রাও সার্থকতার অমৃত আশিসে
উদ্দাম হ'য়ে চ'লবে । ১১৭ ।

ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মে
মানুষকে দীক্ষিত ক'রতে হবে,
শিক্ষায় সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে তা'রা তা'দের বোধি-অনুশাসন-মাফিক
তদানুপাতিকভাবে
জীবন-বৃদ্ধির অভিযানে
এগিয়ে যেতে পারে,
এমনতরভাবেই তা' প্রচলিত ক'রতে হবে,—
প্রবর্ত্তিত ক'রতে হবে
প্রত্যেকটি ব্যষ্টির অন্তঃকরণে,—
যা'তে সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়
প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির অনুপূরণী হ'য়ে
শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির
সম্যক্ চলনে চ'লতে পারে,
যা'তে তা'দের জীবন-স্বার্থ
ঐ হ'য়ে দাঁড়ায় সর্ব্বতোভাবে,
আর, সবাই সবাইকে 'নমস্তে'-অভিবাদনে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারে,
প্রতিটি ব্যষ্টির দৈনন্দিন করণীয়
সব কাজের ভিতর-দিয়ে এই-ই । ১১৮ ।

দীক্ষা গ্রহণে
কাউকে চাপাচাপি ক'রতে
না যাওয়াই ভাল,
যদিও শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূই হ'য়ে থাকে;
কিন্তু সবাইকে

ঈশ্বরে যাজন-লসিত ক'রে তোল,
তা' যদি না কর,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
অপরাধেরই হ'য়ে থাকে ;
তোমার উদ্যম, অনুচর্য্যা,
সহানুভূতি-সম্বন্ধ সৎ-ব্যবহার ও বাক্য
প্রত্যেককেই যেন শ্রদ্ধা-উল্লাসিত ক'রে তোলে—
যে যেমন, তা'কে তেমনি ক'রে ;
তা'দের দরদী হ'য়ে ওঠ,
আত্মীয় হ'য়ে ওঠ,
পরমবান্ধব হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয়তায়,
সুসঙ্গত বোধি-অনুচর্য্যী সম্বেগে ;
আবার, নজর রেখো—
তোমার প্রবুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার,
সুচিন্তিত তত্ত্বদর্শী বাক্য-পরিবেষণ,
যা'রা অজ্ঞ—
তা'দের বুদ্ধিভেদ না ঘটিয়ে
বৈশিষ্ট্যমাফিক
তা'দের বোধি ও যোগ্যতাকে
বিহিত অনুপ্রেরণী উদ্দীপনায়
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
উচ্ছলতায় উদ্ভিন্ন ক'রে—
তা'দিগকে যেন
সক্রিয় সুসঙ্গত আরোতে বিবর্ত্তিত ক'রে তোলে ;
তুমি যদি
ইষ্টতপা, সুনিষ্ঠ, প্রাজ্ঞও হ'য়ে থাক—
তোমার জীবনচলনা যেন
এমনতরই সহজ হ'য়ে চলে,—
যা'তে মূঢ় যা'রা
তা'রা তোমার ঐ তালে পা ফেলে

উচ্ছল বিবর্ত্তনে
বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
ফল কথা, যে যেমনই হো'ক,
প্রত্যেককেই শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা,
সত্যে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা,
জীবনকে জয়ে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা
সবারই পক্ষে জীবনীয় ;
'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' । ১১৯ ।

কোন মহৎ মানব
বা শ্রেয়-মানবের কাছে
যদি কেউ দীক্ষা নিয়ে থাকে,—
আর, তোমার কাছে
সে বা তা'রা যদি আসে,—
তুমি তা'দের কাছে
গুরুভক্তির কথাই ব'লবে,
তদনুচর্য্যী অনুচলনেরই ব্যাখ্যা ক'রবে,
সাত্বত সাধু নীতি-বিধির কথা ব'লেই
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
যেন তা'রা একটা তৃপ্তিভরা আহ্বান নিয়ে
পারস্পরিকতার অনুধ্যায়নায়
নিজেকে সম্বন্ধান্বিত ক'রে
আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ফিরে যায় ;
তা'দের ভাব ভেঙ্গো না,
বরং তা'কে সংকলিত ক'রে
কৃষ্টি-মাধুর্য্যে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলো ;
তোমার কৃতি-পরিচর্য্যার পরম প্রসাদে
তা'রা যেন সন্দীপী স্বস্তি নিয়ে
তা'দের শ্রেয়-দেবতাকে
আরাধনা ক'রতে পারে,

আর, তোমার শুভ-কামনায়
তা'রা যেন সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
এমন-কি, কা'রও শ্রেয়-নির্ব্বাচন
যদি অনুপযুক্ত মনে কর,
বরং সেখানে চুপ ক'রে থেকো,
সে-সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য ক'রে
তা'কে রুষ্ট ক'রতে যেও না,
তাই ব'লে, কা'রো ব্যত্যয়ী আচারকে
সমর্থন ক'রো না,
নিজেও ব্যত্যয়ী চলনে চ'লো না,
আর, তোমার ইষ্টনিষ্ঠা
ও সাত্বত রীতিনীতির অনুচর্য্যা নিয়ে
যাজন-দীপনাকে মুখ্য ক'রে চল,
যা'তে সে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি,
আবার বলি—
কা'রো অন্তরে নিষ্ঠা-ব্যতিক্রম
সৃষ্টি ক'রো না,
ভাব ভেঙ্গো না কা'রো,
বরং সাত্বত অনুচলনকে উসকিয়ে দিও,
সুখী হবে তা'রা,
তুমিও কৃতার্থ হবে । ১২০ ।

তোমার যাজন যেন মানুষকে
অলৌকিক-প্রত্যাশী না ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ অনুশীলন-প্রত্যাশী ক'রে তোলে,
অমনি ক'রেই যেন
সবার দীক্ষা
অর্থান্বিত সার্থকতায়
সম্পৎশীল হয় । ১২১ ।

অলৌকিকতার প্রলোভনে কাউকে
অভিভূত ক'রে তুলো না,
নিজেও হ'য়ো না,
ঐ প্রলুব্ধতার অন্তরে থাকে প্রত্যাশা,
আর, প্রত্যাশার অন্তরে থাকে
না-ক'রে, না জেনে
কিছু পাওয়ার বুদ্ধি ;
বিফল-প্রত্যাশা হ'লেই
মানুষের অন্তর্নিহিত দোষদৃষ্টি
ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,
তা'তে থাকে না আত্মোৎসর্জ্জনী অনুদীপনা ;
সর্ত্ত-নিবদ্ধ হ'য়ে
ঈশ্বর বা ইষ্টের আশ্রয় নেওয়া—
তা'রও অন্তরে থাকে
অমনতরই প্রলোভন,
যা'র ব্যত্যয়েই আসে
বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষ,
উদ্ভট নিন্দনীয় মন্তব্য,
যা'র ফলে, সরল কেন্দ্রায়িত অনুচলন
বিকৃতই হ'য়ে থাকে ;
যদি এমনতর সরল আনুগত্য কা'রও থাকে যে
হওয়া না-হওয়া,
পাওয়া না-পাওয়া,
ভোগ বা আরোগ্য,
জীবন বা মৃত্যু
যা'ই আসুক না কেন,
তা'তেই অবিচলিত থেকে
শ্রদ্ধোৎসারিণী চলনায়
অক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে,—
এমনতর যা'রা তা'দের অন্য কথা ;
তা'রা ঐরকম আত্মঘাতী

অভিসার-দীপনী
প্রত্যাশালুব্ধ আনুগত্যের ধারই ধারে না ;
এমনতর কুৎসিত সর্ত্ত যেখানে
বা এমনতর প্রত্যাশাপীড়িত
লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা যেখানে,
যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না—
যতখানি পার তা'দের জন্য ক'রো—
বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষের
আওতায় না গিয়ে ;
অমনতর সর্ত্ত-নিবন্ধ ও প্রত্যাশাপরায়ণ যা'রা,
তা'দের যাজন ও দীক্ষার ব্যাপারেও
বিবেচনাশীল থেকো ;
তা' ছাড়া, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্ত্তায়
প্রলুব্ধ ক'রতে যেও না কাউকে ;
যুক্তিযুক্ত বাস্তব যা',
সত্তাপোষণে অপরিহার্য্য যা',
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যা'-যা' হ'তে পারে—
ক্রম-মাফিক চলনে,—
তাই-ই ব'লো ;
ভাঁওতা বা মিথ্যা ধাপ্‌কিতে
কা'রও বোধচক্ষুকে
ঝাপসা ক'রে দিও না ;
শুভ-সন্দীপনী যে যা' করুক,—
খতিয়ে নিয়ে, যা'তে ক'রতে পারে
তা'তে সাহায্য ক'রো,
এতে তুমিও থাকবে নিষ্কলঙ্ক,
তা'রাও লুব্ধ প্রত্যাশার ভাঁওতায় প'ড়ে
নিরাশ হবে কমই ;
তাই, ভগবান্ যীশু বলেছেন—
'তোমার প্রিয়পরমকে

প্রলুব্ধ ক'রতে যেও না,
পরীক্ষা ক'রতে যেও না',
তুমি এমনতর অনুগতি আশ্রয় ক'রে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
যতই চ'লতে থাকবে,—
কখনও হয়তো শুষ্ক নিরাশায়
তোমার জীবনের যেন সব যা'-কিছু
দাহ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
শুকিয়ে উঠতে থাকবে ;
শুষ্ক নিরাশা তোমাকে ধরুক—
তুমি প্রীতি-পরাঙ্মুখ হ'তে যেও না এতটুকু,
তা' যদি হও,—
তোমার অনুগতি সেখানেই
স্তব্ধ হ'য়ে চ'লবে,
অন্তঃ-সম্বেগ শীর্ণ হ'য়ে
শুকিয়ে উঠতে থাকবে,
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
লেগে থাক,
চল—
অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
নিদেশ-পালনী সম্বেগে সুসংস্থ থেকে,
তারপরে দেখবে—
কোন্‌ক্ষণে
উপ্‌চানো মহিমা-বিকীর্ণ ফোয়ারার মত
কত অলৌকিক ব্যাপার ঘ'টে উঠবে
তা'র ইয়ত্তা নাই ;
কিন্তু তখনও তুমি অজ্ঞ,
কারণ, এই অলৌকিক যা'-কিছু ঘটছে,—
তা'র কার্য্য-কারণের সুসঙ্গত সন্ধান
তখনও পাওনি তুমি,
তা' পেলে

তখন এটাকে অলৌকিক ব'লে মনে হবে না,
বুজরুকি ব'লেও মনে হবে না,
তুমি ভরপুর হ'য়ে উঠবে ;
এমনতর আশা-নিরাশার
দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে
তোমার ইষ্টার্থ-আপূরণী যা'
সেইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চল,
কৃতনিশ্চয় হও—
ভজনদীপনা নিয়ে,
সেবানিরত অনুচর্য্যাকে
সব সময় সঙ্গী ক'রে রেখে ;
তোমার অন্তরের অনুশীলন-মণ্ডপে
কৃতি-প্রসাদ প্রবর্ত্তনায়
শিষ্টশীলনের সহিত
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,
ব্যক্তিত্ব তোমার সঙ্গতিশালিন্যে
চারিত্রিক দ্যুতি বিকিরণ ক'রে
পরিবেশকে প্রভান্বিত ক'রে তুলবে,
সার্থক নন্দনার শ্যামল দোলনায়
ফুল্ল উৎসবে
চলন্ত হ'য়ে চ'লবে তুমি,
আশীর্ব্বাদ
অমরতপা হ'য়ে
তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে একদিন । ১২২ ।

সভা-সমিতি ক'রলে,
তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'লো সবাই,
অজস্র করতালি পেলে,
অঢেল ধন্যবাদে ধন্য হ'য়ে উঠলে,

বাহবার তো ইয়ত্তাই নেই,
তোমাকে বুঝে নিল সবাই
তুমি একটা জন বটে,
এতেই কি শেষ হ'লো ?
এর লাভই বা কতটুকু ?
এটা লাভপ্রসূ তখনই হ'য়ে উঠলো,
যখনই দেখতে পেলে—
মানুষ সুকেন্দ্রিক যোগ্য জীবনের অনুশীলনে
তৎপর হ'য়ে উঠেছে—
সত্তা-পোষণায় ধৃতিমান্ হ'য়ে উঠেছে—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
যোগ্যতা-আহরণে
অযুত আগ্রহ নিয়ে
অজচ্ছল চেষ্টায় অঢেল হ'য়ে চ'লেছে—
দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অর্জ্জনার হোম-আহুতি নিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায় ;
এই চলনে চলন্ত থেকে
যতই তা'রা সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী প্রীতি-নিবদ্ধ
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
এক আদর্শে
আত্মবিনায়ন-তৎপর তৃপণায়
নিজেদের বিনায়িত ক'রে
প্রত্যেকে উপচয়ে উচ্ছল হ'য়ে উঠছে—
ব্যক্তিত্বকে চারিত্রিক স্ফুরণায়
দ্যুতি-উচ্ছল ক'রে,
লোক-অন্তরকে স্বস্তি-সেবায়
আপোষিত ক'রতে-ক'রতে,
কৃতি-সন্দীপ্ত কৃতার্থতার
স্মিত হাসি নিয়ে
অমর উল্লাসে,—

বুঝো—
তোমার সভা-সমিতি
তোমার বক্তৃতা
ধন্য হ'য়ে উঠলো বাস্তবে তখনই,
নয়তো, কথার অমৃত
হাওয়াতেই বিলীন হ'য়ে গেল ;
তাই, তোমার ভাষণ-অনুপ্রেরণাকে
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
যদি তৃপ্তিলাভ না ক'রতে চাও—
ব্যক্তিত্বে বাস্তব ক'রে তুলতে চাও,—
উচ্ছল স্বতঃ-দায়িত্ব-দ্যোতনায়
একায়নী আদর্শ-উদ্দীপনায়
তোমার সহচারীদিগকে
উদ্বুদ্ধ-অনুক্রিয় ক'রে তুলে'
তা'দের দ্বারা
প্রেরণ-প্রদীপনী উন্মাদনায়
সমীচীনভাবে
প্রতিটি লোক-অন্তরকে
তাজা সক্রিয় ক'রে তোল,
তা'দের চরিত্র
তোমার ঐ প্রেরণা বহন ক'রে
লোকের কাছে যেন
এমনতর হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, তা'দের অন্তর
উল্লাস-উন্মাদনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে
কৃষ্টির কর্ষণ-অনুশীলনায়
নিজেদের যোগ্য ক'রে তুলেই
চ'লতে থাকে,
তা'ছাড়া, তোমাদের চারিত্রিক
প্রীতিদ্যোতনা যেন
স্থবির, অলস, অবশ যা'রা

তা'দেরও এমনতর উল্লাসদীপ্ত ক'রে তোলে—
যা'তে তা'রা উত্থান-উন্মুখ হ'য়ে
কর্ম্ম-অনুশীলনায়
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'রা শ্রমকাতর না হ'য়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তায়
নিজেদের ধন্য ক'রে
জীবনের প্রীতিদ্যোতনাকে
এমনতর সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলে,—
যা'র ফলে
যোগ্যতার যুত ধন্যবাদ
একায়নী অনুচর্য্যামুখর ক'রে
তা'দের অন্তরকে
আশিস্-উচ্ছলায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে,
অমরার অমৃতস্পর্শী শতায়ু
তা'দের সত্তায় সহজ হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর তাঁ'র ধারণ-পালনী দ্যোতনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
আশিস্-উচ্ছল ক'রে তুলুন। ১২৩।

ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠা-প্রণোদিত
ইষ্টীতপা চলন,
সুসঙ্গত প্রবোধনা,
উপযুক্ত সুসঙ্গত আন্দোলন,
সুসঙ্গত হুজুক,
সুসঙ্গত, সুব্যবস্থ উপচয়ী
কর্ম্মনিষ্পাদনী অনুপ্রেরণা ও অনুশীলন
—যা'তে মানুষ যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
আত্মনির্ভরণী ধৃতিমান হ'য়ে ওঠে,—
ইষ্টনিষ্ঠ সুসংবদ্ধ যোগ্য পরিকর-সংশ্রয়

অসৎ-নিরোধী প্রদীপনা,—
এইগুলির
সুসংবদ্ধ নিয়মনের ভিতর-দিয়েই
প্রসারণ ও প্রচারণা
প্রাঞ্জল, প্রদীপ্ত ও সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকে ;
আর, এই হ'চ্ছে গণ-দোলনী তুক । ১২৪ ।

যদি কোন শুভ-সংসৃজনী আন্দোলনকে
দোলনদীপ্ত ক'রে চালাতে চাও,
ঐ আন্দোলনের কেন্দ্র-পুরুষে
মানুষের ভাবানুকম্পিতাকে
নিবদ্ধ ক'রে তুলো'—
একটা উদ্দীপনাময়ী অনুচর্য্যা-পরায়ণতাকে
প্রত্যেকের অন্তরে প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে,
তারপর বেছে নাও—
ঐ আন্দোলনের জীবন-মর্ম্ম কী-কী,
বেশ সুবিন্যাস-সহকারে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তোল—
এমনতর বিনায়ন-তৎপরতায়,
যা'তে সেগুলি
মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষণার
সরাসরি স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
যখন কোন দোলন দেওয়ার প্রয়োজন হয়,
স্মরণ রেখো—
তা'র ফলে
ঐ মর্ম্মগুলির সাথে
কেউ যেন সঙ্গতিহারা না হ'য়ে ওঠে,
তা'র প্রসাধন, পরিচর্য্যা,
আয়-ব্যয়ের ভিতর-দিয়ে
যেন ঐ মর্ম্মগুলি পরিধৃত হ'য়ে থাকে—
তা'র অনুপোষণী হ'য়ে,

সঙ্গে-সঙ্গে তা'র যা'-কিছু যেন
সম্বর্দ্ধিত, সুপুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে উঠতে থাকে ;
দোলন যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তেমনি ক'রেই দাও,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ জীবন-মর্ম্ম থেকে
কেউ বিচ্যুত ও ব্যতিক্রমগ্রস্ত না হ'য়ে ওঠে,
বরং প্রতিটি ব্যষ্টির উদাত্ত অন্তরাবেগ
ঐ মর্ম্মগুলিকে
পরিপুষ্ট ক'রেই চ'লতে থাকে,
ঐ কেন্দ্র-পুরুষে যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
সংহতির সলীল-দীপনায়
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
উৎসারণ-অভিব্যক্তি নিয়ে
যোগ্যতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রস্তুতির পর্য্যায়ী পদক্ষেপে
সবাই যেন এগুতে থাকে ;
যতই এমনতর সুষ্ঠু নিষ্পাদনার সহিত
চ'লতে পারবে,—
দেখতে পাবে—
সংহতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ক্রম-বর্দ্ধনশীল হ'য়েই চ'লেছে—
একটা পরাক্রমী অভিদীপনার তর্পণ-আবেগ,
সৌজন্যময়ী আপ্যায়না নিয়ে,
পরস্পরকে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনী স্বার্থ ক'রে,
বিস্তারে আত্মপ্রসার ক'রতে-ক'রতে,
যোগ্যতা-অভিদীপ্ত প্রস্তুতি-পরায়ণ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে—
আন্দোলনকে দোলন-দীপনায়
বর্দ্ধন-প্রসারী ক'রে

পারস্পরিক অনুবেদনায়
সংহতি-সংস্থাপনায়
মানুষকে বৃহত্তর সত্তায়
সঞ্জীবিত ক'রে তোলবার তুক ;
তৃপ্তি পাবে সবাই,
সুখী হবে তোমরাই,
আদর্শনিষ্ঠ ধর্ম্ম-কৃষ্টির পরিচর্য্যায়
শক্তি-প্লাবন-দীপনায়
যোগ্য জীবন-অভিসারে
এগুতে থাকবে সবাই—
ঐ আদর্শে আত্মোৎসারিণী
বিনায়িত আত্মনিবেদন নিয়ে ;
ঈশ্বরই আদর্শ,
আদর্শ-সম্বেগ-প্রবোধনাই আনে
আত্মবিনায়ন,
আত্ম-বিনায়নী অভিদীপনার ভিতর-দিয়েই
কর্ম্মনিরত যোগ্যতা
উদ্গত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঈশ্বর
ঐ উদ্গময়নী ঈশী মন্ত্রে
উজ্জীবিত হ'য়ে
ঈশিত্বে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠেন
সবারই অন্তরে,
ঈশ্বর পরমকারুণিক । ১২৫ ।

দীপ্তি আসুক
দীপক সুরে—
নিষ্ঠার ঘন-উচ্ছ্বসিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখপ্রিয়তার

উচ্ছল ধারায়—
অমৃতবাহী হ'য়ে,
আর, তা' তুমি ছিটিয়ে দাও
সব অন্তঃকরণে,
তা'দিগকেও
অমনি ক'রে তোল—
অমনি দেখ—
সঙ্গতির
শিষ্ট প্রস্রবণের ভিতর-দিয়ে,
ব্যথার ব্যথিত ক'রে,
আহ্লাদের হ্লাদন-সম্বেগে । ১২৬ ।

সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
ধৃতিপোষণ কৃতি নিয়ে চল,
আর, দেখ নিবিষ্ট বিনায়নে—
কেমন ক'রে কী হয়—
কোন্ ধাতুতে
কেমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে,
তা'ই অধিগত ক'রে
তা'র তুকগুলি এস্তামাল কর,
সহজ-চলনশীল হও—
যা'তে অস্তিত্ব
অটুটভাবে চলন্ত হ'য়ে চ'লতে পারে ;
এমনি ক'রে
ধৃতি বা ধর্ম্মের সার্থকতাকে
আহরণ কর,
আর, সবার ভিতর
ঐ তুকগুলি
সঞ্চারিত ক'রে দাও,
সপরিবেশ তুমি

এমনি ক'রে
অমৃতের দিকে এগিয়ে চল । ১২৭ ।

তোমার বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল
শুভ-সম্বর্দ্ধনী কথা যদি থাকে,—
তা' অন্যের কথা উল্লঙ্ঘন ক'রে
যত না বল, তত ভাল,
বরং তা'দের যেমনতর বুঝ
সে-বুঝকে তহবিল ক'রে নিয়ে
তোমার ঐ বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল
যা'-কিছু কথা থাকে,
সেগুলিকে তা'দের রকমে উস্‌কে তুলে'
যা'তে তা'দের শুভ-সম্বর্দ্ধনী
তৃপ্তির উদ্ভব হয় —
তা'ই ক'রে
সেগুলিকে যত সুচারুভাবে ব'লতে পারবে
প্রয়োজনানুগ ভাব-ভঙ্গীর
রকম-সকম নিয়ে,
সবারই মনোজ্ঞ পরিবেষণের সহিত,—
ততই কিন্তু
তা'দের অন্তঃকরণকে
আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারবে ;
বিপরীতভাবে যদি
কোন ভাল কথাও বল,—
বোধ বা বুঝের অভাবে
তা'ও কিন্তু নাকচই হ'য়ে দাঁড়ায় ;
সুচারু কায়দায় ঐ কথার টিকগুলিকে
ঠিকঠাক ক'রে ধ'রে সাজিয়ে
তা'দের মনোমত ক'রে
যদি তা'দের অন্তরে সাজিয়ে তোল,—
তৃপ্তি পাবে,

কল্যাণের অধিকারী হবে তা'রাও,
সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও। ১২৮।

তুমি সুজনোচিত
আপ্যায়ন-অনুচর্য্যা নিয়ে
নিজের অবস্থার দিকে নজর রেখে,
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক—
যে-কোন লোকই
তোমার আওতায় আসুক না কেন,
বা সান্নিধ্যলাভ করুক না কেন,
আত্মসম্মান বজায় রেখে
তা'দের সহিত
সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে
সমীচীনভাবে
কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা চালাবে—
তা'দের আত্মীয়-স্বজন,
পরিবার-পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে,
যেখানে যেমন প্রয়োজন
অনুচর্য্যা-পরায়ণতা নিয়ে,
কোনরকম ব্যক্তিগত পাতলামির
প্রশ্রয় না দিয়ে,
খোঁচামারা কথা বা ব্যবহারে
অশিষ্ট বিতণ্ডার উস্কানি সৃষ্টি না ক'রে ;
দেখবে—
তা'র ভিতর-দিয়েই
তোমার সহজ জ্ঞান
সুসঙ্গত, সমীচীন বিনায়নে সম্পুষ্ট হ'য়ে
ক্রমশঃই
অভিজ্ঞ অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠেছে,

সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত খ্যাতিও
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
অনুচর্য্যা-পরায়ণতা নিয়ে
তোমার পক্ষে যেমন সম্ভব
তা' ক'রতে
একটুও ত্রুটি ক'রলে চ'লবে না ;
এতে নিন্দাস্তুতির সংগ্রামের ভিতর-দিয়ে
খ্যাতিদ্যোতনা
তোমাকে
উৎসর্জ্জনায় অভিনন্দিত ক'রে তুলবে ;
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যী শ্রম
তোমাকে শ্রামণচর্য্যায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তৃপ্তিলাভ ক'রবে তোমার অন্তঃকরণ। ১২৯।

পরিজন ও পরিবেশের সহিত
তুমি যদি হৃদ্যতার সঙ্গে
মেলামেশা না কর,
লোকজনের কাছে না যাও—
বিশেষতঃ মুরুব্বীদের কাছে,—
তা'রা ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক,—
প্রয়োজন-আনুপাতিক
বিশেষতঃ যেখানে তা'দের কাছে গিয়ে
তোমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে
তা'দিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে না পার—
সক্রিয় স্বভাব-সমর্থক ক'রে
তুলতে না পার—
তোমাতে স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ক'রে
সর্ব্বতোভাবে,—
তুমি যেমনই হও আর যা'ই হও—

পরিবেশ কিন্তু
দরদহারা হ'য়ে উঠতে পারে
তোমার প্রতি যে-কোন মুহূর্ত্তে,
তোমার সৌষ্ঠব-সঙ্গতিও
পৈশাচিক প্রত্যয়ে
পরিবেশে পরিবেষণ হ'তে পারে,
তোমার যা'-কিছু শ্রেয়-অভিযানও
ভণ্ডুল হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র ফলে
অন্যায়ভাবে
বিধ্বস্তও হ'য়ে উঠতে পার তুমি ;
তাই, তুমি নিজে যদি না পার—
অন্ততঃ দক্ষ, শুভেচ্ছু বান্ধব কাউকে
নিয়োজিত ক'রো
তোমার হ'য়ে
অচ্ছেদ্য বান্ধব-নিগড় সৃষ্টি ক'রতে
তা'দের সাথে ;
প্রচার-সংস্থাগুলি যদি তোমার
একদম আয়ত্তে না থাকে—
তোমার সুচরিত্র, সদুদ্দেশ্য, সুকর্ম্ম
পৈশাচিক তুলিতে অঙ্কিত হ'য়ে
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে,
তাই, এ ক'রতে যেখানে যেমন ক'রে
যা' প্রয়োজন—
সেই উপকরণে তা'দিগকে
আয়ত্ত ও তোমাতে সঙ্গত ক'রে
যা'তে তোমারই ব্যক্তিত্বে
সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে তা'রা—
স্বতঃ-সহযোগী স্বার্থ-উদ্দীপনায়,—
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
তাই বলি

তীক্ষ্ণ নজর রেখো এদিকে,
ভাল ক'রলেই কিন্তু
ভাল হয় না সব সময়—
সে-ভালতে যদি সুসংবন্ধ না হয়
পরিবেশ তোমার,
একঘেয়ে দাম্ভিক ঔদার্য্য
মানুষকে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, সহযোগহারা
ও বিদ্রূপপরায়ণ ক'রে তোলে । ১৩০ ।

তুমি যা'দের জীবন-পোষণী প্রত্যাশা
আপূরণ ক'রে চ'লেছ,
ঐ আপূরিত-প্রত্যাশা যা'রা
সাধারণতঃ তা'রাই দেখবে—
প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে উঠেছে বেশী,
কারণ, মানুষের কিছু প্রত্যাশা
পূরিত হ'লে পরেই
দুরাগ্রহ আবেগ নিয়ে
নতুন-নতুন প্রত্যাশা
তা'র অন্তরে আবির্ভূত হয়,
তখন তা'র আপূরণ খুঁজে বেড়ায় সে ;
যেখানে তা' পায়,—
সেখানেই আনতি স্বীকার করে তখনকার মত,
তুমি যে তা'দের
জীবনপোষণী উপকরণ-সংগ্রাহী,
অর্থ দিয়ে বা অধ্যবসায়ী পরিচর্য্যায়
তা'দের জীবন-কাঠামোকে
পুষ্ট ও বর্দ্ধন-মুখর ক'রে রেখেছ,—
তা'রা সেই উপকার-অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'দের অন্তর্নিহিত যে-প্রত্যাশা
উদগ্র উদ্গতিতে আবির্ভূত হ'য়েছে,
তা'রই আপূরণ-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে ;

আর, তোমার অস্তিত্ব যদি
তা'রই পরিপন্থী হয়,
কিংবা তুমি যদি
তখন তা' সরবরাহ ক'রতে না পার,—
তুমিই হ'য়ে পড়বে তা'দের
আক্রোশের ক্ষেত্র ;
তখন তোমাকেই তা'রা
ছেঁড়া ফুলের মত পদদলিত ক'রে চ'লে যাবে—
তোমার সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাকে
কৃতঘ্ন অভিযানে বিদলিত ক'রে—
বড় জোর একটা প্রতিপোষণহারা
অবাস্তব অনুকম্পা দেখিয়ে ;
এই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক আনতি যা'দের নাই,—
স্বার্থ ও জীবন-অভিযান যা'দের
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি—
তা'দের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ;
সব চেয়ে ভাল তা'ই—
যদি তা'দিগকে সর্ব্ববিধ নিবন্ধতায়
সুকেন্দ্রিকভাবে সংহত ক'রে
আত্মনিয়ন্ত্রণী যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পার,—
যা'র ফলে
নিজের জীবন-অনুচর্য্যায়
তা'রা স্বাভাবিকভাবে
স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অন্তরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলতে হবে,—
যা'তে শঙ্কাযুক্ত প্রীতি নিয়ে
তা'রা তাঁ'তে অনুবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—

সুসংহত তাৎপর্য্যে,
আর, তা'দের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার
প্রদীপ্ত যাজক হ'য়ে উঠতে হবে তোমাকেই,
—এমনতরভাবে
যা'তে তোমার স্বার্থ
ঐ ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি
তিনিই হ'য়ে ওঠেন,
আর, তোমার যাজন-উন্মাদনায়
সম্ভ্রান্ত সহযোগী হ'য়ে
তা'রাও তেমনি হ'য়ে ওঠে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, কর্ম্মানুপ্রেরণায়,
তোমার সহচর্য্যী ও সহানুধ্যায়ী হ'য়ে ;
এমনতর ক'রে তুলতে যদি না পার
ঐ অভিযান-বর্দ্ধনা অনিশ্চিত,
এখন ভাল, তখন মন্দ হ'তে
একলহমাও লাগবে না,
ঐ অভিদীপনী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাই যেন
তোমার প্রতিষ্ঠা হ'য়ে ওঠে,—
পাবেও অনেক,
হবেও অনেক । ১৩১ ।

অজ্ঞাত-কুলশীল হ'লে,
তা'র নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতিতে লক্ষ্য রেখে
বেশ ক'রে পর্য্যালোচনা কর—
তা'র গুণ ও কর্ম্ম কেমনতর,
ফাঁকে-ফাঁকে
কেমন স্বভাব
উঁকি মেরে ওঠে—

দুষ্ট চক্ষুর মতন
না শিষ্ট চক্ষুর মতন,
কেমনতর
রকম-সকম নিয়ে চলে—
সৎ-সন্দীপনায় মুখরিত ক'রতে,
হঠাৎ দেখবে—
তা'র ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
তমঃ-সংক্ষুব্ধ
কিংবা সৎ-শিষ্ট অনুচলন,
বাক্য, ব্যবহার বা যা'ই কিছু হো'ক
ফুটে-ফুটে বেরোতে থাকে,
স্বভাবের সঙ্গতি দেখে
আর, তদনুগ কৃতি-সন্দীপনা দেখে—
তা' ছন্নছাড়াই হো'ক,
আর, ছন্দার্থপূর্ণই হো'ক—
তা'ই দেখে এঁচে নিও পিতৃধারা,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে
যে তামস বা শুভ-অনুচলন
ভাবে, বোধে ও করায় বেরোয়
এবং প্রবৃত্ত হ'য়ে ওঠে তা'তে,
তা'ই দেখে ঠিক ক'রো
তা'র মাতৃবিভূতি ;
এমনি ক'রেই
যেটা যেমনতর যত বেশী—
নির্ণয় ক'রে নিও তেমনি ক'রে ;
নিষ্ঠা-আনুগত্য, কৃতিসম্বেগের সাথে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিহিত বিচারণার সহিত
যে-অনুচলন ধ'রে
তুমি
অর্থান্বিত অনুনয়ে হিসাব ক'রে যাচ্ছ,

তা' হয়তো অনেকখানি
মিছিল-তাৎপর্য্যে
তোমার বোধে ঠিক হ'য়ে দাঁড়াবে—
পিতৃকুল ও মাতৃকুলের
বিভব-বিন্যাসে ;
আর, তা'ই দেখে ঠিক ক'রো—
তুমি তা'র সাথে
কেমনতর শিষ্ট অনুনয়ে চ'লবে,
তা'র রকমই বা কী হয় । ১৩২ ।

যখনই কা'রও সাহচর্য্যে যাও না কেন,
প্রথমেই চেষ্টা ক'রে দেখ—
সে নিজে থেকে কিছু বলে কিনা,
তা' শুনবে ধৈর্য্য-সহকারে,
তোমার সহানুভূতি-সূচক ভাবভঙ্গী
ও বান্ধব-অনুচর্য্যা
যেন প্রথমেই তা'কে মুগ্ধ ক'রে তোলে ;
সে যদি কথাবার্ত্তা নাই বলে কিছু—
অর্থাৎ প্রথমেই কিছু অবতারণা না করে—
তা'র সাংসারিক সমাচার
কর্ম্মস্থলের সমাচার
আর, উপার্জ্জন, চাহিদা ইত্যাদির বিষয়ে
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তা'র ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা ইত্যাদিকে
বিশেষ সন্ধিৎসা
ও সানন্দ সহানুভূতি-অনুচর্য্যার সহিত
অনুধাবন ক'রবে,
এবং তা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা
এমনতরভাবেই ব'লবে
যা'তে সে তোমাকে পেয়ে
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে,

ঐ কথার সূত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রাসঙ্গিক বিষয়-ব্যাপারের উপর ভিত্তি ক'রে
সুযুক্তি-সঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার আলাপ-আলোচনাকে
পরিবেষণ ক'রবে তা'র ভিতরে,
লক্ষ্য রাখবে, সে যেন সেগুলি
ক্ষুধার্ত্তের মত গ্রহণ করে তোমা থেকে ;
কোনরকম খামখেয়াল
বা ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিতে যেও না,
এমন হ'য়ে ওঠ তা'র কাছে
যা'তে সে তোমাকে সত্তাপোষক—
পরম দরদীবান্ধব ব'লে মনে করতে পারে,
এই আলোচনার ভিতর-দিয়ে জেনে-শুনে
তা'কে যে-বিষয়ে
যতখানি সাহায্য ক'রতে পার,
বুদ্ধিমত্তার সহিত সুকৌশলে
তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
এমনি ক'রেই
অনুবৃদ্ধ প্রভাবে
তোমার সত্তাবেদকে—
কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
সৌষ্ঠব-সমন্বিত ক'রে
সে যেমনটি ক'রে বুঝতে পারে
তেমনতর পরিবেষণে
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল তা'কে,
এবং ইষ্টানুগ কর্ম্ম-সম্বেদনায়
সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে'
হাতে-কলমে লাগিয়ে দাও,
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
এমনি ক'রেই পরিবেষণ ক'রো
ব্যষ্টিগত, সম্ভবমত গুচ্ছগতভাবে,

আর, বিস্তারলাভ কর ক্রমশঃই
যা'তে তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
পারস্পরিক আপূরণ ও অনুপোষণ-তাৎপর্য্যে
সহযোগী হ'য়ে
সংহত জীবনে ইষ্টার্থ-সংহতি নিয়ে
যোগ্যতায় অযুতহস্ত হ'য়ে
তোমার জন, তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ, তোমার জাতি, তোমার রাষ্ট্র
দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
কৃতী হও,
আর, এমনি ক'রেই কৃতার্থ কর । ১৩৩ ।

যা'র বৈশিষ্ট্যের সাথে
যা'-কিছুর যেমনতর সঙ্গতি,
লোকে তেমনি ক'রেই
তা' গ্রহণ ক'রতে পারে,
আর, সেগুলি নিজের ব্যক্তিত্বে
অর্থান্বিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে তেমন পরিপুষ্ট ক'রতে চায়—
আরোর দিকে এগুতে ;
বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য বা সংস্কার
সমাজগত যেমন আছে,—
তেমনি আছে পরিবারগত ও ব্যক্তিগত,
তা'র সাথে যোগ রেখে
যা' যেমনতর পরিবেষণ ক'রবে—
তা' লোকে গ্রহণ ক'রতেও পারবে
তেমনতর । ১৩৪ ।

মস্তিষ্কের ধৃতিধর্ম্ম
কিন্তু সবারই সমান নয়,

সবাই দেখতে বা বুঝতে পারে
সব জিনিষই—
সমীচীনভাবে—
তা' এমনতর কিন্তু নয়,
অন্তঃস্থ ভাবনিদান যেমনতর হয়—
মানুষ দেখে, বোঝে বা শোনেও
তেমনতর ;
আবার, প্রবৃত্তি-সঙ্গতিও
সবার সমান নয়কো,
কা'রো কোনটা বেশী,
কা'রো কোনটা কম,
কা'রো কোনটা উচ্চাভিলাষী,
তাত্ত্বিক তৎপরতা নিয়ে
তা'ই বুঝে-সুঝে
তেমনি ক'রে ব্যবহার ক'রো তা'র সাথে,
কথা ব'লো তা'র সাথে তেমনি ক'রে—
যা'তে সে বুঝতে পারে,
বিহিতভাবে প্রণিধান ক'রতে পারে,
প্রণিধান ক'রে
নিজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
অন্যকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে ;
তুমি যত পার—
সবাইকে
সুষ্ঠুভাবে নন্দিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
তা'দের অন্তঃস্থ নিবেশমাফিক তাৎপর্য্যে,
শুভসিঞ্চনী তৎপরতায়
আচার-ব্যবহার বোধবিবেকে
যা'র যেমন প্রয়োজন—
তা'কে তেমনিভাবেই
সিঞ্চিত ক'রে তোল,
আর, এই সিঞ্চনা

তা'কে যেন সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
এমনতরভাবে। ১৩৫।

মানুষ,
মানুষ কেন,
জীবমাত্রেই
পরিস্থিতির পুতুল হ'লেও
সবাই পরিস্থিতির সব প্রেরণা যে গ্রহণ করে,
তা' নয়কো ;
তা'র বিশেষ জৈবী-সংস্থিতি তা'কে
যেমনতর উপযুক্ত ক'রে তুলেছে,
তা'র প্রবৃত্তি যখন যেমনতরভাবে
উদ্দীপ্ত বা সক্রিয়-সম্বেগী হ'য়ে র'য়েছে,—
এই গ্রহণ তদনুযায়ীই হ'য়ে থাকে,
তেমনতরভাবেই
তদনুগ প্রেরণার ঢেউ
তা'কে আলোড়িত ক'রে তোলে,
আর, পরিস্থিতির ঐ প্রেরণা হ'তে
তা'দের প্রতিক্রিয়াও হয়—
যা'র যেমন সহজাত বৈশিষ্ট্য
তেমনতর ;
আবার, ঐ আবেগ-প্রতিক্রিয়ার ঢেউগুলিও
যে সক্রিয় তৎপরতায়
বা স্তিমিত চলনে চলে,—
তা'ও ঐ পরিস্থিতির উদ্দীপনার
প্রাবল্য বা ক্ষীণতা-আনুপাতিক ;
পরিস্থিতির একজাতীয় প্রেরণা
যে-ঢেউ সৃষ্টি ক'রে
প্রত্যেকের ভিতর
যেমনতর সংঘাত দিচ্ছে,—
ব্যক্তিগত বিশেষত্বে বিনায়িত হ'য়ে

সেইগুলি আবার প্রত্যেককে
তেমনি ক'রেই অনুপ্রেরিত ক'রে তুলছে ;
তাই, একটা ঢেউয়ের প্রেরণা
সমান সন্দীপনায়
যে সবাইকে উদ্দীপিত ক'রে তুলবে
তা' নয় কিন্তু,—
ব্যক্তির অবস্থা ও বিশেষত্বের
পার্থক্য-অনুযায়ী
উদ্দীপনারও তারতম্য হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ সাড়ার ঢেউগুলিও
অর্থাৎ তা'রা যে-সাড়া দেবে সেগুলিও
তদনুগ রকমেই হ'য়ে থাকে ;
তাই, অবস্থা ও বিশেষত্ব-অনুযায়ী
যেখানে যেমনতর বিনায়নের প্রয়োজন
তেমনি ক'রে যদি না কর,
তা'কে সম্যক্‌ভাবে
বিনায়িত ক'রতে পারবে না ;
আর, সবাই যে সম্যক্‌ভাবে বিনায়িত হবে
তা'ও নয়কো,
প্রবৃত্তির রেখাগুলি
যা'র যেমনতর চাহিদায়
উগ্র বা কৃশ হ'য়ে থাকে,—
তেমনতরভাবেই সে সক্রিয় হ'য়ে থাকে
তা'র রকমে ;
আবার, একদলের মধ্যে
বহু লোকের কাছে
যদি কোন বিষয় আলোচনা কর,—
পারস্পরিক সহানুভূতি, ভাবসঞ্চালন
ও অনুকরণ-প্রবণতার ভিতর-দিয়ে
তা'রা উদ্দীপিত হ'লেও
প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত বিনায়নী প্রভাব

যেমনতর সক্রিয়,—
ঐ উদ্দীপনার সক্রিয় প্রকাশও
তেমনতর হ'য়ে থাকে,
—কোথাও তা' দুর্ব্বল,
কোথাও বা দুরন্ত,
কোথাও সাম্যভাবাপন্ন ;
ফল কথা,
গুচ্ছ নিয়ে
তা'দের পরিচর্য্যার জন্য
যে-কাজগুলি ক'রবে,—
সে-কাজগুলি যদি
প্রতিটি বিশেষের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী
বিশেষভাবে বিনায়িত না কর,—
আশানুরূপ ফল পাওয়া কঠিন হবে ;
মনে রেখো—
পরিস্থিতি যেমন মানুষকে
বিনায়িত ক'রতে পারে,—
সু বা কু-পরিচালিত
একটা মানুষও আবার
পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
তেমনি তুলে ধ'রতে পারে
বা অধঃপাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে—
উপযুক্ত প্রভাব-পরিচালনার ভিতর-দিয়ে,
কারণ, প্রত্যেকে তা'র পছন্দমত
সাড়া নিতে পারে ও দিতে পারে
এবং পরিবেশকেও তদনুযায়ী
প্রভাবান্বিত ক'রতে পারে ;
আবার,
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টীপূত আদর্শ-সংন্যস্ত যে—
বাস্তব সক্রিয়তায়

নিরন্তরতা নিয়ে,—
কোন প্রভাবই তা'কে
বিভ্রান্ত ক'রতে পারে না,
সে কিন্তু অন্যকে প্রভাবিত ক'রতে পারে—
সাত্বত শুভ-সন্দীপনায় ;
তাই, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে
ব্যক্তির বিনায়নাকে উপেক্ষা ক'রে
শুধু সামাজিক কর্ম্ম নিয়ে যদি চল,—
তা'তে যে শুভ বিন্যাসে
সবাই শুভদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তা' নয়কো ;
কারণ, তা'তে প্রত্যেকে তা'র
প্রবৃত্তির চাহিদা-আনুপাতিক
সেগুলিকে মোড় দিয়ে
অন্য রকমে
নিতে ও লাগাতে কসুর ক'রবে না ;
আবার, প্রবৃত্তির সাড়াগুলিকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
সত্তায় যত সুসঙ্গত ক'রে তুলবে—
সাত্বত সন্দীপনায়,—
মানুষের উৎক্রমণও
তেমনতর হবে,
আর, এর বিপরীত চলন যেমনতর
অপক্রমণও হবে তেমনতর ;
তাই, সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
অনুচর্য্যার শুভ আরতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বের আপ্যায়নী আহ্বানে
সবাই যা'তে নন্দিত হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর অনুচলন নিয়ে
তা'দের পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে

তা'দিগকে পারস্পরিক অনুচর্য্যায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রীতি-বন্ধনকে স্বতঃ ক'রে

অসৎ-নিরোধে উদ্যত ক'রে তুলে
যথাসম্ভব হৃদ্য নিয়মনে
তদনুগ গতিসম্পন্ন ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অনুশীলনার মাধ্যমে ;

যখন এমনি ক'রে তুলবে—
প্রত্যেককে কল্যাণ বা ইষ্টনিষ্ঠ নেশায়
সাত্বত অনুচর্য্যী
তপঃ-অনুক্রমে প্রবুদ্ধ ক'রে—

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হ'য়েও
তা'রা সার্থক সঙ্গীতিশীল হ'য়ে উঠে
জীবন-বৃদ্ধির পথে
সহজে হেসে খেলে চ'লতে পারবে—
সাত্ত্বিক অনুবেদনায় সংহত হ'য়ে ;
আর, যতটা এমনি হবে,—
স্বস্তি
এবং তীক্ষ্ন তরতরে
সক্রিয় উল্লাস-উল্লোল শান্তিও
সমাজে তেমনি
পারিজাতপ্রভ পরিবেদনায়
পরিচর্য্যাশীল হ'য়ে উঠবে ;

কৃতী হও,
আয়ুষ্মান্ হও,
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সকলকে অঢেল ক'রে রাখ,

নিজেও ঐ অঢেল দোলার নন্দন-দোলনে
দুলতে থাক,
এই নন্দন-নট-নর্ত্তনায়
প্রকৃতির ধারণ-পালনী নিয়ন্ত্রণে
নটরাজ হ'য়ে ওঠ । ১৩৬ ।

প্রিয়-অনুবর্ত্তিতা
ও অনুচর্য্যা-বিহীন তাত্ত্বিকতা
যতই তুখোড় হো'ক না কেন,—
তা'তে বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যই
নিখোঁজ হ'য়ে থাকে,
কারণ, ভক্তিই সেখানে নেইকো । ১৩৭ ।

প্রিয়র প্রীতি-কথা বা গুণ-কথা নিয়ে
অসূয়াপরবশ না হ'য়ে
পারস্পরিক আলোচনায়
যে তৃপ্তি-উৎফুল্ল ভাব
জাগ্রত হ'য়ে ওঠে অন্তরে—
সেবায়, ব্যবহারে, বাক্যে, চালচলনে
সন্ধিৎসা-শুশ্রূষু প্রীতি-প্রবাহ নিয়ে—
তা'র ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তিগুলির
কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়
এমনতর বোধোদ্দীপনা এসে উপস্থিত হয়—
যা'তে একটা স্বতঃ-সহজ-উৎসারণায়
জ্ঞান ও অনুরাগের উদ্ভব হ'য়ে ওঠে
—যা'র অনতিদূরে আওতার ভিতরই থাকে
ব্রাহ্মী-সম্বিৎ । ১৩৮ ।

প্রীতি-প্রসন্ন বিভূতি নিয়ে
তুমি চ'লতে থাক—
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে,
তোমার ব্যবহার,
তোমার পরিচর্য্যা,
তোমার দরদী পরিবেদনা,
তোমার কৃতি-আরাধনা,—
সবাইকে যেন মুগ্ধ ক'রে তোলে,
আর, সবার ভিতর-দিয়ে

সেগুলি সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকে যেন
অভ্যর্থনামণ্ডিত ক'রে তোলে,
এইতো সার্থক জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ,
আর, আশীর্ব্বাদ মানেই—
অনুশাসন-বাদ। ১৩৯।

উদ্বুদ্ধ হও,
কাজে লেগে যাও,
আস, দেখ,
আয়ত্ত কর,
শিষ্ট আয়ত্তের ভিতরেই আছে
সার্থকতা;
আর, সার্থক সন্দীপনায়
সে-আয়ত্তের তুকগুলি ছিটিয়ে দাও,
যা'তে আরো হ'তে আরোতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লতে পার;
তবে তো তৃপ্তি। ১৪০।

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য ও ঊর্জ্জী কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
অনুকম্পী তৎপরতায়
সবাইকে শিষ্ট ও স্বস্থ ক'রে তোল,
স্বার্থলুব্ধ হ'য়ো না,
প্রদীপ্ত কৃতি-পরিচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত ঊর্জ্জনায়
শীতল অগ্নি-আলোকে
তোমার সমস্ত পরিবেশকে
স্নিগ্ধ-হৃদয়
আলোকোদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, তুমি তা'দের স্বতঃকেন্দ্র হ'য়ে

বিন্যাস-বিভূতিতে
তা'দিগকে বিভবান্বিত ক'রে তোল ;
স্বস্তি শুভ-আশীর্ব্বাদে
তোমাদের সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে । ১৪১ ।

তুমি ইষ্টার্থে নিগূঢ়-নিবন্ধ হ'য়ে
বিদ্বদ্‌বোধি নিয়ে
মানুষের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ভাবের ভিতর-দিয়ে
বিদ্বৎপরিচর্য্যায় তা'দের হৃদয় লাভ কর,
অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠ তা'দের কাছে,
তা'রা তোমাতে জমাট বেঁধে উঠুক,
তা'দের বৈশিষ্ট্যমাফিক
সৎ-অনুচর্য্যী সেবায়
তা'রাও ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ বিদ্বদ্‌গৌরবে
অচ্ছেদ্য অনুচর্য্যায়
তোমাতে নিবন্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমারই ঐ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে—
ওই ইষ্টার্থপূরণী অভিদীপনায়—
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা অন্তরে বহন ক'রে—
এমনি ক'রেই
লোক-সংগ্রহ ও লোক-সংহতি
উপ্‌চে উঠবে তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে
পারস্পরিক সুহৃৎ-সহযোগী অনুচর্য্যায়—
তাঁ'রই পতাকা বহন ক'রে । ১৪২ ।

পুরুষোত্তমকে, ইষ্টকে, সৎ-আচার্য্যকে
যত সুন্দর সৌষ্ঠবে
অদম্য নিষ্ঠানন্দিত আবেগ নিয়ে
মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারবে—
বাক্য, ব্যবহার ও অপ্রত্যাশী অনুচর্য্যার
অটেল উচ্ছলায়,

উর্জ্জী কৃতিচলনে,
অচ্ছেদ্য উদ্দীপনী আবেগ-অনুকম্পায়,
চরিত্র ও আচরণের সৌষ্ঠব-ঠামে,—
তোমার ব্যক্তিত্বও অমনতরভাবে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠবে—
সংস্থিতির সুসংহত
শিবসুন্দর শুভ আশিসে ;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক । ১৪৩ ।

তুমি তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত
সমস্ত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণ-সংবেদনী চাতুর্য্যে
কার্য্যতঃ কৃতিচলনে
নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চল ;
আর, এই নিয়মনা
পারিবেশিক বিশৃঙ্খলাকে
ক্রমশঃ শৃঙ্খলায় বিনায়িত ক'রে
শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আর, তা'ই হ'চ্ছে তোমার
শ্রেয়-পূজার সার্থক অর্ঘ্যাঞ্জলি । ১৪৪ ।

তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তিকে
ইষ্টব্রতী ক'রে তোল,
ইষ্টানুশাসনে সমীচীনভাবে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল—
ধৃতি ও কৃতিকে সুসম্বন্ধান্বিত ক'রে—
দ্যোতন-প্রভায় প্রদীপ্ত ক'রে নিয়ে ;
অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
কৃতি-তৎপরতায়

কৃতি-অনুশাসন নিয়ে
পারস্পরিকতাকে সৌহার্দ্য-বন্ধনে বেঁধে
প্রতিটি পরস্পরের ভিতর
নিজের এই ভাবপ্রেরণাগুলিকে
উচ্ছল-উদ্দীপ্ত ক'রে
কৃতি-সন্দীপনায়
উৎসব-উদ্যত ক'রে চল—
যা'তে নিপুণ পর্য্যালোচনা নিয়ে
যা'-কিছু করণীয়
সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
সমীচীনভাবে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার ;
আর, সেই বাস্তব কৃতি-অনুশীলন
এমনতর ফল প্রসব করুক—
যা'তে সপরিবেশ তুমি
সুসম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ ;
এমনি ক'রে তোমার বাঁচাবাড়ায়
প্রতিপ্রত্যেকে
বাঁচাবাড়ার অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
তোমার জীবনপ্রভা
প্রত্যেকের জীবনীয় হ'য়ে উঠুক—
ধৃতি ও কৃতি-নন্দনায়
সবাইকে উচ্ছল ক'রে ;
আর, সার্থকতা ওখানেই
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে
তোমাকে অভ্যর্থনা করুক । ১৪৫ ।

তোমার চরিত্রে দ্যোতন-বিভূতি
ভাববৃত্তিকে সুসন্দীপ্ত ক'রে
চারিত্রিক অনুরঞ্জনায়
যখন থেকেই

যত ব্যক্তির অন্তঃকরণকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারবে,—
প্রীতি-কর্ষণায় আকর্ষিত ক'রে
তা'দের ব্যক্তিত্বকে
ধৃতি-অনুরঞ্জনায়
প্রীতি-সন্দীপ্ত ক'রে
অনুকম্পী সুনিষ্ঠ স্থৈর্য্যে
সুসংস্থ ক'রে তুলতে পারবে,—
তোমার জীবনদ্যুতিও
ঐ শ্রদ্ধা-তৎপরতায়
তৃপ্ত হ'য়ে উঠে
আরো-আরোতর উচ্ছলায়
উদ্বেলিত হ'য়ে
সবাইকে অমনতর আরো ক'রে তুলবে ;
তাই, নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত
ইষ্টানুচর্য্যী কৃতিতপা হ'য়েই
নিজেকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলে
অন্যকেও উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—
অস্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
সব দিক্-দিয়ে । ১৪৬ ।

প্রেষ্ঠকে
শ্রেষ্ঠর আসনেই রাখ—
তোমার অন্তরের
আবেগ-উচ্ছল-আরতি-সম্বদ্ধ ক'রে,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
ধ্রুব বিভূতি নিয়ে
তাঁকে আরাধনা কর,
পূজা কর,
আর, সেই পূজার প্রসাদ

যেন সবাইকে
প্রসাদদীপ্ত ক'রে তোলে,
আশীর্ব্বাদ—
অনুশাসন নিয়ে
সবারই কৃতিসম্বেগকে উদ্দীপ্ত ক'রে
অঢেল উচ্ছ্বাসে
প্লাবিত ক'রে তুলুক,
তোমার সঞ্চারণায়
শ্রেষ্ঠ-নন্দনা
সামগীতিতে
উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে সঙ্গীত হোক,
আর, বিভব-বিভূতি
তোমাকে পূজা করুক,—
তা'র প্রসাদ
সবার অন্তঃকরণে পরিবেষণ করুক,
সার্থক হও,
সার্থক কর। ১৪৭।

চ'লতে থাক—
নিজের ব্যক্তিত্বকেই কেন্দ্র ক'রে,
আর, কেন্দ্র-পুরুষকে ক'রে নাও—
তোমার পরমারাধ্য ইষ্ট,
তাঁ'র অনুসেবনাই
তোমার জীবনের যা'-কিছু দিয়ে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল—
ঊর্জ্জী পরাক্রমে;
আর, যতই তা' হ'য়ে উঠবে বাস্তবে,
তোমার ব্যক্তিত্বও
বাস্তব উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
স্মিত-সুন্দর অভিতর্পণায়;

নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
নিষ্ঠাসুন্দর রাগানুনয়নে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার উল্লোল ঊর্জ্জনায়
চ'লতে থাক,

পরাক্রমী তাৎপর্য্য নিয়ে
দীপ্ত স্ফীত আপ্যায়নী অনুবেদনায়
মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
যা'-কিছু আছে—

তা' ঐ ইষ্ট-পুরুষের
আশীর্ব্বাদ মনে ক'রে নিয়ে
তদনুগ নিয়মনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেল,
ঐ নিয়মনেই চ'লতে থাক,

আর, এই চলা তোমার
অঢেল হ'য়ে চ'লতে থাকুক—
স্বস্তিপ্রসাদ বিলিয়ে দিতে-দিতে ;

সব থেকেও তুমি রিক্ত থাক—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তাৎপর্য্যে,
আর, তা'ই তোমার
জীবনীয় গতি হ'য়ে উঠুক ;

ঐ প্রসাদই তোমার
লোকরতি সৃষ্টি করুক,
রাগরতি, অনুরতি-তৎপরতা

প্রতিপ্রত্যেককে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলুক,
আর, সেই প্রসাদের
আশিস্ হ'য়ে ওঠ তুমি,

স্বস্তি
শুভ সন্দীপনায় আরতি করুক—
তুমি-সহ সবকে । ১৪৮ ।

ইঙ্গিতজ্ঞ হও,
অনুমানজ্ঞ হও,
অনুধায়নজ্ঞ হও—
আর, তা' বিহিত সার্থকতার সহিত
অনুশীলন কর ;
কিসে কী করে,
অন্তরে কী-কথা থাকলে
কী-কথা বেরোয়,
বা কী-কথায়
কেমনতর মনোবৃত্তি হয়—
সহজ নিবিষ্ট নৈপুণ্যে
দেখ, শোন, বোঝ,
বুঝে পরখ কর,
তা'র অন্তর-অভিনিবেশকে খুঁজে বের কর,
না মিললে ঘাবড়িও না,
মিললে তা'র পদ্ধতির বিচার কর,
বেশী বলাবলি ক'রতে যেও না,
সব দিক্-দিয়ে
সমীচীন সার্থকতায় উপনীত হও,
আর, ঐগুলিকে আয়ত্তে আন । ১৪৯ ।

অসমানকে যদি
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রতে চাও,
তোমার জীবন-উৎসারণী কৃতিসম্বেগের
শিষ্ট বন্ধনে তা' ক'রো—
দরদী অনুকম্পা নিয়ে
কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'র স্বস্তি-সংবেদনায়
সম্বোধি-তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
যা'তে সে তোমাকে ভাবতে পারে—

তুমি তা'র
জীবনীয় অনুচর্য্যী-উৎসারণা
প্রাণনদীপনার পরম বান্ধব,
কৃতি-সম্বেদনার
শিষ্ট-সম্বোধী
শুভসন্দীপী ধারক ও পালক—
এই এমনতর হওয়ার জীবনীয় আবেগ নিয়ে ;
এমনতর ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে
যে দরদ-দীপ্ত সাত্বত রশ্মি
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
যা' বিদীপ্ত বিভান্বিত হ'য়ে
প্রতিটি অন্তরে প্রবেশ করে,
তা' আবেগ-অনুকম্পী ঊর্জ্জনার
শুভ সন্দীপনায়
সবকে বান্ধব ক'রে তোলে—
ঐ প্রীতিরই শিষ্ট বন্ধনে ;
এমনি ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের বিশেষত্বের ভিতরে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
তুমি তা'র অন্তর-সম্বেদনাকে
সংগ্রথিত ক'রে ফেল,
সে যেন তোমাকে ভাবতে পারে
পরম দরদী ব'লে,
তোমার অস্তিত্ব
তা'র মস্তিষ্কে
যেন এমনতর একটা
সদ্-গ্রন্থির সৃষ্টি ক'রে—
যে-ভাবসম্বেগের সম্বেদনায়
তা'র শিষ্ট সন্দীপনী জীবন-বেদীতে
শুভ-সন্দীপী স্থণ্ডিলে

তোমাকে স্থাপিত ক'রে রেখে
সে খুশী হয়,
তখন, ভয়
ভরসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ে,
ধারণ
সুদীপ্ত আবেগে
তোমাকে আঁকড়ে ধরে,
কৃতিসম্বেগ
শুভ-সম্বেদনায়
তোমার পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তোমার জীবন-অভিযানের সক্রিয় সন্দীপনা
যেন তা'কে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
ঐ সাত্বত অভিনিবেশ নিয়ে—
কি অন্তরে
কি বাহিরে,
শুভ সন্দীপনার
সুদীপ্ত সম্বর্দ্ধনা
তা'কে সব দিক্-দিয়ে
যেন সুন্দর শৌর্য্যশালী ধীমান ক'রে
উচ্ছল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ;
আর, তা'দের ঐ প্রীতিরাগ
তোমাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
অমৃতবাহী নন্দনার স্নাতক-ঐশ্বর্য্যে
যেন তোমাকে
পুণ্যপ্রতিভ ক'রে তোলে,
আর, তুমি
কৃতিযজ্ঞের পারগ পুরুষ ব'লে
তা'দের অভ্যর্থনায়
বিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সবার স্বস্তি-উৎস হ'য়ে ওঠ—

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে বিভাবিত ক'রে
ঐ সুর-তাৎপর্য্যে । ১৫০ ।

তুমি যদি
কা'রো দরদে দরদী না হও,
মানুষের অসময়ে পরিচর্য্যা না কর,
আর, পরিচর্য্যা ক'রতে গিয়েও
বিক্ষোভের দুষ্ট ব্যতিক্রমে
আমর্দ্দিত ক'রে তোল সবাইকে,
তুমি কি বুঝতে পার না—
তোমার পরিচর্য্যায়
মানুষদিগকে ব্যাহত করে তুলছ ?
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলছ ?
বিক্ষোভদুষ্ট ক'রে তুলে'
সবাইকে
তোমা হ'তে বিরূপ ক'রে তুলছ ?
লোকের নিন্দা যতই কর না—
যতই ব্যাঘাত সৃষ্টি কর না—
স্বস্থ যা'রা
তা'দিগকেও যদি
বিক্ষোভ-ব্যতিক্রমদুষ্ট
বাগ্‌বিনায়নে
কিংবা ব্যবহারে
অতিষ্ঠ ক'রে তোল,—
তা'র কি ইচ্ছা হবে কখনও
তোমার কাছে
একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়ায় ?
তোমার অভাব-অনটনকে যদি
স্মিত হস্তে
বিনয়ী পরিচর্য্যায়
শুধরে না নাও,—

সে কি তোমার অবস্থাকে
আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
শুধরাতে চাইবে ?—
না, তা'তে তা'র
প্রীতি থাকবে একটুও ?—
তাই বলি,
যদি মানুষকে চাও,
আর, এই যদি বুঝে থাক—
মানুষ না হ'লে মানুষের চলে না,
তাহ'লে যা' না হ'লে চলে না—
তা' তেমনিভাবেই
আচার-ব্যবহারে
অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু সমাদরে
পরিচর্য্যাপরায়ণ তৎপরতায়
যা'তে তোমাতে
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অনুকম্পাশীল হ'য়ে ওঠে,
অনুরাগ-উৎসর্জ্জনায়
তোমাকে নন্দিত ক'রতে
অভিলষিত হ'য়ে ওঠে,
এমনতর চলনে যদি না চল—
তবে শুধুমাত্র
তা'দের দোষারোপ ক'রলেই কি চ'লবে ?
দোষগুণ
তোমারও আছে,
অনেকেরই আছে—
অনেক জায়গায়,
তা'র সবগুলিকে
ব্যবস্থ ক'রে নিয়ে
হজম ক'রে নিয়ে

তা'দের পরিচর্য্যায় পরিবর্দ্ধিত ক'রে
শুভ সন্দীপনায়
যত সংস্থ ক'রে তুলতে পারবে,—
তা'রাও তোমার হ'য়ে উঠবে
তেমনতর—
নানা রকমের ভিতর-দিয়ে—
কেউ বেশী
কেউ কম—
প্রবৃত্তি-আনুপাতিক ;
তাই, আবার বলি—
প্রথমে
মানুষের অর্থ মানুষই,
অর্থ দিয়ে
মানুষকে পরিপোষণ করা যায়,
তাই, অর্থের দ্বিতীয় উদ্ভাসনা হ'চ্ছে—
মুদ্রা ;
মানুষের
শুভ-অনুকম্পী যদি হও—
আপ্রাণ অনুরাগের সহিত
তা'দের সেবা-সন্দীপনায়
শিষ্ট ক'রে তুলতে থাক,
সুন্দর ক'রে তুলতে থাক,
সার্থক ক'রে তুলতে থাক,
তোমার সার্থকতাও
সলীল হ'য়ে উঠবে ;
নয়তো কেবল
বৃথা চীৎকারই সম্বল হ'য়ে চ'লবে ;
তাই বলি—
এখনও মোড় ফেরাও,
মানুষের কর,
মানুষকে ধর—

তা'র পরিবেশ-সহ,
পরিচর্য্যার পরিবেশনে
তা'দের
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
তোমার শিষ্ট-সন্দীপনা
ঐ অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে। ১৫১।

প্রথমেই তোমার
অন্তর্নিহিত গ্লানিমা ও দ্বন্দ্বগুলিকে
বুঝে-সুঝে দূর ক'রবার চেষ্টা কর,
দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যগুলিকে
শিষ্ট আচারে
সুন্দর ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, তোমার আনাচে-কানাচে যা'রা থাকে
তা'দেরও
ঐরকম ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
যেমন বোঝ তেমনি ক'রে,—
তা'দের বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখে
ভিতরটা বুঝে,
সঙ্গে-সঙ্গে নজর রেখো—
তোমার চালচলন, আচারগুলির প্রতি,
তোমার চলনশীল জগতে
তা'রা যেন ঐরকম
অসদৃশ দ্বন্দ্বের
সৃষ্টি ক'রতে না পারে ;
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি তুমি যেমনতর—
মাঙ্গলিক অভিব্যক্তি ও চালচলন নিয়ে,—
অন্যেও কিন্তু তা'ই ;
তুমি যেমন নিজের বেলায়
অসৎকে নিরোধ ক'রতে চেষ্টা কর,—
অন্যের বেলায়ও তা'

যেখানে যেমনি ক'রে খাটে তেমনি ক'রে
ঐ অসৎ
নিরোধ ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, ইষ্টনিষ্ঠাকে অস্খলিত ক'রে রেখে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্মিত নন্দনার সহিত
এমনি ক'রে লেগে যাও,
হাতে-কলমে কর,
মানসিক সঙ্গতি নিয়ে
লোকচর্য্যী সার্থকতায়
শুভসন্দীপী ক'রে তোল,
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোল ;
নিষ্ঠানিবেশ-অনুপ্রেরণা—
যা' তোমাকে জাগ্রত ক'রে রাখে
জীবনীয় ক'রে রাখে—
সেগুলিকে সঞ্চারিত ক'রে রাখ,
আর, বেশ ক'রে নজর রাখ—
ঐ সঞ্চারণ-সার্থকতায়
তুমি কতখানি সার্থক হ'য়ে উঠেছ ;
এই সার্থকতা কিন্তু
যা'দের ভিতর সঞ্চারণ ক'রছ—
কৃতিসম্বেদনার সহিত
অন্তর ও বাহিরের
সমঞ্জস অনুচলন নিয়ে—
তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত হও তা'তে—
সার্থকতার সুষ্ঠু বিভবে । ১৫২ ।

'হলো না, হ'লো না'—
ক'রো না,
ক'রলে কী—যে হবে ?

কেন—
ব'লতে পার না ?—
বিহিতভাবে যা' ক'রবে,
বিহিতভাবে তা' হবে ;
যেমন ক'রবে, তেমনি হবে,
চাই অকৃত্রিম ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
আর, কৃতি-উন্মাদনা
যা' মানুষের ভিতর
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে এসে
উদ্দাম ক'রে তোলে,
চন্দ্রস্নিগ্ধতা নিয়ে
আগুন ক'রে তোলে,
যা' প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ;
কথায়-কাজে চালচলনে
তেমনতর কর দেখি—
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে ;
ঐ 'হয় না' 'হয় না' বলা মানেই
মানুষের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া তা'ই—
যা'তে সে কখনও
না পেতে পারে,
না হ'তে পারে,
না ক'রতে পারে ;
তুমি কি পাগল ?
তুমি অমনতর অভিশাপ গ্রহণ ক'রবে কেন ?
না-হওয়ার শিষ্টতাকে
গ্রহণ ক'রবে কেন ?
না-পাওয়ার আব্দারে
নিজেকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলবে কেন ?
আমি বলি—
এখনই লাগ,
এখনই কর,

সেই উন্মাদনা নিয়ে
যা' ক'রবে তা' ধর,
সমাধানী নিষ্পাদনায়
তা'কে রূপায়িত ক'রে তোল ;
শান্তি চেও না ততদিন
যতদিন প্রতিপ্রত্যেকে
স্বস্তি-উল্লসিত হ'য়ে
শ্রমপ্রিয়তায়
সুসংন্যস্ত হ'য়ে না চলে ;
ভ্রান্তি, ক্লান্তি, স্বার্থবেদনা
সব তোমা হ'তে বিদায় নিক ;
উঠে দাঁড়াও,
অন্তরের আবেগ নিয়ে—
কৃতি-উন্মাদনার
অর্ঘ্যপূর্ণ অঞ্জলি নিয়ে
ব'লে ওঠো—
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,'
আর, তেমনি ক'রেই চল ;
ঐ করার হোম-আহূতির ইন্ধন-ধূম
সব হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
সুসঙ্গত কৃতি-উন্মাদনায়
কৃতী ক'রে তুলুক সবাইকে ;
কেন ?
তা' কি ভাল নয়কো ? ১৫৩ ।

শুনবে আমার একটা পাগলামি ?
যদিও পাগলামি কথা—
এর শাঁস সুন্দর ও সুগভীর ;
আমি বলি—
জলস্তম্ভের মতন

উচ্ছ্বাস-উন্মাদনায়
বোধবেদনা নিয়ে
আকাশের দিকে এগিয়ে যাও,
শ্রম-সুখ-উন্মাদনায় অভিষিক্ত হ'য়ে
ঘূর্ণিবাত্যা হ'য়ে ওঠো,
ধূলিবালি, পচাপাতা,
ভালপাতা,
শুক্‌নো তাজা গাছ—
যা'-কিছু নিয়ে
ঊর্দ্ধ্বগামী হ'য়ে উঠুক সবাই ;
কৃতিবিভোর অন্তরদীপ্তির সহিত
গবেষণদীপ্ত চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে তলিয়ে দেখ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বিশ্লিষ্ট বিনায়নে,
সার্থক অনুনয়নে,
সুধী সংশ্লেষণী দীপ্তিতে ;
স্বর্গের কল্পনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারবে না ?
মৃত্যুকে অমৃতসিক্ত ক'রে তুলতে পারবে না ?
সব ব্যর্থতাকে সার্থক ক'রে তুলে'
জীবনবৃদ্ধির পথে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারবে না ?
মনে রেখো—
সেই আর্য্যধারা
প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে
তোমার সত্তায় সংহত হ'য়ে
এখনও আছে ;
সেই লোহ-দীপনায়
এখনও তোমাদের জ্ঞান-দীপনা
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারে—

যদি ধর,
যদি কর,
নিষ্পাদন-উল্লাসে
যদি প্রমত্ত হ'য়ে
সেই অভিসারেই চ'লতে থাক,
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় বিনায়িত হ'য়ে
নিদেশ-অনুচর্য্যায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে থাক,
অভ্যাসটাকে এমন অভ্যস্ত ক'রে নাও—
যা'তে দিগ্বিজয়ী সংবিধানে বিধায়িত হ'য়ে
তুমি সব দুনিয়াকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পার ;
সার্থক হবেন তোমার মা,
সার্থক হবেন তোমার বাবা,
সার্থক হবে তোমার সসাগরা পরিবেশ,
আর, ঐ সার্থকতার দেব-ঊর্জ্জনা
তোমাকে বিভাবিত ক'রে তুলে'
প্রভাবিত ঊর্জ্জনায়
সব যা'-কিছুকে
সুদক্ষ, সম্বৃদ্ধ
ও বিভববিভূতিমণ্ডিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর যিনি,
ধাতা যিনি,
যিনি তোমার ধারণ-পালনী সম্বেগ,
যিনি সসাগরা পৃথিবীর
ধারণ-পালন-সম্বেগ,
বিধাতা যিনি,
যিনি সত্তাকে তদনুগ বিনায়নে
বিধায়িত ক'রে তুলেছেন,
সেই বিধাতা-পুরুষকে

তোমার কৃতি-অর্চ্চনার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি যা'-কিছুতে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে
তা'কে সার্থক অনুনয়নী সন্দীপনায়
মিলিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে
তোমার হৃদয়ের জীবন-অগ্নিতে
আহুতি দিয়ে
তাঁ'রই হোম কর,
তাঁ'কে—
ঐ স্বর্গকে—
ঐ বিধাতা-পুরুষকে
আবাহন কর,
স্বস্তি তোমাকে সিক্ত ক'রে
বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেককে
সুসংস্থ ক'রে তুলুক ;
কৃতার্থ হও,
কৃতার্থ কর,
আর, ঐ পারিজাত
উপহার দাও প্রতিপ্রত্যেককে ;
যা'রা চায় না,
তা'দের ভিতরে
চাওয়ার স্থণ্ডিল সৃষ্টি ক'রে
তৎপর ক'রে তোল তা'দিগকে । ১৫৪ ।

লোকযাজি !
গণ-মঙ্গল-অনুচর্য্যাই তোমাদের জীবিকা হো'ক,
ইষ্টীতপা অনুবেদনাই
তোমাদের জীবনের দাঁড়া হ'য়ে উঠুক,
সন্ধিৎসু অনুবীক্ষণায়
যা' ইষ্টার্থ-উপচয়ী মনে ক'রবে,—
অনতিবিলম্বেই তা' নিষ্পন্ন ক'রতে

একটুও ত্রুটি ক'রো না,
নিজের শরীরকে তাঁ'রই মন্দির-বিবেচনায়
সদাচার-সমন্বিত হ'য়ে
নিদ্রা, জাগরণ, খাওয়া-পরাগুলির
সমঞ্জস জীবনীয় নিয়ন্ত্রণে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই
ইষ্টার্থ-উপচয়ী সেবায়
সর্ব্বতোভাবে নিয়োজন ক'রো,
প্রবৃত্তি-লালসা যেন অবৈধ অপচয়ী
ও লোকপীড়ক না ক'রে তোলে তোমাকে,
তোমার বাক্য, আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
যেন সুযুক্তিপূর্ণ
হৃদ্য উৎসাহ-সন্দীপী হয়—
ইষ্টার্থকে উপচয়ে অনুরঞ্জিত ক'রে,
সহজ-সন্ধিৎসু সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যাকে
স্বভাবসিদ্ধ ক'রে তোল,
শাসক বা শাসন-সংস্থার
প্রসাদ-ভোজী হ'তে যেও না,
সুকেন্দ্রিক ধর্ম্ম্য গণ-অনুদীপনাকে
খিন্ন ক'রে তুলো না,
ক্লেশসুখ বা শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
জীবনে তৃপ্তিপ্রদ ও সহজ ক'রে তোল—
শরীর, মন ও আগ্রহকে
তেমনতর সুসঙ্গত তালিমে বিন্যাস ক'রে,
অপরিহার্য্যভাবে
এইগুলিকে আয়ত্তে নিয়ে আস—
ইষ্টার্থী কর্ম্মানুদীপনার ভিতর-দিয়ে,
জীবনকে এমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রিত কর,
যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার জীবনও

স্মিত হাস্যে
গণ-হৃদয়কে আলোকিত ক'রে তুলতে থাকবে
ততই । ১৫৫ ।

তুমি লাখ বেদান্তসূত্র
ধর্ম্মসূত্র বা ভক্তিসূত্র পরিবেষণ কর,—
তা'তে দুনিয়ার কিছুই হবে না,
যদি ঐ পরিবেষণ
বেদমানব বা জীয়ন্ত ধর্ম্মপ্রতীক
বা ভক্তিপ্রতীক যিনি—
তাঁকে কেন্দ্র ক'রে না হয়,
ঐ জীয়ন্ত জীবনের
চরিত্র-বিকিরণাতেই আছে—
বোধিদৃষ্টিতেই আছে—
বেদ, ধর্ম্ম বা ভক্তিসূত্র,
যে-সূত্র প্রাচীনকে বিনায়িত ক'রে
সার্থক অন্বয়ে সুসম্বদ্ধ ক'রে
পরস্পর পরস্পরের ক্রমান্বয়ী আপূরণে
ঐ চরিত্রে
ঐ মানবে
সুদীপ্ত হ'য়ে
লোকজীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে ;
বরং ঐ জীয়ন্ত জীবনকে বাদ দিয়ে
ঐ সূত্রের সরঞ্জামে যতই
লোকজীবনকে
উদ্বেজিত ক'রে তুলবে,—
সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্ন দুঃস্থ-আবেগী হ'য়ে
অনুশীলন ও যোগ্যতাকে পরিহার ক'রে
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
দিশেহারা হ'য়ে উঠবে তা'রা ততই ;
পার তো ভাল কর,

ভাল ক'রতে গিয়ে
মন্দ যত না কর,
ততই ভাল ;
তোমার প্রতিষ্ঠা-প্রলোভনে
ঐ কচকচি নিয়ে
যতই ঘোরাফেরা ক'রবে—
সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক চরিত্রহারা হ'য়ে,
সবাইকে ঐ বিচ্ছিন্ন-চরিত্র ক'রে
তোমার সংঘাত
তুমি ততই সৃষ্টি ক'রে চ'লবে ;
তুমি ঐ কেন্দ্রপুরুষকে
যতই প্রতিষ্ঠা ক'রে চ'লবে—
পূর্ব্বতনের আপূরণী সার্থক বিনায়না নিয়ে,—
তোমার নিজেরও প্রতিষ্ঠা লাভ হবে
তেমনতর ;
মনে রেখো—
পূর্ব্বতনের পারস্পরিক আপূরণী সূত্র—
বর্ত্তমানের বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁকে যদি পরিবেষণ কর,
পূর্ব্বতন আপূরিত হ'য়ে উঠবেন স্বতঃই ;
অন্ধকার আলো সৃষ্টি ক'রতে পারে না,
কিন্তু আলোর প্রকৃতিই
অন্ধকার বিদূরিত করা । ১৫৬ ।

তুমি অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ঐ অনুরাগে
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক—
তাঁ'রই উদ্ভাবনায় ;
ভূজনদীপ্ত সেবা-সন্দীপনা

নিয়ে চ'লতে থাক—
প্রত্যেকটি সত্তার ধৃতিপরিচর্য্যা ক'রে,
অসৎ-নিরোধী সুবীক্ষণায়
সব যা'-কিছুকে সুব্যবস্থ ক'রে,
চলন-চরিত্রকে
ইষ্টার্থ-অনুশ্রয়ী ক'রে তোল,
ভুলভ্রান্তি ঐ ইষ্টার্থ-অনুশ্রয়ী অনুচলনে
ব্যবস্থ ব্যবহারে
শুধ্রে নাও—
চর্য্যামাধুর্য্য নিয়ে ;
তোমার চিন্তা, সম্বর্দ্ধনী আবেগ
সাত্বত সন্ধিৎসার পথে
সাত্বত ধৃতি-নির্ণয়ী হ'য়ে
বিপর্য্যয়ী বিহ্বলতাকে অতিক্রম ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
বোধ, ভাব ও কৃতি-সঙ্গতির
যৌথ পরিচর্য্যায়,
ঐ ইষ্টানুগ অনুশ্রয়ী
আনুগত্য-সার্থকতায়,
চালচলন, বলন, ব্যবহার
অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়
যা'তে তুমি সেগুলিকে
কূটমীমাংসার ভিতর দিয়ে
বিন্যাস-সার্থকতায়
অন্তরে ধারণ ক'রতে পার
তেমনি ক'রে—
তা' বাহ্যিকভাবে যেমনতর,
আন্তরিক অনুনয়নী চিন্তায়ও তেমনিতর ;
এক-কথায়, সার্থক সুব্যবস্থ ক'রে
তোমার অন্তর-বাহিরকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে তোল ;

জীবনটাই তোমার
সৌষ্ঠব-সুঠাম
কৃতি-তপ-প্রবৃত্তিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক,
তোমার অন্তরের খেয়ালই বল,
আর ইচ্ছাই বল—
অমনতর না ক'রে
বা ঐ চলনে না চ'লে
যেন থাকতেই পারে না ;
ধাক্কায় কাবু হ'য়ে যেও না,
বরং সতর্ক হ'য়ো,
সাবধান হ'য়ো ;
তোমার উপায়ের কেন্দ্রই হ'য়ে উঠুক—
পরিবেশ-পরিচর্য্যা,
আর, ঐ সিদ্ধচর্য্যাই
যে অবদান-অর্ঘ্য
তোমাকে দেয়,
তাই-ই তোমার পুণ্য-প্রাপ্তি হ'য়ে উঠুক—
তোমার জন্য,
তোমার পরিবারের জন্য ;
পুণ্য-পরিস্রবা হ'য়ে
সেগুলিকে তোমার
পোষণী ক'রে তোল ;
নিজের কুটচলন এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ও অন্যের কুটকচালি প্রশ্ন
ও কৈফিয়ৎ-তলব যা'-কিছু
তা'র তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
সুধী সার্থকতায়
এমনতরভাবে সমাধান দিও—
যা'তে সবাই না-ভেবেই থাকতে পারে না
যে, সেগুলি তা'দেরও সত্তাপালী,
সম্বৃদ্ধির উদ্দালক,

আর, অনুকম্পা ও কৃতিসম্পাদনের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের সে-বোধে উপনীত হ'তে
যেন চিন্তাদুঃস্থ না হ'তে হয়,
তোমার আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যা
প্রতি ব্যষ্টিকে
যেন বান্ধব-বন্ধনে
আকৃষ্ট-অনুচর্য্যী ক'রে রাখে,
অসুস্থি ও অপারগতা ছাড়া
আলস্যের প্রশ্রয় দিও না,
অমনি ক'রে চ'লতে থাক—
গন্তব্যকে স্থির ক'রে নিয়ে,
দেখবে—
ক্রমে-ক্রমেই তোমার ব্যক্তিত্ব
অনেক ব্যতিক্রম এড়িয়ে
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চ'লেছে সবার কাছে,
আর, তোমার বর্দ্ধন-সার্থকতাই
সবার স্বার্থ হ'য়ে উঠছে ক্রমে-ক্রমে ;
তিমিরদুঃস্থ না হ'য়ে
জীবনটাকে পরিচালিত কর,
এর বাইরে যা',
আত্মঘাতী দুষ্ট যা'—
তোমার এই আবর্ত্তনে
বিক্ষিপ্তির ভিতর-দিয়েও
যেন শুভবিন্যাসে বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে ;
দেখে নিও—
ব্রাহ্মী ভাতি
ব্রাহ্মী বর্দ্ধনায়
সব-কিছুকে তোমার ক'রে তুলছে,
আর, তোমাকেও
সব-কিছুর ক'রে তুলছে ;
তোমার ব্যাপৃত কৃতি-জীবন

'স্বস্তি-স্বস্তি' উচ্চারণে
সার্থকতায় অঢেল হ'য়ে উঠছে । ১৫৭ ।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
বিনায়িত অন্তর-আসনে
অস্খলিতভাবে
তোমার ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা কর—
সাত্বত সুধী
সম্বেদনা নিয়ে,
যা'-যা' করণীয়
সেগুলি নিটোলভাবে কর—
বাস্তব তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
সুযুক্ত সন্দীপনা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
তাঁ'র পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর ;
কী জান—
কী জান না—
সে ভাল নয়কো,
সব জানাকে
আরো ক'রে তোল,
অজানা যা'-কিছুকে
সার্থক সুচারু বিনায়নে
জ্ঞানদীপ্ত ক'রে তোল,—
কৃতিকুশল তৎপরতায়
বোধবিবেকী তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
তাঁ'র পূজানন্দনা নিয়ে
সারাটা জীবনকে
তাঁ'রই হোমবহ্নি ক'রে তোল,
আর, সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ুক
দিগ্‌বিদিক্‌

সর্বদিকে—
পূত প্রজ্বলনে,
সত্তার শিষ্ট-সুস্থির
স্বস্তিপ্রসূ মাঙ্গলিক আকৃতি নিয়ে ;
নিজে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, সেই অর্থে
বিপুল প্রস্রবণে
সমস্ত হৃদয়কে
প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
তুমি সুখী হবেই—
সমীচীন পরিচর্য্যায়
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
সার্থকতার অকাতর প্লাবনে
ভরপুর ক'রে তুলে,
ইষ্টভৃতির সাথে
তা'ই হোক্ তোমার
দৈনন্দিন হোম-আহুতি। ১৫৮।

তোমার সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠাসন্দীপ্ত ভাব-উচ্ছলতা
প্রবুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে
কুশল দক্ষ-তৎপরতায়
আবেগ-গম্ভীর লাস্য বিকিরণ ক'রে
যতই বিচ্ছুরণী জীবনদীপ্ত হ'য়ে
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে,—
মুগ্ধ সম্বেগে ঐ বিকিরণা
পরিবেশকে
সত্তাসংবেদনে উদ্দীপ্ত ক'রে
তেমনতর প্রাণন-প্লাবনে
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তুমিও তোমার পরিবেশ নিয়ে
পারস্পরিক লীলায়িত লালীভঙ্গিমায়

উপভোগ ক'রতে পারবে—
ঐ নন্দনার উৎস যিনি—তাঁকে । ১৫৯ ।

তোমাদের জীবন-অভিযান
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের
পরমাত্মীয় হ'য়ে
দৈন্য-দুর্ব্বিপাক সব এড়িয়ে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
প্রত্যেকে বাঁচুক, বাড়ুক,
জীবনীয় কৃতিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
ধৃতি-পরিচর্য্যায় উচ্ছল হ'য়ে
সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
এই দুনিয়াটাই
স্বর্গের লীলাভূমি হ'য়ে উঠুক,
পরমকারুণিক যিনি,
তাঁর কাছে আমার এই একান্ত প্রার্থনা । ১৬০ ।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
কৃতিদীপ্ত অধ্যবসায়ে
উন্নীত ক'রে যা'-কিছুকে
একার্থে সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
এই ইষ্টার্থ-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
চারিত্রে সমাধান-তৎপর হ'য়ে
উচ্ছল উদ্যমী পরাক্রমে
বাস্তবে
হাতে-কলমে
সব-কিছুকে সুবিন্যস্ত ক'রে
ঐ কল্যাণ-মন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে তোল—
যা'তে প্রতিটি অন্তঃকরণ
সহজে বুঝে নিতে পারে,

ধ'রে নিতে পারে,
প্রত্যেক হৃদয়ের রণন-উচ্ছ্বাস
প্রত্যেকের ভিতর
সন্দীপিত অনুকম্পার সহিত
উৎসারণায়
সবাইকে সিদ্ধকাম ক'রে তোলে—
ঐ ইষ্টার্থ-কৃতি-অনুচর্য্যায়
নিরতিভরা অনুচলনে ;
পরমপিতার কাছে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা । ১৬১ ।

তুমি যদি রাগতর্পণী
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে,
তোমার জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনার অন্বিত সমীক্ষায়,
ভাল-মন্দের সার্থক সঙ্গতিতে,
অন্তঃকরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে,
বা আমর্জ্জিত অচ্যুত-রাগপ্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে,
স্বাভাবিক বোধোপলব্ধিতে
তোমার ইষ্টকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম ব'লে,
ধর্ম্মযন্তা ব'লে
মহামানব ব'লে
নির্দ্ধারিত না ক'রতে পেরে থাক,
বা দৃঢ়প্রত্যয়ে ও-কথা ব'লতে না পার—
সৎ-সন্দীপ্ত দায়িত্বে,—
তাহ'লে তাঁর সম্বন্ধে ততটুকু ব'লো—
যেখানে যেমন ক'রে সেটা শুভদ হ'য়ে ওঠে ;
আর, যদি পেরেই থাক,
তবে তা' তেমনিভাবেই
তেমনি ভঙ্গী নিয়ে বল—
যা'তে তা' মানুষের অন্তর স্পর্শ করে—

যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
কিন্তু যা' তুমি বোঝনি নিজেই,
যে-বুঝ ধ'রে নিজেই দাঁড়াতে পারনি,
হুজুক-মাতা বেকুব চলন নিয়ে
মানুষকে অমনতর কথা বলা
বা অমনতর চলা
তোমার পক্ষে কি সমীচীন হবে ?
তা'র চাইতে বরং
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্য,
ভক্তি-অনুপ্রেরণা ইত্যাদিকে পরিবেষণ কর,—
তা'তে অনেকেরই মঙ্গল হবে,
অমনতর শুনতে-শুনতেও
মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠা বেড়ে যেতে পারে ;
ঈশ্বর
উপলব্ধির প্রত্যয়ে প্রত্যক্ষীভূত,—
অনুভবের অভিদীপ্তি,
অন্বয়ের সার্থক বিন্যাস—
তত্ত্ব-সমঞ্জসা সাকার মূর্ত্তি । ১৬২ ।

ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
তোমার অস্মিতা যতই রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে—
আত্মবিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
আপ্যায়নী অনুবেদনার
উৎসাহ-সন্দীপ্ত বাক্ ও ব্যবহারে,
উদ্দেশ্য-অধ্যুষিত নিয়মন-তৎপরতায়,
কুশলকৌশলী দক্ষ বোধিদীপনায়,—
তুমি অন্যের অস্মিতাকেও ততই
তোমাতে অন্বয়ী উৎসাহমণ্ডিত ক'রে
যোগদীপ্ত অনুবেদনায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারবে ;

সবাই মনে ক'রবে—
তুমি তা'দের সরাসরি স্বার্থ,
বোধায়নী দক্ষ উপদেষ্টা,
নিয়মনী যন্তা,
তা' ভেবে,
তেমনি ব'লে,
আর, তেমনতর ক'রে
তা'রা ধন্য হ'য়ে উঠবে—
নন্দনার আতিশয্যে,
ফল কথা, অমনতর যতই হ'য়ে উঠবে,—
অন্যের সংশ্রয় ও সঙ্গতি
তোমার উদ্দেশ্যমুখর অনুবেদন-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
তোমাতেই তৎপর হ'য়ে উঠবে—
তা'দের স্বতঃ-সলীল তৎপরতাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে তোমাতে
তোমার উদ্দেশ্যে,
এই হ'চ্ছে
স্বাভাবিক অনুরঞ্জনী অধিগমন ;
চাই—
ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
ইষ্টার্থকে স্বার্থ করা,
ইষ্টকর্ম্ম-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে ইষ্টীতপা ক'রে তোলা,
ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
অন্যের অস্মিতা ও উৎসাহকে
সুদীপ্ত উৎক্রমণায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলা—
অচ্ছেদ্য সঙ্গতি-নিবন্ধ ক'রে,
আর, স্বতঃসলীল সহানুভূতি ও উৎসাহ-নন্দনায়
অন্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা,
নিজের অস্মিতাকে

তা'দের অস্মিতায়
তা'দের ভিতরে অনুশায়িত ক'রে
চ'লতে চেষ্টা করা ;
চল এমন ক'রে—
লাখ-গুচ্ছ থেকেও এক-গুচ্ছের মত—
পারস্পরিকতা নিয়ে
পরস্পর পরস্পরের হ'য়ে,
সনির্ব্বন্ধ উদাত্ত আলিঙ্গনে,
প্রস্তুতি ও বোধি-তৎপরতায় সুব্যবস্থ হ'য়ে,
পরাক্রমে পরিদৃপ্ত ক'রে
পরিদৃপ্ত হ'য়ে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে—
কর্ম্মতৎপর দীপনরাগে,
উদ্গতির সুবর্দ্ধনায়
সম্বেগদীপ্ত ক'রে সবাইকে ;
এতে তুমিও সার্থক হবে,
আর, ঐ সার্থকতায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে সবাই ;
ঈশ্বর সঙ্গতির পরম কেন্দ্র,
সার্থকতার অন্বিত অর্থ,
সংহতির সনির্ব্বন্ধ যোগনিবন্ধ,
পরাক্রমের প্রচণ্ড সম্বেগ । ১৬৩ ।

ঈশ্বর
তোমাদিগকে যা'দের দিয়েছেন,
তা'তেই সন্তুষ্ট থাক,
সমাহার-সন্দীপনী নিয়ন্ত্রণে
তা'দিগকে বিহিত পরিচর্য্যায়
ধৃতি-উপাসক ক'রে তোল,
তা'
তোমার নিজের পরিবারের ভিতর তো বটেই,

পরিবেশকে ঐ অমৃতমন্ত্রণে
উদ্বুদ্ধ করে তোল—
সক্রিয় সমীচীন তৎপরতায় ;
বিরক্তি-বিভ্রান্ত হ'তে যেও না,
তোমার বিরক্তিও যেন
অন্যের অনুরক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে ;
তোমার পরিবারের প্রত্যেকের আচরণ,
চরিত্র ও কৃষ্টি-পরিচর্য্যা যেন
পরিবেশকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে,
অনুশীলন ও কুশলকৌশলী তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে—
তা' চিন্তা, চলন, আলোচনায় যেমনতর,
তদানুপাতিক কৃতিকুশল অনুবোধনায়ও
তেমনতরই ;
চিন্তা ও হাতে-কলমে করার অভিপ্রায়
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
যেন অটুট হ'য়ে চলে—
বাস্তব মূর্ত্তনার অটুট আগ্রহে ;
এমনি ক'রেই
তোমার পরিবার-পরিজনদের
প্রবুদ্ধ ক'রে,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা ক'রে,
সুবিবেকী ক'রে
উদ্দাম ক'রে রাখ ;
চলন-চরিত্র, আপ্যায়নী ব্যবহার,
পরিচর্য্যী প্রসন্ন উন্মুখতা
ইত্যাদি যা'-কিছুকে
অন্তরে-বাহিরে
সঙ্গীতির ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত ক'রে তোল ;
এই স্ফোটনে

তোমার পরিবার-পরিজন যা'-কিছুকে
লোকতীর্থ করে তোল ;
এই তীর্থ-উদ্যমই
তোমার অমৃত পথ—
আশীর্ব্বাদের পারিজাত-বিভা । ১৬৪ ।

নিষ্ঠাবিহীন যা'রা
তা'দের
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়কেন্দ্রিক
ক'রে তোল—
যাজন-অনুচর্য্যায়
সক্রিয় রাগনন্দিত উন্নয়নী অনুদীপনায় ;
দুর্ব্বল যা'রা
তা'দিগকে সবল ক'রে তোল—
পোষণ-পরিচর্য্যায়
সক্রিয় সহযোগী
সুনিয়ন্ত্রিত সানুভাবিতা নিয়ে ;
অপারগ যা'রা—
পারগতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
অনুশীলন-তৎপর ক'রে
ভরসার ভৃতি-পোষণায়,—
যোগ্যতানিষ্যন্দী
তৎপর ক'রে তুলে' তা'দের ;
প্রণয়-বিক্ষুব্ধ যা'রা—
বিধি-বিনায়িত শুভ-সন্দীপনায়
উদাত্ত প্রবুদ্ধ-প্রদীপ্তির
সোহাগ-আলিঙ্গনে
মিলিত ক'রে তোল তা'দের ;
দৈন্য-ক্লিষ্ট যা'রা—
তা' অন্তরেই হো'ক,—
বাহিরেই হো'ক,—

কর্ম্ম-তৎপর উদ্যমী আবেগের
উচ্ছল উদ্বোধনায়
তা'দের দারিদ্র্য অপনোদন কর ;
হিংসাবিদ্ধ যা'রা—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে
অনুবর্ত্তনী উপাসনায়
আস্তিক্য-অনুভাবিতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সাত্ত্বিক দরদে
অহিংস ক'রে তোল তা'দিগকে ;
মূর্খ যা'রা—
উল্লসিত শ্রদ্ধাতৎপর ক'রে
বোধ-বিনায়নী আলোচনা
ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞ ক'রে তোল তা'দিগকে ;
বৃদ্ধ যা'রা—
উপযুক্ত পরিবেষণায়
ভরসাদীপ্ত সংযুক্ত অনুপ্রেরণায়
কর্ম্মঠ জীবন-উল্লাসী ক'রে তোল তা'দের—
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
স্থৈর্য্যশীল সক্রিয়তায়
স্থবির-নন্দনায় অভিষিক্ত ক'রে ;
অসংহত ছন্ন যা'রা—
প্রীতি-সেচনী শ্রেয়-শ্রদ্ধ হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
শ্রেয়নিষ্ঠ অন্বিত-সঙ্গীতিতে
মস্তিষ্কের বোধি-বিন্যাসে
সুতৃপ্ত সার্থক-দীপনায়
তা'দের অসংলগ্ন যা'-কিছুকে
অন্বয়ী নন্দনায়
সার্থক সঙ্গীতিশীল ক'রে তোল—
পারস্পরিক স্বার্থ-সহযোগিতা নিয়ে ;
সত্তা-সংঘাতী দুর্ব্বৃত্তিপরায়ণ যা'রা—

দুষ্টমনা কৃতঘ্ন যা'রা—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
তা'দিগকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী ধী নিয়ে,
বিহিত সতর্ক প্রস্তুতি-সহকারে,
অনুশোচনী অনুদীপনায়
তা'দের হৃদয়কে দমিত ক'রে—
এমনতর হৃদ্য পরিবেষণে—
যা'তে তা'রা অনুতপ্ত হ'য়ে
শুভ-সন্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সাধু সেবাপটু অন্তঃকরণ নিয়ে,
সৎ-সন্দীপী প্রবৃত্তি-পরায়ণতায়,
তোমার ভর্ৎসনায়ও যেন তা'রা
উল্লসিত অনুপ্রেরণায়
শুভনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে—
বাক্যে, ব্যবহারে,
বিনায়নী উন্নত অর্জ্জনী
আবেগস্রোতা অন্তর নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক উল্লসিত রাগদীপনায় ;
শোক-সন্তপ্ত যা'রা—
সক্রিয় প্রেরণা-প্রদীপনায়
তা'দের অন্তরের শূন্য স্থানকে
তুমি নিজেই
ঈশ্বর-আরতি-অনুরঞ্জনা নিয়ে
পূর্ণ ক'রে তোল,
পরিচর্য্যী পরিবেষণায়
ভরসা-প্রীতির ভরণ-উৎসবে
তা'দের মুখে হাসি ফোটাও ;
দুঃখ-দুর্দ্দশায় অভিশপ্ত যা'রা—
যত পার,
তা'দের অন্তর্নিহিত

তৎ-প্রসবী কারণসমূহের বিমোচনে
প্রসাদ-পরিবেষণী তৎপরতায়
প্রস্বস্তির অধিকারী ক'রে তোল তা'দিগকে ;
হতাশা-মর্ষিত, ব্যথিত যা'রা—
তোমার সক্রিয় প্রীতি-পরিবেষণী তৎপরতায়
তা'দের অন্তরের
বিদ্ধ বেদনার নিরাকরণে
অপহরণ কর তা',
হতাশবক্ষে আশার ঊষাকে
সজাগ ক'রে তোল—
প্রভাত-সঙ্গীতে নন্দিত ক'রে তা'দের ;
বিদায়-বেদনাকে
সৌজন্য-পরিক্রমায়
দরদী চক্ষুর বাক্-অভিদীপনায়
বান্ধব-বর্দ্ধনায় বিধৃত ক'রে
পরস্পরের হৃদয়ে
আশা ও আবেগ-নন্দনায়
মিলন-অভিসারী প্রত্যাশাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;
রুগ্ন যা'রা—
উপযুক্ত পরিবীক্ষণায়
রোগের কারণ আবিষ্কার ক'রে
উপযুক্ত ঔষধে
তা'দিগকে রোগমুক্ত ক'রে তো তুলবেই,
সঙ্গে-সঙ্গে
আশা-উদ্যোগ-অনুদীপ্ত ভরসায়
সামর্থ্যের সুঠাম প্রেরণায়
শক্তিশালী ক'রে তোল তা'দিগকে ;
অশুচি যা'রা—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-অনুচলন-তৎপর ক'রে
তা'দের অন্তর-বাহির শুচি ক'রে তোল ;

ক্ষুধাৰ্ত্ত যা'রা—
পিপাসা-ক্লিষ্ট যা'রা—
আপ্যায়নী সৌজন্যে
আদৃত অনুবেদনায়
অন্নজলের ব্যবস্থা ক'রে
তা'দের ক্ষুৎ-পিপাসার
নিরাকরণ ক'রে তোল ;
সর্ব্বোপরি সবাইকে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল—
ঐ এক অদ্বিতীয়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ঈশ-প্রতীক জীয়ন্ত প্রেরিত পুরুষোত্তমে ;
ঐ সংহতির সামগানে
সবারই অন্তর ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
দর্পী দৈন্য
নিষ্পেষিত হ'য়ে উঠুক,
অবসাদ
মর্ম্ম-মজ্জা-বিহীন হ'য়ে উঠুক,
যোগ্যতার স্মিত-গৌরব
সবারই মুখে শোভন-দীপনায়
জাগ্রত হ'য়ে উঠুক,
হৃদ্য চক্ষু সবার অন্তরেই
হৃদয়ের অনুপ্রেরণা
সজাগ ক'রে তুলুক ;
শ্রদ্ধোষিত সন্দীপনায়
নিয়মন-তৎপর ক'রে
আত্মবিনায়নী বিন্যাস-বিভূতিতে
নিত্য পরিবেদনাশীল ক'রে তোল
তা'দিগকে,—

যা'তে তা'রা সংযত হ'তে পারে,
আত্মনিয়মন ক'রতে পারে,
সক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিতে
শুভ চলনে
সপরিবেশ নিজে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর
তপো-নন্দিত তর্পণ-অভিসারে
নিজেকে সার্থক ক'রে
ঈশ্বরে আত্মনিবেদন ক'রতে পারে,—
তা'ই ক'রে চল,
তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ ;
আর, সবাইকে সেই
ভক্ত-বৎসল ঈশ্বরে—
তাঁ'র পরম-প্রতীক জীয়ন্ত পুরুষোত্তমে
নিবেদন-উৎসবে
উৎসারিত ক'রে তোল,
তুমিও উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
ঈশ্বরে উদাত্ত হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বরই ভক্ত-বৎসল,
ভক্তির আসনই
ঈশ্বরের শ্বেত-সিংহাসন,
প্রণয়ই
ঈশ্বরের পরম আলিঙ্গন । ১৬৫ ।

মানুষকে অন্তর্নিহিত অবসাদে
নিথর হ'তে দিও না—
যদি সে

উদ্ধত সত্তা-সংক্ষোভী পারগতার দম্ভে
আত্মহারা না হয়,—
যে দম্ভী পারগতা
মানুষকে বিপর্য্যস্ত ক'রে,
বিধ্বস্ত ক'রে,
বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন ক'রে তোলে ;
অবসাদে
মানুষ নিথর হ'য়ে ওঠে,
আর, সে যত নিথর হ'য়ে ওঠে,
ততই নিরাশার ছায়ায়
অন্তর তা'র
অন্ধকারাচ্ছন্ন ব'লেই অনুভব করে,
কোন অনুপ্রেরণাই তা'কে যেন
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
উদ্যোগী ক'রে তুলতে পারে না,
নিরাশার আভিঘাতিক শীত-সঙ্কোচন
তা'কে ক্রমশঃ সঙ্কুচিতই ক'রে তুলতে থাকে,
সুকেন্দ্রিকতার শ্রদ্ধালাস্য
স্মিত ভরসায়
তা'র হৃদয়কে
সার্থক ছান্দিক নর্ত্তনে
নাচিয়ে তুলতে পারে না ;
সে-স্থলে, এমনতর সমবেদনা প্রকাশ ক'রো না,
এমনতর ভর্ৎসনা ক'রতে যেও না,—
যা'তে তা'র অন্তঃকরণের
ঐ অভিঘাত আরো দুর্দ্দান্ত হ'য়ে
তা'কে—
তা'র ব্যক্তিত্বকে—
তা'র উদ্যমকে
লজ্জিত ও লাঞ্ছিত ক'রে
আরো অবসন্ন ক'রে তোলে,

ব'লো না—
'আহা! ও খেতে পারে না',
ব'লো না—
'আহা! ওর ছেঁড়া কাপড় ছাড়া
জোটে না,
ওর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন
যা'রা আছে,
তা'দের খেতে দিতে পারে না,
প'রতে দিতে পারে না,
যোগ্যতাহারা সে,
ক্লীব বিমর্ষ অন্তঃকরণ নিয়ে
দিনের পর দিন
মরণ-অভিসারী হ'য়ে চ'লেছে';
ব'লো না—'সে দরিদ্র',
ব'লো না—'সে মূর্খ', ব'লো না—'সে নির্ব্বোধ',
ব'লো না—'সে হীনবীর্য্য',
ব'লো না—'তা'র উদ্যোগী পরাক্রম কিছু নেই,
সুকেন্দ্রিকতায় আত্মবিনায়ন ক'রে
তা'র ব্যক্তিত্বকে
সবল ক'রে তুলতে পারে না সে,
বোধ ও কর্ম্ম-দীপনী অনুশীলনে
সে অক্ষম,
ভূমিহারা ছিন্ন-শুষ্ক তৃণের মতন
আবহাওয়া তা'কে
যে-দিকে টেনে নিয়ে যায়,
সেই দিকই তা'র দিক্,—
তা'তে তা'র মরণই আসুক,
আর, জীবনই জীবন্ত হ'য়ে উঠুক';
বরং বল তা'দিগকে—
দীপ্ত কণ্ঠে বল,
তৃপ্ত আলিঙ্গনে বল,

পোষণ-অবদানে ফুল্ল ক'রে বল—
'ভয় নেই তোমার,
অজচ্ছল ক্ষমতা
তোমার ঐ অন্তঃকরণে
সুপ্ত হ'য়ে র'য়েছে,
তুমি কর,
তা'কে একটু নাড়া দাও,
তোমার ঐ করাগুলি,
ঐ নাড়াগুলি
যেন ছন্দায়িত হয়,
সার্থক-অন্বয়ে সঙ্গতিশীল হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় সুচারু হ'য়ে দাঁড়ায়,
শুভদ হ'য়ে দাঁড়ায়—
ইষ্টানুগ আত্ম ও পর-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনী অভিদীপনায় ;
ঐ শুভদ নিষ্পন্নতাই হ'চ্ছে
নারায়ণের অর্ঘ্য,
তোমার অন্তর্নিহিত নারায়ণ
ঐ অর্ঘ্যে সজাগ হ'য়ে উঠবেন,
আশিস্-অনুদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে
তোমাকে কর্ম্মক্ষম ক'রে তুলবেন,
ঐ সুবিন্যাসিত সঙ্গতিশীল
কর্ম্মের আসনে
লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে
তোমার অন্তরে বসবাস ক'রতে থাকবেন,
তুমিও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
ঋদ্ধির অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য তোমাকে
পূজা ক'রে চ'লবে,
শুধু তোমার পরিবার কেন,

তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতিকেও
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে তুমি,
ভেবো না,
কোন ভয় নাই,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি—
তোমার সারাটি জীবন
তাঁ'রই অর্ঘ্য ক'রে নাও,
সৎ-সন্দীপনায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
গণদেবতার প্রতিটি অন্তরে
স্তুতি বিকিরণায়
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দের প্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ,
প্রীতিমুখর সম্ভ্রম তোমাকে
জীয়ন্ত দেবতার আসন ব'লে
আবেগ-বিধৃত হৃদয়ে
অভিবাদন ক'রবে,
তুমিও ঐ একভক্তি-বিনায়িত
ছান্দিক অন্তঃকরণে
উচ্ছল সামসঙ্গীতে
পারস্পরিক পরিবেদনী আলিঙ্গনে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
তৎ-প্রণোদনায়
সক্রিয় উদ্যোগী উন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণে
দেবতার বোধন জাগিয়ে তুলবে;
তর্পিত হ'য়ে উঠবে তুমি,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তা'রা,
এই তর্পিত প্রবোধনার ভিতর-দিয়ে
নিবিড় আলিঙ্গনে

সলীল লাস্যে
ছন্দানুক্রমিক পর্য্যায়ী চলনে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমরা ;
তাই বলি—
কাউকে দৈন্যের কথা ব'লে
পাপের কথা ব'লে
অবসাদের কথা ব'লে
অপারগতার কথা ব'লে
ঘৃণা ক'রো না,
দমিত ক'রে তুলো' না,
এমন ক'রে বল—
যা'তে সবাই উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তুমিও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠ,
দেখবে, তোমার ঐ অনুপ্রেরণা
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
সোহাগ-সিঞ্চিত হৃদয়-ভূমিতে
এমনতর প্রেরণা-উচ্ছল
উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
যে, তা'রা আর দুর্ব্বল থাকবে না,
অপটু থাকবে না,
অক্ষম থাকবে না,
ভীরু কাপুরুষ হ'য়ে থাকবে না,
প্রীতি-বিলোল পরিক্রমায়
সজাগ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের কোলে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—
ব্যক্তিত্বের বিভা বিকিরণ ক'রতে-ক'রতে ;
ঈশ্বর ব'লবেন—
'স্বস্তি লাভ কর',
তাঁ'র নির্ব্বাক্-বাণী
আশিস্-নন্দনায়

আলিঙ্গন ক'রে
অসীম-স্পর্শী উদাত্ত আশা-ভরসায়
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
ঈশ্বরই শ্রমমুখর পরম-বিশ্রাম,
ঈশ্বরই ইষ্টার্থী ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তার
পরম অর্ঘ্য,
ঈশ্বরই সার্থক স্বস্তি-নিদান । ১৬৬ ।

যিনি তোমার প্রিয়পরম
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তোমার জীবনের রাগদীপনী বিবর্দ্ধনার
জীবনবর্ত্ম যিনি,
যাঁকে তুমি সবচেয়ে ভালবাস,
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনায়
তোমার হৃদয়কে আপ্লুত ক'রে রাখেন যিনি,
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি
যাঁ'র উপচয়ী অনুবর্ত্তিতা নিয়ে
অনুচর্য্যা নিয়ে
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী সম্বেগে
সুসংহত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক অন্বয়ী অভিযানে,—
সবাইকে যিনি ভালবাসেন—
যে যেমন—তেমন ক'রে
বৈশিষ্ট্যমাফিক উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
অনুপ্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে—
তাঁকে তোমার হৃদয়ের ডাক
যে-অনুবেদনা নিয়ে
যেমনতর ভাষায় অভিব্যক্ত করে—
বোধদীপন তাৎপর্য্যে,
তা'ই কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক ;

তাঁকে ভগবানই বল,
ঈশ্বরই বল,
প্রেরিত-পুরুষই বল,
অবতারই বল,
আর তথাগতই বল,—
তা' যদি তোমার বোধে
সঙ্গতিশীল সার্থক-অন্বয়ী হ'য়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তা' ভাল,
তা' যদি হ'য়ে থাকে,—
তোমার বোধ,
বোধ-অনুপ্রেরিত চরিত্র,
আত্মনিয়মিত সার্থকতা-সমন্বিত
বাক্য-ব্যবহার, চালচলনও
তেমনি হ'য়ে উঠবে—
ঐ অমনতর সার্থক-দীপনায় ;
যদি না বুঝে থাক—
তোমার যা' ব'লে ভাল লাগে
তা'ই ব'লে ডাক তাঁকে,
হয়তো বল বন্ধু,
হয়তো বল প্রিয়পরম,
হয়তো বল পরমপিতা ;
যা'তে তোমার ঐ উচ্ছ্বাস সার্থকতা লাভ করে,
তৃপ্তি পাও যা' ব'লে—
তাই-ই ভাল,
কিন্তু যা' বোঝ না—
এমনতর আজগবী চলিত রকমে
তাঁতে যদি সুসঙ্গত হ'তে যাও,—
ঐ অবুঝ অজ্ঞতা
তোমার সহজবোধ ও অভিব্যক্তিকে
অনেকখানি রুদ্ধ ক'রে দিতে পারে কিন্তু,

আবার, না বুঝে তুমি যা' ব'লছ,—
লোকের পক্ষে তা' বোঝা
দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক ;
বরং বল—
দেখছ বা দেখেছ যেমন
তেমনি ক'রেই বল—
'তিনি এমনই আত্মনিয়ামক,
সেবাপটু, প্রভাব-প্রতুল,
এমনতরই অনুরাগমুখর—
উৎসুকী অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ,
এমনই সংবেদনশীল ও প্রসারণ-সন্দীপী,
এতই উদ্বর্দ্ধনী ঔদার্য্যপ্রবণ,
নিজ এবং নিজগণ সম্বন্ধে এতই বেপরোয়া,
যে, যেই তাঁকে দেখুক না কেন—
একটু পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,—
সেই-ই তাঁর অন্তরের
উৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
ব'লতে বাধ্য হবে—
মর্ম্মকে সলীল লাস্য-উদ্বোধনায় সুদীপ্ত ক'রে—
তিনি একজন গতানুগতিক পণ্ডিত
বা সাধারণ লোকই নন,
বরং একটা মানুষ,
একটা তেমনি মানুষ,
যাঁকে মহামানব ব'লতে
প্রাণ উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
দেবমানব ব'লে
যাঁর কাছে প্রণত না হ'য়ে উঠলে
নিজের বিবেকই ধিক্কার দিয়ে ওঠে,
যাঁর সেবা না করা,
অনুচর্য্যা না করা
জীবনের পক্ষে লুব্ধ মূঢ়ত্ব ও পাপ ছাড়া

আর কিছুই নয়কো' ;
এমনতর উচ্ছ্বাস-অনুদীপ্ত ভাষণ—
যা'রা কিছু বোঝে না—
তা'দের অন্তরকে স্পর্শ ক'রবে,
আলোড়িত ক'রে তুলবে,
তুমি তা'দের ভিতরে
তা'দের হ'য়ে
তাঁকে নিয়ে
ভূয়ো-ভূয়ো প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে,
তাঁ'র ফলে পাবে
বোধদীপ্ত, অনুবেদনী, সুসঙ্গত
অন্বয়ী যোগ্য অভিদীপনা,
হবে
হৃদয়ঢালা, লোক-শ্রদ্ধার বান্ধবমর্ম্ম,
সংহতির দীপন-কেন্দ্র,
শ্রেয় তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে,
বোধদীপনা
প্রত্যেকের অন্তরকে
অনুশীলন-প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
মানুষকে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলবে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার প্রীতি,
সার্থক হবে তোমার উপভোগ-অনুচর্য্যা,
আর, তোমার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রিয়পরম প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবেন—
প্রতিটি মর্ম্ম-সিংহাসনে,
দেখবে—
ঈশ্বর জীবনদীপনায়
প্রতিটি অন্তরে

অন্তরের সামসঙ্গীতে
মুখর হ'য়ে উঠেছেন ;
ঈশ্বরই
প্রীতি-অধ্যুষিত জীবনমন্ত্র । ১৬৭ ।
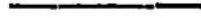
বন্দে লোকতিলকং সাত্বত-বার্ত্তা-বিভূষণং
অমরক্কভ্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়প্রমত্তযাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎপুরুষম্ ।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

১। অগ্নিতপা—১০৩=(১) আগুনের মতো তেজী, গনগনে। (২) অগ্নি বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টদেবতাকে বুঝিয়েছেন। অতএব, অগ্নিতপা মানে ইষ্টের তপস্যা-পরায়ণ, ইষ্টপথ-অনুসারী।

২। অজান—৮৪=জ্ঞানহীন, অজ্ঞ।

৩। অতিশায়নী—৮৬=প্রচুর, প্রকৃষ্ট।

৪। অধিকৃতি—৪০=অধিকার।

৫। অধ্যাস—৩২=অধিষ্ঠান, আসন।

৬। অনুকম্পনা—১৮=অনুকম্পা।

৭। অনুক্রমা—৮৩=ধাপে ধাপে এগিয়ে চলা।

৮। অনুক্রিয়তা—২১=অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে জাত কর্ম্মতৎপরতা।

৯। অনুচার্য্যতা—৮=সর্ব্বতোভাবে সেবা করা।

১০। অনুচলন—১৭=অন্তঃস্থ ভাব-অনুপাতিক চলন।

১১। অনুধায়না—১২০=অনুধাবন ক'রে চলা।

১২। অনুনয়ন—২৭=কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলা।

১৩। অনুনয়ন-তৎপরতা—৬৪=কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলে যে-চলন।

১৪। অনুপোষণা—১২৫=যথাযোগ্য ধারণপোষণ।

১৫। অনুবর্ত্তনী উপাসনা—১৬৫=থাকার উপাসনা (চলন ও চেষ্টা)।

১৬। অনুবীক্ষণা—১৫৫=সম্যক দর্শন।

১৭। অনুবুদ্ধ—১৩৩=অনুধাবন করার ভিতর-দিয়ে যে বোধ লাভ হয়, তদ্-যুক্ত।

১৮। অনুবেদনা—১৮=জ্ঞান, সচেতনতা।

১৯। অনুবোধনা—১৬৪=সহজাত বোধ।

২০। অনুমিতি—৪৯=অনুমান।

২১। অনুরঞ্জনী অধিগমন—১৬৩=অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে বা অপরের প্রীতি উৎপাদন করে যে-প্রাপ্তি।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

২২। অনুরণন-নিক্বণে—১০৬ = সমভাবের ঝঙ্কারে, কোন বিশেষ আদর্শ-অনুযায়ী বোধ ও চলনের সমতানে।

২৩। অনুরতি—১৪৮ = অপরকে প্রীত করা।

২৪। অনুশায়িত—১৬৩ = আনত, ঝোঁকসম্পন্ন।

২৫। অনুশ্রয়ী—১৫৭ = আশ্রয় ক'রে চলৎশীল।

২৬। অনুসেবনা—১৪৮ = সেবা, পরিপালন ও পরিপোষণ।

২৭। অন্তর-উৎসারণা—৩১ = অন্তর থেকে যা' জেগে ওঠে।

২৮। অন্তরাসী—৪৯ = Interested, আগ্রহযুক্ত।

২৯। অপক্রমণ—১৩৬ = অপকৃষ্ট পথে চলা।

৩০। অপবিদ্ধ—২৯ = নিকৃষ্টভাবে বিদ্ধ।

৩১। অবহিতি—৪৯ = জ্ঞান।

৩২। অভিতর্পণা—১৪৮ = তন্মুখী তৃপ্তি।

৩৩। অভিদীপনা—১২৫ = কোন বিশেষ অভিমুখের দীপ্তি।

৩৪। অভিদীপনী—১৯ = তদভিমুখী দীপ্তিসম্পন্ন।

৩৫। অভিনন্দনা—১৬ = সর্ব্বতোমুখী বিস্তার।

৩৬। অমরা—১২৩ = মৃত্যুহীনতা।

৩৭। অমিতাভ—১১৬ = অমিত (অপরিমিত) আভা-যুক্ত।

৩৮। অর্জ্জনী আবেগ—৯৮ = অর্জ্জন বা আহরণ করার ঝোঁক।

৩৯। অর্থনা—১০ = অর্থসমন্বিত চলন (Meaningful go)।

৪০। অসম গোল গর্ত্তে বিষম চৌকোণ কীলক গাড়া—৪৫ = A square peg into a round hole. [অসম = সমানত্বের ন্যূনতা বা অল্পতা ; বড়, দুর্গ্রাহ্য]

৪১। অস্মিতা—১৬৩ = 'আমি আছি' এই ভাব, অহংপ্রধান ভাব।

৪২। আক্ষেপ-উদ্দীপনা—৪৭ = বিক্ষিপ্ত ভাবকে যা' বাড়িয়ে তোলে।

৪৩। আত্মনির্ভরণী—১২৪ = নিজের উপর নির্ভর করতে পারে যে।

৪৪। আত্মিক শক্তি—১০৭ = নিরন্তর চলমানতার শক্তি।

৪৫। আত্মোৎসর্জ্জনী—১২২ = নিজেকে উন্নতির পথে গ'ড়ে তোলা আছে যে-ক্রিয়ায়।

৪৬। আভিঘাতিক—১৬৬ = অভিঘাত বা সংঘাত-যুক্ত।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

৪৭। আয়ত্তি—১৫ = আয়ত্ত করা।

৪৮। আস্তিক্য-অনুভাবিতা—১৬৫ = জীবনের (বেঁচে থাকার) বোধ।

৪৯। ইষ্টায়িত—৯৪ = ইষ্টের ভাব বা চলন-প্রাপ্ত।

৫০। ইষ্টীতপা—১২৪ = ইষ্টের অভিপ্রায়-অনুযায়ী চলন-সমন্বিত।

৫১। ঈশী—১২৫ = ধারণপালনশক্তি-সমন্বিত।

৫২। ঈশী অভিসার—৪৬ = ঈশ্বরীয় চলন।

৫৩। উচ্চল—১১৯ = উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।

৫৪। উজ্জয়িনী—১৫ = জয় নিয়ে আসে যা'তে, জয়যুক্ত।

৫৫। উৎক্রমণ—১৩৬ } = উন্নতিমুখী চলন।
৫৬। উৎক্রমণা—১৬৩

৫৭। উৎসরণ—৫৪ = বৃদ্ধিমুখী চলন, বেড়ে চলা।

৫৮। উৎসজ্জর্না—১১৩ = উন্নতি-অভিমুখী সৃষ্টি।

৫৯। উৎসজ্জির্ত—২২ = বিস্তৃতির পথে চলৎশীল।

৬০। উৎসারণা—১০৯ = উন্নতিশীল চলন।

৬১। উৎসুকী—১৬৭ = আগ্রহ-আকুল।

৬২। উদ্‌গময়নী—১২৫ = উন্নতির দিকে গমন করায় যা'।

৬৩। উদ্দালক—১৫৭ = বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে যা' উন্নতি-অভিমুখে চলে।

৬৪। উদ্বর্ত্তনা—১০৯ = বেড়ে ওঠার পথে চলা।

৬৫। উদ্বেজিত—১৫৬ = উদ্বিগ্ন, চঞ্চল।

৬৬। উদ্বোধনা—১৯ = উন্নত বোধের উন্মেষ।

৬৭। উদ্ভাবনা—১৫৭ = জাগরণ, সৃষ্টি।

৬৮। উদ্ভাসনা—১৫১ = প্রকাশ।

৬৯। উপস্থাপয়িতা—১৬ = উপস্থাপন-কর্ত্তা, অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করে যে।

৭০। ঊর্জ্জনা—১১ = বল ও প্রাণনসম্বেগ।

৭১। ঊর্জ্জী—২ = শক্তিশালী, প্রাণবান।

৭২। একায়নী—১২৩ = ঐক্যদীপনী।

৭৩। ওজঃ-সন্দীপনা—১১৫ = তেজসমন্বিত দীপ্তি।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

৭৪। কম্বু-কম্পনে—১১৪=শঙ্খধ্বনির ঝঙ্কারে।
৭৫। কূটকচালি—১৫৭=আবোল-তাবোল অসঙ্গতিপূর্ণ কথা।
৭৬। কৃতিসম্বেদনা—৩১=কর্ম্মসম্পাদনের সমীচীন জ্ঞান।
৭৭। গণ-গৌরবী—৮৫=জনগণের কাছে গৌরবময়।
৭৮। গণদোলনী—১২৪=জনগণকে দোলা দেয় যা'।
৭৯। গণহিতী—৭২=জনগণের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।
৮০। গ্লানিমা—১৫২=ক্লেশ, অবসাদ, অস্বাস্থ্য।
৮১। চিরায়ু—৯৩=দীর্ঘ জীবন।
৮২। ছান্দিক নর্ত্তন—১৬৬=তালসমন্বিত চলন।
৮৩। জৈবী-সংস্থিতি—১৩৬=জীবদেহের গঠন; Biological make-up.
৮৪। তত্ত্ব-সমঞ্জসা—১৬২=তত্ত্বের সঙ্গে যা' সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৮৫। তৎ-প্রসবী—১৬৫=তৎ (এখানে দুঃখদুর্দ্দশা) সৃষ্টি করে যা'।
৮৬। তাপস অনুক্রিয়া—৩৭=তপস্বীর মতন কর্ম্ম ও চলন।
৮৭। তালিমী—২৪=তালিমপ্রাপ্ত, শিক্ষিত।
৮৮। তৃপণা—১০৯=তৃপ্তি।
৮৯। দর্পী—১৬৫=দর্প (অহঙ্কার)-সমন্বিত।
৯০। দীপী—৮৬=দীপ্তিমান।
৯১। দ্যোতন-অনুরণন—৭১=দীপ্ত ঝঙ্কার।
৯২। দ্যোতনকৃতি—১৩=উজ্জ্বল কর্ম্মধারা।
৯৩। দ্যোতনা—১৭=দ্যুতি।
৯৪। দ্যোতির্ভ—৭৮=দ্যোতনার ভাতি (শোভা) আছে যা'তে।
৯৫। ধর্ম্ম্য—১৫৫=ধর্ম্মাচার-অনুগ।
৯৬। ধৃতি—২৭=ধারণপোষণের আকূতি।
৯৭। নন্দন-নট-নর্ত্তনা—১৩৬=তৃপ্তিকর ছন্দময় চলন।
৯৮। নন্দনা—৯৪=আনন্দদায়ক চলন।
৯৯। নিবদ্ধ—৮৫=নিশ্চিত বোধ-সমন্বিত।
১০০। নিয়ন্ত্রণ-সংবেদনী—১৪৪=নিয়ন্ত্রণ করার সম্যক জ্ঞান-যুক্ত।
১০১। বিনায়ক প্রবৃত্তি—৪৫=যে-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা; Master complex.

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

১০২। পরামৃষ্ট—২৯ = বিধ্বস্ত, বিনষ্ট।

১০৩। পরিকর-সংশ্রয়—১২৪ = চতুর্দ্দিককে লক্ষ্য রেখে সেবা করে যারা এমনতর সেবকদের সান্নিধ্য।

১০৪। পরিচারণা—১০৪ = সেবা, পরিচর্য্যা।

১০৫। পরিদীপনা—১৭ = সর্ব্বতোমুখী দীপ্তি।

১০৬। পরিদৃপ্ত—১৬৩ = বিশেষভাবে প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল।

১০৭। পরিধৃত—১২৫ = সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

১০৮। পরিবীক্ষণা—১৬৫ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।

১০৯। পরিবেদনা—১৩৯ = সমীচীন জ্ঞান ও বোধ।

১১০। পরিবেষণা—১৬৫ = পরিবেশন করা।

১১১। পরিভৃতি—৬৫ = উত্তমরূপে পোষণ।

১১২। পরিমার্জ্জনী তাৎপর্য্য—৫৩ = পরিমার্জ্জিত (সংশোধিত) ক'রে তোলার তৎপরতা।

১১৩। পরিষেচনা—৬৫ = সর্ব্বতোভাবে সিক্ত করা।

১১৪। পরিস্ফোটনা—১৫ = স্ফুটিত হওয়া, বিকাশ।

১১৫। পরিস্রব—৩৭ = পরিস্রুত বা ক্ষরিত হয় যা' থেকে।

১১৬। পোষণী—১৫৭ = পোষণ, পালন ও বর্দ্ধন-কারী।

১১৭। প্রচারণা—১২৪ = প্রচারক্রিয়া।

১১৮। প্রবৃদ্ধি-উৎচেতী—৭৫ = উৎকৃষ্ট বোধকে জাগিয়ে তোলে যা'।

১১৯। প্রবোধনা—১০ = জ্ঞান।

১২০। প্রাণন-তাৎপর্য্য—২৮ = প্রাণশক্তির তৎপরতা।

১২১। প্রীতি-পরিস্রবা—২৭ = প্রীতি পরিস্রুত (ক্ষরিত) করে যা'।

১২২। বর্দ্ধনী—৪৬ = বৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় যা'।

১২৩। বিচারণা—১৩২ = বিবেচনা-সহ চলা।

১২৪। বিনায়ন - ২৩ = বিহিত পথে নিয়ে যাওয়া।

১২৫। বিবৃদ্ধ—১১৯ = বিশেষভাবে বেড়ে ওঠা।

১২৬। বিভব-বিভাবনা—১১৪ = বিশেষ প্রকারে গ'ড়ে উঠেছে যে চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য।

১২৭। বিভূতি—১২ = বিশেষ রকমে হ'য়ে ওঠা।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

১২৮। বোধবেদনী—১৯ = বোধকে জাগিয়ে তোলে যা'।

১২৯। বোধানুভাবিতা—৭৮ = Sentiment.

১৩০। বোধায়নী—৪৬ = বোধে (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।

১৩১। বোধি-বিজৃম্ভিত—১০৩ = বোধিতে বিকশিত।

১৩২। বোধিবীক্ষণা—৭২ = বাস্তব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন।

১৩৩। ব্যাপৃতি—১২ = কর্ম্মে ব্যাপৃত (নিযুক্ত) থাকা।

১৩৪। ব্যাহতি—৩০ = বাধা, ব্যাঘাত।

১৩৫। ব্রাহ্মী—১৫৭ = বুদ্ধি ও দীপ্তি-সমন্বিত।

১৩৬। ব্রাহ্মী-সম্বিৎ—১৩৮ = ব্রহ্মজ্ঞান, ব্যাপ্ত বিশ্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান।

১৩৭। ভজনদীপনা—১২২ = প্রীতিমুখর সেবার দীপ্তি।

১৩৮। ভরণ-উৎসব—১৬৫ = পোষণ ও ধারণের আনন্দ।

১৩৯। ভর্গ-অভিব্যক্তি—২৭ = তেজোদ্দীপ্ত প্রকাশ।

১৪০। ভাববৃত্তি—১৩ = হ'য়ে ওঠার সম্বেগ।

১৪১। ভাববোধনবৃত্তি—৭১ = ভাব (হওয়া) থেকে জাত বোধ-অনুপাতিক চলন।

১৪২। ভাবানুকম্পিতা—৮৭ = অন্তরস্থ ভাবের অনুরণন ; Sentiment.

১৪৩। ভাবাবেগে-শিখী—১০৩ = ভাবাবেগ যেখানে শিখাস্বরূপ অর্থাৎ প্রধানীভূত।

১৪৪। ভৃতি—১৬৫ = ভরণ ও শক্তি-সঞ্চারণ।

১৪৫। মূর্ত্তনা—১৬৪ = মূর্ত্ত ক'রে তোলা।

১৪৬। মেকদার—১৬ = পরিমাণ, যোগ্যতা।

১৪৭। যন্তা—১৬৩ = সংযমন-কর্ত্তা, চালক।

১৪৮। যাজন-লসিত—১১৯ = যাজনের দ্বারা হৃষ্ট, দীপ্ত।

১৪৯। যুত—১২৩ = যুক্ত।

১৫০। যোগাবেগ—১৮ = যুক্ত হওয়ার আবেগ ; Tendency to unification.

১৫১। যোজক—১০৩ = যুক্ত ক'রে তোলে যা'।

১৫২। রণন-উচ্ছ্বাস—১৬১ = স্পন্দনের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি।

১৫৩। রাগতর্পণী—১৬২ = অনুরাগের ভিতর দিয়ে তৃপ্তিদানকারী।

১৫৪। লালী—১৫৯ = লালভাবযুক্ত অর্থাৎ রঙ্গিলভাবে, মনোহর রকমে।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

১৫৫। লোকতপা—২১ = মানুষের মঙ্গলের তপস্যা-পরায়ণ।

১৫৬। লোহদীপনা—১৫৪ = (বংশগত) রক্তধারা।

১৫৭। শিষ্ট-সম্বোধী—১৫০ = শিষ্ট এবং সমীচীন বোধ-যুক্ত।

১৫৮। শীলচলন—২৬ = শিষ্ট আচরণ ও চলন।

১৫৯। শুভসিঞ্চনী—১৩৫ = মঙ্গল সেচন করে যা'।

১৬০। শৌর্য্য-বিনায়নে—১৭ = তেজ ও শক্তির বিহিত সঞ্চালনে।

১৬১। শ্রদ্ধোৎসারিণী—১৬৭ = শ্রদ্ধা + উৎসারিণী, শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে তোলে যা'।

১৬২। শ্রমসুখপ্রিয়তা—১৫২ = প্রিয়জনের জন্য শ্রম ক'রে যে সুখ হয় সেটা ভাল লাগা।

১৬৩। শ্রামণচর্য্যা—১২৯ = সাধনশীল চলন।

১৬৪। শ্রেয়শ্রয়ী—১১৯ = শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে চলেছে যে।

১৬৫। সংবেদনা—১৫০ = সম্যক জ্ঞান বা বোধ।

১৬৬। সংবোধনা—৬৮ = সমীচীন এবং বাস্তব সক্রিয় বোধ।

১৬৭। সংসক্ত—১৬৫ = সম্যক অনুরাগসম্পন্ন।

১৬৮। সংহিত—৮০ = সম্যক প্রকারে বিধৃত।

১৬৯। সঞ্চলন—৯৬ = সম্যক চলন।

১৭০। সত্তাবেদ—১৩৩ = অস্তিত্বের ধর্ম্ম, জীবনের জ্ঞান।

১৭১। সন্দর্শনা—২২ = সম্যক দৃষ্টি।

১৭২। সন্ধিক্ষু—২৮ = সম্যকদীপনী।

১৭৩। সম্বুদ্ধ—৩১ = সমীচীন বোধ-সমন্বিত।

১৭৪। সম্বৃদ্ধি—৯৫—সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধনা।

১৭৫। সম্বেগী—৪৪ = সম্বেগযুক্ত।

১৭৬। সম্বেদনী—৩০ = সমীচীন এবং পূর্ণচেতনাযুক্ত।

১৭৭। সম্বোধি-তাৎপর্য্য—১৫০ = সর্ব্বতোমুখী বোধের তৎপরতা।

১৭৮। সাত্বত—১৫ = সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়।

১৭৯। সানুভাবিতা—১৬৫ = সহ-অনুভাবিতা, একই রকম বোধের অনুভব।

১৮০। সাবুদ—১৯ = পাকা, Confirmed, স্থিরনিশ্চয়।

১৮১। সার্থক-শালিন্য—৬৫ = যে চলন ও ব্যবহার সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

১৮২। সিঞ্চনা—১৩৫ = সিক্তকরণ।

শব্দ, বাণীসংখ্যা, শব্দার্থ

১৮৩। সুবোধ-সন্দীপী—৫১ = সুষ্ঠু বোধে সন্দীপ্ত।

১৮৪। সুর-তাৎপর্য্য—১৫০ = স্পন্দনের অনুরণন।

১৮৫। সুসংহিত—৪৬ = উন্নতির পথে সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

১৮৬। সৌম্য-সমীক্ষু—১১৪ = শান্ত সুন্দর সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।

১৮৭। স্তোতনা—৮৬ = স্তুতিকরণ।

১৮৮। স্থবির-নন্দনা—১৬৫ = বৃদ্ধদের থাকার আনন্দ।

১৮৯। স্থাণু-দ্যোতনা—১১৪ = অচঞ্চল দীপ্তি।

১৯০। স্নাতক-ঐশ্বর্য্য—১৫০ = ব্রহ্মচারী-ভাবের ঐশ্বর্য্য।

১৯১। স্ফুরণা—১২৩ = বিকাশ।

১৯২। স্ফোটন-তৎপরতা—১১৫ = ফুটে ওঠার তৎপরতা।

১৯৩। স্বস্তি-স্রাবণ—১০৯ = স্বস্তির ক্ষরণ।

১৯৪। হিতপ্রবণ প্রবোধনা—৭২ = মঙ্গলকর উৎকৃষ্ট বুদ্ধি।

১৯৫। হোম-আহূতি—১০৯ = আহ্বানপূর্ব্বক প্রীত করার যে যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মবিন্যাস।

১৯৬। হ্লাদন-সম্বেগ—১২৬ = হৃষ্ট ক'রে তোলার আবেগ।

১৯৭। হ্লাদসুন্দর—৩২ = আনন্দজনক অথচ সুন্দর।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ভাষায় এনেছেন এক নবদিগন্ত। তাঁর প্রযুক্ত শব্দগুলি বিশেষ অর্থবাহী এবং সে-অর্থ ধাত্বর্থগামী। শব্দের অর্থ এভাবে বুঝতে আমরা সাধারণতঃ অভ্যস্ত নই। তাই অনেক শব্দ আমাদের কাছে অপরিচিত লাগে। অবশ্য বাণীপ্রদানকালে শব্দের অর্থগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব'লে দিয়েছেন। যাজী-সূক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এরকম ৮৯টি শব্দের অর্থ দেওয়া ছিল। পাঠকবৃন্দের অনুরোধে বর্ত্তমান সংস্করণে (বর্ণানুক্রমিক) শব্দার্থের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হ'ল ১৯৭। এতে যে সব শব্দের অর্থ দেওয়া হ'য়ে গেল তা' নয়। সামগ্রিক অর্থবোধের জন্য চাই বাণী-প্রদাতার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ। তবেই বাণীগুলির প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে প্রকট হবে।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়